পথ ও পাথেয়

নির্বাচিত কুরআন হাদীস

এস. এম. রুহুল আমীন

নির্বাচিত কুরআন-হাদীস

পথ ও পাথেয়

রচনা ও সম্পাদনায়

এস.এম. রুহুল আমীন

বি.এ. (অনার্স), বি.এড, এম.এম, এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস)
প্রাক্তন প্রভাষক, দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পটুয়াখালী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

www.amarboi.org

পথ ও পাথেয়

এস.এম. রুহুল আমীন

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন, পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয় : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩ মোবাইল- ০১৭১১৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয় : ১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স: ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল- ০১৭১১৮১৬০০১

প্রকাশকাল

২য় সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০১৪

১ম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯৯

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স: ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

কম্পোজ : দারুল ইবতিকার, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০। ১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫। ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার-১১০০

Path O Patheo : Written by S.M Ruhul Amin. Published by: S.M Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk.250.00 SS$: 12, ISBN. 984-70241-0065-8

www.amarboi.org

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল 'আলামীনের, যার নিয়ন্ত্রণে আমাদের জীবন মৃত্যুর বাগডোর। অসংখ্য সালাত ও সালাম প্রিয় নবী (সা) ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবায়ে আজমায়ীনদের প্রতি। সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর কুরআন পাগল শুহাদায়ে কিরামদের পবিত্র আত্মার।

অবশেষে বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস **"পথ ও পাথেয়"** বইটি বর্ধিত কলেবরে যুগের নকিব, ইসলামী জীবন বিধান পালনে আগ্রহী এবং যারা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে নিজেকে গঠন করতে চায়, সেসব নিবেদিত পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার কারণে সময়ের প্রয়োজনে মুদ্রিত হলো।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও কালজয়ী শ্বাসত আদর্শের নাম। এর ব্যাপ্তি বিস্তৃত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে, আর সে সমস্ত দিক ও বিভাগগুলো ছড়িয়ে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বিশাল সমুদ্র সমেত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে। বাংলা ভাষাভাষী কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ জানতে আগ্রহী ও জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সহজেই একটি বিষয় জেনে নিতে বেগ পেতে হয় সীমাহীন। এ সব দিক বিবেচনা করেই এ কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছি। ইসলামী জীবন বিধান পালনে আগ্রহী পাঠকদের যদি সামান্যতম উপকারে আসে এবং আল্লাহর কবুলিয়াতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি যদি সুনিশ্চিত হয়, তাহলেই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সর্বোপরি যারা আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো চির কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর কাছে উত্তম জাযার বিনীত প্রার্থনা। দয়ালু আল্লাহ প্রত্যেককে দান করুন সর্বোত্তম প্রতিদান।

মানবিক দুর্বলতা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি বোদ্ধামহলের সমীপে। আবারও আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিচ্ছি, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তে আমাদের সকল কর্মতৎপরতা কবুল করে নেন। আমীন।

মা'আসসালাম

এস.এম. রুহুল আমীন

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালীন। ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বাংলাদেশের একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে বিরামহীন ভাবে। তারই ধারাবাহিকতায় সুপরিচিত ইসলামী ভাবধারার লেখক জনাব এস.এম. রুহুল আমীন কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত নির্বাচিত কুরআন-হাদীস **'পথ ও পাথেয়'** বইটি ইসলামী জীবন বিধান পালনে ও কুরআন সুন্নাহ অনুসরণে আগ্রহী জনগোষ্ঠীর বিপুল চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি। কারণ বইটি শুধুমাত্র নির্বাচিত কুরআন হাদীস নয়। কুরআন সুন্নাহ জানতে সহজ সরল একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা।

আশা করি বইটি ওহীর ইলমী পিপাসায় পিপাসার্ত মানুষের তৃষ্ণা মিটাতে এবং বইটির নামকরণের স্বার্থকতার পরিচয় রাখতে সক্ষম হবে, বইটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে আগের চেয়েও বেশী। মহান আল্লাহ আমাদের প্রকাশনার উদ্দেশ্য কবুল করুন। করুন দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের উসিলা। আমীন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
উলূমুল কুরআন	২৯
ইলমুত তাজবীদ	৩২
উলূমুল-হাদীস	৩৪
ইসলামের পাঁচ রুকন	
ক. ঈমান বা বিশ্বাস	৩৮
কুরআন	
যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে	৩৮
বিশ্বাসীদের কাজ নামায কায়েম ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা	৩৮
সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ থাকবে নির্ভীক	৩৮
বেঈমানদের কাজ-কর্ম খুবই চিত্তাকর্ষক	৩৯
হাদীস	
ঈমানের পরিচয়	৩৯
প্রকৃত ঈমানদার কারা	৩৯
মু'মিনরা ভাল কাজে আনন্দ আর মন্দ কাজে অনুতপ্ত হয়	৪০
মু'মিনরা দ্বীনের অধীন জীবন-যাপন করবে	৪০
খ. সালাত বা নামায	৪০
কুরআন	
নামায পাপের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ	৪০
গাফেল নামাযীর জন্য দুঃসংবাদ	৪১
আল্লাহর প্রিয়ভাজন লোকেরা পরিবারেও নামায কায়েম করে	৪১
নামাজ কায়েমকারী লোকদের বন্ধু আল্লাহ	৪১
সময়মত সালাত আদায় ফরয	৪১
পরিবারের সদস্যদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে	৪১
নিজেকে ও বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য দু'আ করতে হবে	৪২
হাদীস	
সকল ইবাদতের মূল হলো নামায	৪২
জামা'য়াতে নামাযের গুরুত্ব	৪২
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে নামায	৪৩
সঠিক সময়ে নামায পড়া সবচেয়ে ভাল কাজ	৪৩
পাঁচবার গোসলে যেমন শরীর ময়লামুক্ত হয়,তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাহমুক্ত করে	৪৩

www.amarboi.org

গ. সাওম বা রোযা ——— ৪৪
কুরআন
রোযার উদ্দেশ্য খোদাভীরু লোক তৈরী ——— ৪৪
রমযান হিদায়াত গ্রন্থ কুরআন নাযিলের মাস ——— ৪৪
রোযা পূর্ণ করতে হবে রাত পর্যন্ত ——— ৪৫
রোগী ও মুসাফিরগণ পরে রোযা পূর্ণ করবে ——— ৪৫
হাদীস
রোযার উদ্দেশ্য মিথ্যা পরিত্যাগ করানো ——— ৪৫
পাপমুক্ত খাঁটি বানানো রোযার উদ্দেশ্য ——— ৪৫
রমযানে শয়তান থাকে শৃংখলিত ——— ৪৬
রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেলেও রোযা পূর্ণ করতে হবে ——— ৪৬
ঘ. যাকাত ——— ৪৬
কুরআন
যাকাত আদায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সম্পদের বৃদ্ধি হয় ——— ৪৭
ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ৪টি কাজের অন্যতম কাজ যাকাত আদায় করা ——— ৪৭
যাকাতের হকদার আট শ্রেণীর লোক ——— ৪৭
যাকাত প্রদানকারীরা হলো দীনি ভাই ——— ৪৮
যাকাত দানে সম্পদ ও আত্মা পবিত্র হয় ——— ৪৮
যাকাত দানের মাধ্যমে বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ——— ৪৮
হাদীস
যাকাত না দিলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় ——— ৪৮
জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হলো যাকাত আদায় ——— ৪৮
বাই'য়াত যাকাত আদায়ের জন্য ——— ৪৯
যাকাত অনাদায়ী সম্পদ সাপ হয়ে দংশন করবে ——— ৪৯
ঙ. হজ্জ ——— ৪৯
কুরআন
সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ না করা কুফরীর সমান ——— ৫০
হজ্জের সময় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ——— ৫০
সাফা-মারওয়া সা'য়ী করায় রয়েছে প্রতিদান ——— ৫০
হজ্জ-ওমরাহ আদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ ——— ৫০
হাদীস
হজ্জ আদায় নিষ্পাপ হওয়ার মাধ্যম ——— ৫১
হজ্জ সর্বোত্তম কাজের অন্যতম ——— ৫১
হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ করা ফরয ——— ৫১

www.amarboi.org

হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে ——— ৫২
নারী ও অসহায় দুর্বলদের জিহাদ হলো হজ্জ করা ——— ৫২
হাজীগণও মুজাহিদের মত আল্লাহর মেহমান ——— ৫২

মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কুরআন

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনিবের গোলামী করা ——— ৫৩
সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ ——— ৫৩
সবকিছুর মালিক আল্লাহ ——— ৫৩
সত্যের সাক্ষ্যই মানুষের কাজ ——— ৫৩
সফলতার পূর্ব শর্ত আল্লাহর পথে চেষ্টা ——— ৫৪
ঈমানের দাবি আল্লাহর ভালবাসা ——— ৫৪

হাদীস

যা ঈমানের পরিপূর্ণতা আনে ——— ৫৪
মু'মিনের পরিচয় সবচেয়ে বেশি আল্লাহর রাসূলের ভালা বাসা ——— ৫৪
আল্লাহর দাসত্বই জান্নাতের ঠিকানা ——— ৫৫
সকল তৎপরতা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত ——— ৫৫
ভালবাসা ও শত্রুতা হবে আল্লাহর সন্তোষের জন্য ——— ৫৫

আল্লাহর পথে ডাকা বা দাওয়াত ইলাল্লাহ

কুরআন

আল্লাহর পথে ডাকার পদ্ধতি ——— ৫৬
মুসলমানদের সর্বোত্তম কাজ ——— ৫৬
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি; সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ ——— ৫৬
নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ——— ৫৭
দাওয়াতী কাজ না করলে জালিম হতে হবে ——— ৫৭
দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের কাজ ——— ৫৭
সকল জাতির কাছেই দাওয়াতসহ নবী পাঠানো হয়েছে ——— ৫৭

হাদীস

দাওয়াত প্রদান রাসূলের (সা) নির্দেশ ——— ৫৮
দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি ——— ৫৮
দীনি দা'ওয়াত অনাগতদের কাছে পৌঁছানো দায়িত্ব ——— ৫৮
দীন পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্যকরণীয় ——— ৫৮
সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হলো দাওয়াতী কাজ ——— ৫৯
আমলহীন দাওয়াত দানকারীর পরিণাম ——— ৫৯
দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো দাওয়াতী কাজ ——— ৫৯

www.amarboi.org

সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন বা সংগঠন

কুরআন

সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন ফরয ——— ৬০
নেতার নির্দেশের অধীনে থাকতে হবে ——— ৬০
সংঘবদ্ধ জীবনই সিরাতুল মুসতাক্বীম ——— ৬০
সংঘবদ্ধ জীবন জান্নাতের নিশ্চয়তা আর সফলতা আল্লাহর দলের ——— ৬০
সংঘবদ্ধ লোকদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা ——— ৬১
শরী'আহ আইন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর হুকুম ——— ৬১

হাদীস

সংগঠন-ই ইসলাম ——— ৬১
ভ্রমণ অবস্থায় হলেও সুসংগঠিত থাকতে হবে ——— ৬২
সংগঠন ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু ——— ৬২
সংগঠন ছেড়ে দেয়া ইসলাম ত্যাগের নামান্তর ——— ৬২
বিচ্ছিন্নতাবাদী জাহান্নামে যাবে ——— ৬২
আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পাঁচটি কাজের একটি সংগঠন করা ——— ৬৩

ইসলামী তা'লীম বা মানব সমস্যা

কুরআন

উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য/ শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক নয় ——— ৬৪
জ্ঞানীগণ আল্লাহকে ভয় করেন ——— ৬৪
শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য ——— ৬৪
জ্ঞানীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ——— ৬৫

হাদীস

জ্ঞানীরা শয়তানের শত্রু ——— ৬৫
দীনি জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য ——— ৬৫
জ্ঞান আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ ——— ৬৫
জ্ঞানার্জন জিহাদের সমান ——— ৬৫
শিক্ষক স্রষ্টা ও সৃষ্টির আশির্বাদ প্রাপ্ত ——— ৬৬
জ্ঞান গোপন রাখার পরিণাম ——— ৬৬
চরিত্রসম্পন্ন লোকেরাই ঈমানদার ——— ৬৬

ইসলামী শিক্ষা ও ছাত্র সমস্যা

কুরআন

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ——— ৬৭
পড়তে হবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ——— ৬৭
কুরআন শুনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র করুণা ——— ৬৮

www.amarboi.org

বিজ্ঞান শেখানোই রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ——— ৬৮
জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা ——— ৬৮
হাদীস
অন্যকে সাহায্য করার মধ্যেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ——— ৬৮
নফল নামাযের চেয়ে জ্ঞানার্জন উত্তম ——— ৬৯
শিক্ষার্থীর জন্য সবাই মাগফিরাত কামনা করে ——— ৬৯
অপর ভাইয়ের সাহায্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাহায্য ——— ৭০
কুরআনের জ্ঞানার্জন ফরয ——— ৭০

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

কুরআন
ইসলামী আন্দোলন করা ফরয ——— ৭১
ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি ——— ৭১
লড়াই করতে হবে মযলুমদের রক্ষা করার জন্য ——— ৭২
ইসলামী আন্দোলন ঃ পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ ——— ৭২
ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম ——— ৭৩
হাদীস
অন্যায় প্রতিরোধ ঈমানের দাবি ——— ৭৩
জিহাদ সর্বোত্তম কাজ ——— ৭৩
জিহাদ জাহান্নাম হতে বাঁচার উপায় ——— ৭৪
ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের পরিচয় ——— ৭৪
জান্নাতের সুসংবাদ মুজাহিদের জন্য ——— ৭৪
জিহাদ ছাড়া মৃত্যু হয় মুনাফিকের ——— ৭৫
স্বৈর শাসকের সামনে সত্য বলা উত্তম জিহাদ ——— ৭৫
জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্যকারী হতে হবে ——— ৭৫

ইসলামে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

কুরআন
আল্লাহ্‌র ইবাদাতের সাথে সমাজ সেবাও আল্লাহর নির্দেশ ——— ৭৬
অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রদান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ——— ৭৬
সফলতার জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে ——— ৭৭
ডানপন্থী লোকদের কাজ দয়া প্রদর্শন করা ——— ৭৭
সৃষ্টির সেরা হতে হলে সৎকাজ করা অবশ্য কর্তব্য ——— ৭৭
হাদীস
মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ্‌র দয়া পাওয়া যায় ——— ৭৭
প্রতিবেশীর হক আদায় ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না ——— ৭৭
মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার ——— ৭৮

www.amarboi.org

ইসলাহে হুকুমাত বা রাষ্ট্র সংস্কার

কুরআন

ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আল্লাহর শর্ত দু'টি ——— ৭৯
তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে বরকতের দরজা খুলে যাবে ——— ৭৯
ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে ——— ৮০
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ——— ৮০
অবিশ্বাসীরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না ——— ৮০
রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব রচিত মতাদর্শের পরিণতি ——— ৮০

হাদীস

কুরআনের শাসনই মানব মুক্তির উপায় ——— ৮১
দায়িত্বে অবহেলাকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম ——— ৮১
জালিম বা অত্যাচারী শাসক নিকৃষ্ট শাসক ——— ৮১
কঠোর শাসক বা দায়িত্বশীলের প্রতি আল্লাহ কঠোর হবেন ——— ৮২

আনুগত্য

কুরআন

যে আনুগত্য ফরয ——— ৮৩
আনুগত্য হবে নিঃশর্ত ——— ৮৩
আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসা লাভ এবং গুনাহ মাপের উপায় ——— ৮৩
আনুগত্য হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ——— ৮৪
আনুগত্যহীনতা আমল নষ্ট হওয়ার কারণ ——— ৮৪
আল্লাহ্‌র স্মরণে গাফেলদের আনুগত্য করা যাবে না ——— ৮৪

হাদীস

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য ——— ৮৪
আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায় ——— ৮৫
আনুগত্যহীনতা জাহেলিয়াতের মৃত্যু ——— ৮৫
পছন্দ হোক বা না হোক আনুগত্য সর্বাবস্থায় ——— ৮৫

পর্দা বা হিজাব

কুরআন

পর্দার মৌলিক নীতিমালা ——— ৮৬
সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হয় ——— ৮৬
মু'মিনদের করণীয় ও পর্দার ধরন ——— ৮৭
বিশেষভাবে পর্দার সময় ——— ৮৮
যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ/ হারাম ——— ৮৮

www.amarboi.org

পর্দার নিয়ম ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি ——— ৮৯
অন্য মহিলার কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে ——— ৮৯
হাদীস
নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নেই ——— ৯০
এক বিছানায় ঘুমানো ও অপরের সতরের দিকে তাকানো নাজায়েয ——— ৯০
স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচাত ভাই এর সাথে সাক্ষাত জায়েয নেই ——— ৯০
যিনার বিভিন্ন ধরন ——— ৯১
হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিবে, দ্বিতীয় দৃষ্টি শয়তানের ——— ৯১
অবৈধ দৃষ্টিদানের শাস্তি ——— ৯২
মহিলাদেরকে শয়তান আকর্ষণীয় করে দেখায় ——— ৯২

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

কুরআন
আল্লাহর কাছে সম্মানের মানদণ্ড হলো তাকওয়া ——— ৯৩
কাঙ্ক্ষিত তাকওয়া মুসলমানদের পরিচয় ——— ৯৩
সৎ বন্ধু আল্লাহ ভীতি অর্জনে সহায়ক ——— ৯৩
আল্লাহভীরু লোকেরাই সফলকাম ——— ৯৩
শাস্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তাকওয়া ——— ৯৪
আল্লাহ ভীরু লোকেরাই কল্যাণ লাভের হকদার ও তাদের করণীয় ——— ৯৪
প্রতিযোগিতা হবে কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে ——— ৯৪
মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতই মুখ্য ——— ৯৪
আল্লাহকে ভয় করার সাথে মু'মিনগণ সত্যবাদীদের সাথী হয় ——— ৯৫
হাদীস
ছোট গুনাহ বড় গুনাহের জন্ম দেয় ——— ৯৫
মুত্তাকী হওয়ার শর্ত ——— ৯৫
সন্দেহ সংশয় পাপের জন্ম দেয় ——— ৯৫
খোদাভীতি অপরের অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি ——— ৯৬

আখিরাত

কুরআন
প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে ——— ৯৭
ক্ষমতা আল্লাহর হাতে কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না ——— ৯৭
আখিরাত অবশ্যই যথাসময়ে হবে ——— ৯৭
নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ——— ৯৮
কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না ——— ৯৮

www.amarboi.org

হাদীস
দুনিয়ায় কিয়ামতের দৃশ্য দেখার উপায় ——— ৯৮
কিয়ামতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে ——— ৯৯
কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় ——— ৯৯
বুদ্ধিমান লোকেরা আখিরাতের প্রস্তুতি নেয় ——— ৯৯
মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল উপকারে আসে ——— ১০০

মু'মিনের গুণাবলী

কুরআন
মু'মিনদের অবশ্য করণীয় ——— ১০১
প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ——— ১০১
প্রকৃত মু'মিনের কাজসমূহ ——— ১০২
মু'মিনদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ ——— ১০২
মু'মিনদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ যেভাবে হওয়া উচিত ——— ১০৩
মু'মিনগণ আল্লাহর শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না ——— ১০৩
হাদীস
জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাযত ঈমানের দাবী ——— ১০৪
মু'মিনরা অপরের দুঃখে দুঃখী হয় ——— ১০৪
দয়া ও ভালবাসা মু'মিনের চরিত্র ——— ১০৪
মু'মিনরা একে অপরের খোঁজ নেয় ——— ১০৫
মু'মিন বার বার ভুল করে না ——— ১০৫

শপথ বা বাই'য়াত

কুরআন
ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলের নিকট বাই'য়াত মূলতঃ
আল্লাহর নিকট বাই'য়াত ——— ১০৬
বাই'য়াত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায় ——— ১০৬
দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়াই হল
বাইয়াতের দাবী ——— ১০৬
বাই'য়াত অর্থ হচ্ছে সব কিছু আল্লাহর ——— ১০৭
বাই'য়াতী যিন্দেগী আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত ——— ১০৭
বাই'য়াত বা ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি ——— ১০৭
হাদীস
বাই'য়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর নামান্তর ——— ১০৭
বাই'য়াতের বিষয়সমূহ ——— ১০৮
বাই'য়াতের দাবী ——— ১০৮

www.amarboi.org

ত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানের পরীক্ষা

কুরআন

পরীক্ষা সবার জন্য ——— ১০৯
জান্নাতের পথ বড় বন্ধুর ——— ১০৯
পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই খাঁটি মু'মিন ——— ১১০
বিপদ মুসিবত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে ——— ১১০
বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ ——— ১১০
দুনিয়ার চাকচিক্যময় পরীক্ষার বস্তুসমূহ ——— ১১১
আল্লাহর পথে শহীদেরা মৃত নয় বরং জীবিত ——— ১১১
আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিগণ জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত ——— ১১১
বিশজন ধৈর্যশীল দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে ——— ১১২

হাদীস

সম্পদ-ই সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বস্তু ——— ১১২
দুনিয়াটা মু'মিনের জন্য কারাগার বা পরীক্ষার স্থান ——— ১১২
মু'মিনদের জীবন অতি সাধারণ আসহাবে সুফফা তার প্রমাণ ——— ১১৩

আত্মগঠন ও আত্মউন্নয়ন

কুরআন

সফলতা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা ——— ১১৪
পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি ——— ১১৪
দৌড়াতে হবে জান্নাত প্রাপ্তি ও মাগফিরাতের জন্য ——— ১১৪
আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞানার্জন ——— ১১৫

হাদীস

দিনের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানোন্নয়ন করতে হবে ——— ১১৫
আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন ——— ১১৫

দায়িত্বশীলের গুণাবলী

কুরআন

দায়িত্বশীলদের মৌলিক গুণাবলী ——— ১১৬
অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে ——— ১১৬
মু'মিনগণ মু'মিনদের প্রতি রহম দিল বা বিনয়ী ——— ১১৬
রহমানের বান্দারা নম্র হবে ——— ১১৭

হাদীস

দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী জাহান্নামে যাবে ——— ১১৭
যিনি যতবড় দায়িত্বশীল তার জবাবদিহিতাও তত বড় ——— ১১৭
ক্ষমাশীলদের আল্লাহ ইজ্জত ও দানশীলদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন ——— ১১৮
নরম আচরণ আল্লাহর বিশেষ গুণ ——— ১১৮

www.amarboi.org

ঋণ ও খিয়ানত

কুরআন

ঋণ দানে স্বাক্ষীসহ লিখিত চুক্তি হতে হবে ——— ১১৯
ঋণগ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে ——— ১২০
খিয়ানতকারীগণ আল্লাহর পাকড়াও এর স্বীকার হবেন ——— ১২১
খিয়ানতকারী তার খিয়ানত নিয়েই কিয়ামতে হাজির হবে ——— ১২১

হাদীস

ঋণমুক্ত জীবনই জান্নাতের নিশ্চয়তা ——— ১২২
আত্মসাৎকারীকে প্রশ্রয় দেয়া আত্মসাতের মতোই অপরাধ ——— ১২২
ঋণ গ্রহণ মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ ——— ১২২

গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা

কুরআন

আল্লাহ তাদের তওবাহ কবুল করে যারা তাৎক্ষণিক তাওবাহ করে ——— ১২৩
অব্যাহত পাপকারীদের ও মৃত্যুকালীন তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন না ——— ১২৩
সত্যিকার তাওবাহ্কারী অবশ্যই ক্ষমা পাবে ——— ১২৪
তাওবাহ্র পর ঈমান আনলে আল্লাহ মাফ করবেন ——— ১২৪

হাদীস

শয়তানের প্রতাপে গুনাহ করলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবেন ——— ১২৪
মহানবীর ভাষায় মানুষের রোগ হলো গুনাহ আর ঔষধ হলো ক্ষমা প্রার্থনা ——— ১২৫
দুঃশ্চিন্তা মুক্ত জীবন যাপনের জন্য চাই পুনঃ পুনঃ তাওবাহ ——— ১২৫
গুনাহ মাফের জন্য ৩ ঘন্টার মধ্যেই (তাড়াতাড়ি) তাওবাহ করতে হবে ——— ১২৬

পিতা-মাতার অধিকার

কুরআন

পিতা-মাতার সাথে আচরণের (ধরন) পদ্ধতি ——— ১২৭
পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শিখানো দু'য়া ——— ১২৭

হাদীস

পিতা-মাতার কাছেই জান্নাত ও জাহান্নাম ——— ১২৮
সবচেয়ে বেশি অধিকার মাতার ——— ১২৮
পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইউস জান্নাতে যাবে না ——— ১২৮

ইসলামী অর্থনীতি

কুরআন

ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হয় ব্যবসার মাধ্যমে ——— ১২৯
দেহ ব্যবসা সম্পদ আয়ের নিষিদ্ধতম পন্থা ——— ১২৯
অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই ——— ১২৯

www.amarboi.org

হাদীস
প্রয়োজনীয় ব্যয় করা যাবে ——— ১৩০
হালাল রুযীর সন্ধান সকলের জন্য ফরয ——— ১৩০
সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে শহীদের সাথী হবেন ——— ১৩০

জান্নাত

কুরআন
জান্নাত যারা পাবে ——— ১৩১
জান্নাতে যা থাকবে ——— ১৩১
ডানপন্থীরা হবে জান্নাতী আর পাবে মৌসুমী ফল ——— ১৩১
জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ——— ১৩২
জান্নাত হবে নিয়ামতে ভরপুর বিশাল সাম্রাজ্য ——— ১৩২
জান্নাতী নারীরা হবে কুমারী ও প্রেমানুরাগী ——— ১৩২
হাদীস
জান্নাতে যারা যাবে ——— ১৩২
জান্নাতে থাকবে অকল্পনীয় নেয়ামতসমূহ ——— ১৩৩
আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র জান্নাতে প্রবেশ করায় ——— ১৩৩
জান্নাতী মহিলারা হুরদের চেয়েও হবে সম্মানিত ——— ১৩৩
আরশের নীচে ছায়া ও জান্নাত লাভকারী হবে সাত ব্যক্তি ——— ১৩৪

জাহান্নাম

কুরআন
অবিশ্বাসীরা জাহান্নামবাসী হবে ——— ১৩৫
জাহান্নামের অবস্থা ——— ১৩৫
বামপন্থীরা হবে জাহান্নামী ——— ১৩৫
অত্যাচারী নেতা-কর্মী সবাই জাহান্নামে যাবে ——— ১৩৬
আল্লাহর শত্রু গোমরাহকারী অভিভাবকদের পদদলিত করতে
চাইবে জাহান্নামীরা ——— ১৩৬
মহান আল্লাহর পরিবারের সদস্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে
বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন ——— ১৩৭
হাদীস
জালিম বিচারক জাহান্নামে যাবে ——— ১৩৭
মিথ্যাবাদী জাহান্নামী ——— ১৩৮
জ্বর জাহান্নামের অংশ ——— ১৩৮
জাহান্নাম দেখলে মানুষ আরাম ছেড়ে জঙ্গলে যেত ——— ১৩৮
জাহান্নামে সবচেয়ে কম আযাব পাবে আবু তালেব ——— ১৩৯
অহংকার করে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী ——— ১৩৯

www.amarboi.org

দীন ও ইসলাম

কুরআন

আল্লাহর মনোনিত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ——— ১৪০
সকল ক্ষেত্রে ইসলামকেই গ্রহণ করতে হবে ——— ১৪০
মু'মিনগণ ইসলামে প্রবেশ করবে পরিপূর্ণ ভাবে ——— ১৪০
পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর নিয়ম মানে ——— ১৪০
পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ——— ১৪১

হাদীস

আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ইসলাম ——— ১৪১

শাহাদাত বা সাক্ষ্য

কুরআন

আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত লোক ——— ১৪২
শহীদদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে পুরস্কার ——— ১৪২
প্রিয় লোকদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন ——— ১৪২

হাদীস

বান্দাহর হক ছাড়া সব গুণাহ মাফ হয়ে যাবে ——— ১৪৩
সকলের শাহাদাতের তামান্না থাকতে হবে ——— ১৪৩
শাহাদাতের মর্যাদা অনুধাবন যোগ্য নয় ——— ১৪৩

ব্যক্তিগত আমল ভালো করার উপায়

কুরআন

আমলনামা ভাল হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি ——— ১৪৪
মানুষের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড হয় ——— ১৪৪
সকল কাজ লেখার জন্য রয়েছে দু'জন সম্মানিত লেখক ——— ১৪৪

হাদীস

সে প্রকৃত বুদ্ধিমান যে প্রস্তুতি নেয় ——— ১৪৪

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়

কুরআন

আল্লাহর প্রিয় লোকদের পরিচয় ——— ১৪৫
প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে প্রিয় বস্তু দান করতে হবে ——— ১৪৫
আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় মূলতঃ অর্থের প্রবৃদ্ধি ঘটায় ——— ১৪৫
অনিচ্ছাকৃত দান আল্লাহ কবুল করেন না ——— ১৪৫
আল্লাহ প্রেমিকগণ সম্পদ দান করে ——— ১৪৬

www.amarboi.org

হাদীস
আল্লাহ্‌র পথে দান করলে নিশ্চিত বহুগুণ পাওয়া যাবে ——— ১৪৬
কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস ——— ১৪৬

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

কুরআন
জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানব হত্যার শামিল ——— ১৪৭
সন্তান হত্যার পরিকল্পনা ক্ষমতার অপব্যবহার ——— ১৪৭
পৃথিবীর সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ——— ১৪৭
মহান আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা ও শক্তিশালী ——— ১৪৮
হাদীস
জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহর হাতে ——— ১৪৮
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র ——— ১৪৮

সুদ ও ঘুষ

কুরআন
সুদ না ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের নামান্তর ——— ১৪৯
সুদ সম্পদ ধ্বংস এবং যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে ——— ১৪৯
ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই নাজায়েয ——— ১৫০
সুদ গ্রহণকারী জাহান্নামী ——— ১৫০
হাদীস
সুদের সাথে সংশ্লিষ্টরা অভিশপ্ত ——— ১৫১
ঘুষ সুদের মতই অপরাধ ——— ১৫১
ঘুষ গ্রহণ এবং প্রদানকারী উভয়ই অভিশপ্ত ——— ১৫১
ঘুষ সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ——— ১৫১
বিনিময় গ্রহণ সুদের নামান্তর ——— ১৫২
সামান্য সুদ গ্রহণ যিনার চেয়েও মারাত্মক ——— ১৫২
সর্বনাশা ৭টি গুনাহর একটি হলো সুদ খাওয়া ——— ১৫২
জাহান্নামে সুদখোরের পেট হবে সাপে ভর্তি ঘরের মতো ——— ১৫৩

মদ-জুয়া ও লটারী

কুরআন
মদ মহাপাপের উৎস ——— ১৫৪
মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও লটারী শয়তানের কাজ ——— ১৫৪
হাদীস
মদ পানকারীরা আখিরাতের সুপেয় মদ থেকে বঞ্চিত হবে ——— ১৫৫
আল্লাহ্‌র অভিশাপ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার উপর ——— ১৫৫

www.amarboi.org

পোশাক-পরিচ্ছদ

কুরআন

সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক ——— ১৫৬
যে পোশাক নিরাপত্তার গ্যারান্টি ——— ১৫৬

হাদীস

মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষেরা মহিলার পোশাক পরবে না ——— ১৫৭
অহংকারী পোশাক আল্লাহ পছন্দ করেন না ——— ১৫৭
পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম ——— ১৫৭

ইসলামে রাজনীতি

কুরআন

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর ——— ১৫৮
চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ ——— ১৫৮
সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ ——— ১৫৯
একক আধিপত্য আল্লাহর ——— ১৫৯
আল্লাহর খলিফাগণই সুবিচার করে ——— ১৫৯
কুরআনুল কারীম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান ——— ১৫৯

হাদীস

দীন হচ্ছে সবার জন্য উপদেশ ——— ১৬০
মহান আল্লাহ রাজাধিরাজ ও সকল শক্তির উৎস ——— ১৬০

ইসলামে নির্বাচন বা ভোট

কুরআন

আমানত রাখতে হবে যথোপযুক্ত পাত্রে ——— ১৬১
সুপারিশ অনুযায়ী পাপ-পুণ্য হয় ——— ১৬১
সকল ভাল ও খারাপ কাজ আমলনামায় যুক্ত হবে ——— ১৬২
ভাল মানুষকে নির্বাচিত করলে জাতির ভাগ্য বদলায় ——— ১৬২
মু'মিনরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের কখনো বন্ধু হবে না ——— ১৬২

হাদীস

ক্ষমতালিপসুদের ভোট দেয়া যাবে না ——— ১৬২
বিশ্বাসঘাতক নেতা জাহান্নামে যাবে ——— ১৬৩
সৎ লোক বাদ দিয়ে অসৎ লোক নির্বাচিত করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল — ১৬৩

মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম করা

কুরআন

একজনের পাপ অন্যের ওপর চাপানো জঘন্য অপরাধ ——— ১৬৪
কাউকে ঠকানোর জন্য শপথ করলে বিপথগামী হয়ে যাবে ——— ১৬৪

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত লোকদের পরিচয় তারা মিথ্যা কসম করে ——— ১৬৫
মিথ্যা কসমকারীরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী ও শয়তানের দলের লোক ——— ১৬৫
অন্যায়ভাবে মু'মিনদের কষ্ট দেয়া আর পাপের বোঝা মাথায় নেয়া সমান ——— ১৬৫
মিথ্যাবাদীরা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে না ——— ১৬৬
মিথ্যাচার আর মুনাফেকী একই সূত্রে গাথা ——— ১৬৬

হাদীস

মিথ্যা শপথ জাহান্নাম ওয়াজিব করে ——— ১৬৬
বিক্রয়ে অতিরিক্ত শপথ বরকত ধ্বংস হয় ——— ১৬৬
স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির নামে শপথ শিরক ও কুফরী তুল্য ——— ১৬৭
মিথ্যাবাদিতা জাহান্নামে নিয়ে যায় ——— ১৬৭

শিরক বা অংশীদার

কুরআন

সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করলেও শিরক মাফ করবেন না ——— ১৬৮
মুশরিকদের জান্নাত হারাম আর জাহান্নাম ওয়াজিব ——— ১৬৮
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত প্রার্থী সৎ কাজ করে ও শিরক মুক্ত থাকে ——— ১৬৮
শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম ——— ১৬৯
ইবাদত কারীকে আল্লাহ শরীক করতে নিষেধ করেছেন ——— ১৬৯
যারা যাকাত দেয় না তারা মূলতঃ মুশরিক ——— ১৬৯

হাদীস

শিরককারী যাবে জাহান্নামে আর যিনি শিরক মুক্ত তিনি যাবে জান্নাতে ——— ১৬৯
মহান আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র ——— ১৭০
লোক দেখানো ইবাদত তথা কাজও শিরক ——— ১৭০
সামান্যতম অহংকার বা রিয়া হলো শিরক ——— ১৭১
আল্লাহ্‌র সাথে শিরককারী জান্নাতে যাবে না ——— ১৭১
আল্লাহ্‌র হকের অন্যতম তাঁর সাথে শরীক না করা ——— ১৭১
শিরক একটি কবীরা গুনাহ ——— ১৭২

আটটি জান্নাত

কুরআন

জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে ——— ১৭৩
জান্নাতের খাবার বা নিয়ামতের বর্ণনা ——— ১৭৩
জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ ——— ১৭৪
জান্নাতীরা থাকবে খোশ মেজাজে ——— ১৭৪
সত্যবাদিতার পুরস্কার হলো জান্নাত ——— ১৭৪

www.amarboi.org

হাদীস
জান্নাত হবে অকল্পনীয় ——— ১৭৫
জান্নাত দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম ——— ১৭৫
জান্নাতে সবচেয়ে বড় পাওয়া আল্লাহর দীদার ——— ১৭৫

সাতটি জাহান্নাম

কুরআন
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না ——— ১৭৯
জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী তারা মৃত্যুবরণ করবে না ——— ১৭৯
জাহান্নামীরা মরবেও না বাঁচবেও না ——— ১৮০
জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে চরম তিরস্কার ——— ১৮০
অবিশ্বাসীদের হাকিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামে ——— ১৮০
জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে মুনাফিকরা ——— ১৮১
জাহান্নাম থেকে সার্বক্ষণিক পানাহ চাইতে হবে ——— ১৮১
হাদীস
জাহান্নামের শাস্তি শুধুই আগুন ——— ১৮১
জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কম ঘুমানো ——— ১৮১
দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে ——— ১৮২

পবিত্র ও পবিত্রতা অর্জনের উপায়

কুরআন
আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালবাসেন ——— ১৮৪
কুরআন স্পর্শের পূর্বশর্ত পবিত্র হওয়া ——— ১৮৪
পবিত্রতা অর্জন ফরয ——— ১৮৪
পবিত্রতা অর্জন আল্লাহর নির্দেশ ——— ১৮৪
আসমান থেকে আসা বৃষ্টির পানি পবিত্র ——— ১৮৫
হাদীস
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ ——— ১৮৫
ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা ——— ১৮৫
অপবিত্রতা ও চোগলখুরীর জন্য শাস্তি ——— ১৮৬
প্রস্রাবই বেশীরভাগ কবর আযাবের কারণ ——— ১৮৬
ক. অযু ——— ১৮৬
কুরআন
কুরআনুল কারীমে অযুর চার ফরয ——— ১৮৭
হাদীস
অযুর কারণে কিয়ামতে অঙ্গপ্রতঙ্গ উজ্জ্বল হবে ——— ১৮৭

www.amarboi.org

নামায কবুলের পূর্বশর্ত অযু ——— ১৮৭
অযু না করার কারণেই গুনাহ বাড়তে পারে ——— ১৮৮
খ. গোসল ——— ১৮৮
কুরআন
আল কুরআনে গোসলের বিধান ——— ১৮৮
পবিত্রতা অর্জন আল্লাহর নির্দেশ ——— ১৮৮
হাদীস
রাসূল (সা) এর গোসল পদ্ধতি ——— ১৮৯
গোসল ফরয হয় যখন ——— ১৮৯
মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষেও গোসল ফরয ——— ১৮৯
বেনী বাঁধা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উপায় ——— ১৯০
স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান ——— ১৯০
হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের ধরন ——— ১৯১
গ. তায়াম্মুম ——— ১৯১
কুরআন
তায়াম্মুমের বিধান বা তিন ফরয ——— ১৯১
হাদীস
তিনটি কারণে আমরা উম্মতে মুহাম্মদী মর্যাদাবান ——— ১৯২
পানির পরিবর্তে মাটিই পবিত্রতার মাধ্যম ——— ১৯২

ইসলামে নারীর অধিকার

কুরআন
নারীর অধিকার প্রদানে আল্লাহর নির্দেশ ——— ১৯৩
মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে অধিকারের নির্দেশ ——— ১৯৪
সম্পত্তিতে রয়েছে নারীদের নির্ধারিত অংশ ——— ১৯৪
নারী-পুরুষ একে অপরের পোষাক স্বরূপ ——— ১৯৪
নারী-পুরুষ নির্ধারিত বিষয়ে সমান অধিকারী ——— ১৯৪
নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব ——— ১৯৫
নারী-পুরুষ সকলে এক ও অভিন্ন ——— ১৯৫
হাদীস
পরিবারে উত্তম ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি ——— ১৯৫
পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সে যে পরিবারের প্রতি সদয় ——— ১৯৬
পুত্র ও কন্যা সন্তান একই দৃষ্টিতে দেখায় রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা ——— ১৯৬
দোযখের ঢাল কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে ——— ১৯৬
কন্যা সন্তানের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ——— ১৯৭

www.amarboi.org

সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা ——— ১৯৭
স্বামীর উপর স্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক অধিকার ——— ১৯৮

ইয়াতীমের অধিকার

কুরআন

ইয়াতিমের মাল ছল-ছাতুরী করে ভক্ষণ করা জায়েয নয় ——— ১৯৯
বালেগ হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ——— ১৯৯
কল্যাণকর ইচ্ছা ছাড়া ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যাওয়া নিষেধ ——— ১৯৯
গুরুত্বপূর্ণ আদেশের একটি ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ——— ২০০
যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আগুনই ভক্ষণ করে ——— ২০০
ইয়াতীমরা মূলতঃ তোমাদের ভাই ——— ২০০
ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ ——— ২০১
ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে হবে ——— ২০১
ইয়াতীমদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া নিষেধ ——— ২০১
ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়া কিয়ামত অস্বীকার করার শামিল ——— ২০১
আল্লাহকে মহব্বতকারীগণ ইয়াতীমকে খাওয়ায় ——— ২০২

হাদীস

ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতই শাসনযোগ্য ——— ২০২
অন্তরের কাঠিন্য দূর করতে ইয়াতীম-মিসকিনের তত্ত্বাবধান করতে হবে ——— ২০৩
সর্বোত্তম পরিবার ও নিকৃষ্টতম পরিবারের পরিচয় ——— ২০৩
ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলের (সা) পাশে থাকবে ——— ২০৩

ইসলামে বিবাহ ও মোহরানা

কুরআন

সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ ফরয ——— ২০৪
বিবাহে অক্ষম লোকেরা সংযম অবলম্বন করবে ——— ২০৪
ন্যায় বিচার করতে না পারলে একজনকেই বিবাহ করতে হবে ——— ২০৫
নারী-পুরুষের ভালবাসা আল্লাহ প্রদত্ত প্রশান্তি ——— ২০৫
বিবাহ প্রথা পৃথিবীর শুরু থেকেই ——— ২০৫
বিবাহে মোহরানা আদায় করা ফরয ——— ২০৬
মোহরানা ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না ——— ২০৬
মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় আসা জায়েয ——— ২০৬
মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয় ——— ২০৭

হাদীস

বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থানের হিফাজত ও দৃষ্টি সংযত হয় ——— ২০৭
বিবাহিতদের আল্লাহ সাহায্য করেন মুজাহিদের মত ——— ২০৭

www.amarboi.org

মেয়েদের চারটি গুণ বিশেষভাবে দীনদারী দেখে বিবাহ করা উচিত ——— ২০৮
নেককার স্ত্রী হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ ——— ২০৮
বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত ——— ২০৮
বিয়ে সকল নবীদের সুন্নাত ——— ২০৯
মোহরানা চুক্তিই সবচেয়ে বড় চুক্তি ——— ২০৯
আদায়যোগ্য মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত ——— ২০৯
স্ত্রীর উপরও রয়েছে স্বামীর অধিকার ——— ২০৯
স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীর জন্য পরীক্ষার বস্তু ——— ২১০
দীনদারী অর্ধেক হয় বিয়ের মাধ্যমে ——— ২১০
বদল বিবাহ জায়েয নেই ——— ২১০

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ঃ প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

কুরআন

আল্লাহর পথে সব কিছু ত্যাগ করে জিহাদকারীই সফলকাম ——— ২১১
মুমিনগণ জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে ——— ২১১
ঈমানদারগণ জিহাদ করে আল্লাহর পথে আর কাফেররা শয়তানের পথে— ২১১
আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে আযাব দেয়া হবে দুনিয়া ও আখিরাতে— ২১২
আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ঐক্যবদ্ধ জিহাদ ——— ২১২
আল্লাহ জিহাদের জন্যই মু'মিনদের বাছাই করেছেন ——— ২১২
দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে জিহাদ——— ২১৩
দুনিয়ার অধিক ভালবাসাই জাহান্নামের কারণ ——— ২১৩
রসূলের বিদ্রূপকারীদের জন্য আফসোস ——— ২১৩
মিথ্যাবাদীরা সব সময়ই সত্যপন্থী মু'মিনদের কষ্ট দিয়েছে——— ২১৪
অবিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে পালানোর চেষ্টা বোকামী ——— ২১৪
সব মুমিনেরই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে——— ২১৫
পরীক্ষা ভাল ও মন্দাবস্থায় হয় আর জীবিত থাকবে না কেহই——— ২১৫
পরীক্ষা হবে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল যাচাইয়ের জন্য——— ২১৫
বসে থাকার চেয়ে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীর সম্মান বেশী——— ২১৫
জান্নাতীদের জিহাদ ও সবর অবলম্বনকারী হতে হবে——— ২১৬
মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানায় না——— ২১৬
মু'মিনদের পরীক্ষার কতিপয় বস্তু ও তার পরবর্তী খোশ খবরী ——— ২১৬
পূর্ব যুগে পরীক্ষার ভয়াবহতা ছিল আরও ব্যাপক——— ২১৭
শত নির্যাতন সহ্যাকারী সবরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন——— ২১৭
মু'মিনদের ওপর আসা মুসিবত আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ——— ২১৮
আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন মুসিবত মু'মিনদের স্পর্শ করে না——— ২১৮

www.amarboi.org

মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, আগে অথবা পরে নয় — ২১৮
আল্লাহ্‌র কৌশলের কাছে সকল কৌশল পর্যদুস্ত হয় — ২১৯
আল্লাহ চক্রান্তকারী যালিমদের শেকড় শূন্য করে থাকেন — ২১৯
অতীতে অনেক জালিমকে আল্লাহ নাস্তানাবুদ করেছেন — ২২০
মু'মিনদের সবর ও আল্লাহ ভীতি সকল ষড়যন্ত্র বুমেরাং করবে — ২২০
মযলুমদের রক্ষায় জিহাদের কোন বিকল্প নেই — ২২১
মুনাফিকদের চরিত্র হলো জিহাদের সময় বসে থাকা — ২২১
আল্লাহর পথে দান করা জিনিস পাওয়া যাবে সঞ্চিত রূপে — ২২২
মু'মিনরা দান করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় — ২২২
আল্লাহর পথে দান করলে আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবেন — ২২২
দানকারীর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান — ২২৩
বিজয়ের পরের চেয়ে পূর্বের জিহাদ ও দানের মর্যাদা অনেক বেশি — ২২৩
দানসহ সকল ভাল কাজ মৃত্যু আসার আগেই করতে হবে — ২২৩
আল্লাহর পথে খরচকারীকে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন — ২২৪
আল্লাহর পথে ব্যয় না করে সঞ্চিত সম্পদ জাহান্নামের কারণ — ২২৪
আল্লাহর আহ্বানে কৃপণতা প্রদর্শন নিজেরই ক্ষতি — ২২৫
মু'মিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল — ২২৫
দুনিয়ার চাকচিক্য জাহান্নামের কারণ — ২২৬
মু'মিন হতে পারলে ভয়ের কোন কারণ নেই — ২২৬
মু'মিনদেরকে ফিরিশতারাও অভয় দিয়ে থাকে — ২২৬
ঈমানদারগণ আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে — ২২৬
আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সুনিশ্চিত — ২২৭
মু'মিনদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ আর বিজয়ী হবে আল্লাহর দল — ২২৭
মু'মিনদের দু'আ হলো মজবুত কদম আর গুনাহ মাফের জন্য — ২২৭
মু'মিনদের করণীয় হলো আল্লাহর ভয় ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা — ২২৮
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে সর্বাবস্থায় — ২২৯
সফলতার জন্য মু'মিনদের করণীয় কাজ — ২২৯

হাদিস

সর্বোত্তম কাজ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ — ২২৯
জিহাদ ছাড়া মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু — ২২৯
নামাজ-রোযা করলেও জাহান্নামী হতে হবে জিহাদ না করার অপরাধে — ২৩০
নবীদের পর অগ্রসর মুমিনদের পরীক্ষা অতি পুরাতন বিষয় — ২৩০
সর্বযুগে মু'মিনদের পরীক্ষার ধরন ছিল ভয়াবহ — ২৩১
আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অবশ্যই পরীক্ষা করেন — ২৩১

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে খরচকারীর জন্য আল্লাহ খরচ করেন ——— ২৩২
দানকারী বেহেশতের আর কৃপণ দোযখের কাছে থাকে ——— ২৩২
সর্বোত্তম মানুষ জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে ——— ২৩২
যালিমের যুলুমের সময় ফরিয়াদের ভাষা ——— ২৩৩

ইসলামে নিয়ত বা সংকল্প

কুরআন

ইবাদতে একনিষ্ঠতা আল্লাহর নির্দেশ ——— ২৩৪
আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে অবগত ——— ২৩৪
বিশুদ্ধ নিয়তকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য ——— ২৩৪
সহীহ নিয়তকারীরা শুধুই আল্লাহর ওপর ভরসা করে ——— ২৩৫
আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই সত্যিকার মু'মিন ——— ২৩৫
আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত ——— ২৩৫
বাহ্যিকতা ও লৌকিকতা নয় নিয়তই মুখ্য ——— ২৩৫
আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই বেশি পায় ——— ২৩৬
গায়েবের মালিক আল্লাহ নিয়ত সম্পর্কে বেখবর নহে ——— ২৩৬
নিয়ত বা নির্ভর করার নির্দেশ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ——— ২৩৬

হাদিস

নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্দিষ্ট ——— ২৩৭
নিয়ত ও জিহাদ চলবে অনন্তকাল ——— ২৩৭
চেহারা ও ছুরত নয় নিয়ত ও কর্মই আল্লাহ দেখেন ——— ২৩৭
আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠার নিয়তে জিহাদকারীই মূলত মুজাহিদ ——— ২৩৮

তাওহীদ বা একত্ববাদ

কুরআন

তাওহীদ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য ——— ২৩৯
আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ সূরা ইখলাস ——— ২৩৯
একক সত্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ——— ২৩৯
সর্বশক্তিমান আল্লাহ এক ——— ২৪০
এক আল্লাহর ইবাদত করা মহান আল্লাহর নির্দেশ ——— ২৪০
সকলের রবই প্রকৃত রব ——— ২৪০
যার কাছে ফিরে যেতে হবে তিনিই প্রকৃত রব ——— ২৪০
যিনি সবকিছু বেষ্টন করে আছেন তিনিই প্রকৃত ইলাহ ——— ২৪১
আসমান ও জমিনের মালিকই প্রকৃত মহাবিজ্ঞানী ——— ২৪১
নুহ (আ)সহ সকল নবীই অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন ——— ২৪১
ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর ——— ২৪১

www.amarboi.org

হাদিস
ঈমানের সর্বোত্তম শাখা একত্ববাদের স্বাক্ষ্য প্রদান ——— ২৪২
বেহেস্তের চাবি হলো আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই সাক্ষ্য প্রদান করা ——— ২৪২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ ঘোষণাকারীই জান্নাতে যাবে ——— ২৪২
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ জ্ঞানই জান্নাত ——— ২৪২

রিসালাত

কুরআন
আল্লাহর দীদার লাভে আগ্রহীদের জন্য রাসূল সর্বোত্তম আদর্শ ——— ২৪৩
আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ আল্লাহর নির্দেশ ——— ২৪৩
কোন ক্রমেই আল্লাহ ও তার রাসূলের অগ্রগামী হওয়া যাবে না ——— ২৪৩
কোনভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা যাবে না — ২৪৪
আল্লাহর ভালবাসার পূর্বশর্ত রাসূলের অনুসরণ ——— ২৪৪
প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে ——— ২৪৪
রাসূল (সা) এসেছেন সব মতাদর্শের উপর বিজয় লাভের জন্যে ——— ২৪৪
রাসূল (সা) এসেছেন সাক্ষী এবং সতর্ককারী হিসেবে ——— ২৪৫
অজুহাত বা বাহানা না দেয়ার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে ——— ২৪৫
ঈমানদারগণ রাসূলকেই প্রকৃত বিচারক মানবে ——— ২৪৫
রাসূল (সা) প্রকৃতভাবেই দুনিয়াবাসীর রহমত ——— ২৪৫
প্রত্যেক নবী ও রাসূল ছিলেন মানুষ ——— ২৪৬
নবীগণ ছিলেন পুরুষ এবং ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন ——— ২৪৬
প্রত্যেক নবীকে স্বজাতীর ভাষায় নবী করা হয়েছে ——— ২৪৬
আল্লাহ যোগ্য লোককে নবী করেছেন ——— ২৪৬
হযরত মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী ——— ২৪৬
ঈমানদারের জীবনের চেয়েও রাসূল (সা) প্রিয় ——— ২৪৭
হাদিস
পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে সবচেয়ে বেশি রাসূলকে ভালবাসতে হবে ——— ২৪৭
মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী ও রাসূল ——— ২৪৭
রাসূলের পূর্ণ অনুসারীই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ——— ২৪৮
রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে জাহান্নামে যেতে হবে ——— ২৪৮

পরকাল ও আখিরাত

কুরআন
আখিরাতে নিয়ামত সম্পর্কে বিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ——— ২৪৯
আল্লাহ ভীরুদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম ——— ২৪৯
যত কমই হোক আখিরাতে ভাল ও মন্দ কাজ দেখা যাবে ——— ২৪৯

www.amarboi.org

আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত ——— ২৪৯
আখিরাতে মুখ বন্ধ থাকবে, সাক্ষী দেবে হাত ও পা ——— ২৫০
দুনিয়া নয় আখিরাতই স্থায়ী ও উত্তম ——— ২৫০
বুঝতে পারলে মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতই উত্তম ——— ২৫০
কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতাবান ——— ২৫০
দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক মহান আল্লাহ ——— ২৫০
আখিরাত কামনা করলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন ——— ২৫১
আখিরাতে সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না ——— ২৫১

হাদিস

আখিরাতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রত্যেককে দিতে হবে ——— ২৫১
আখিরাতকে স্মরণকারীই বুদ্ধিমান লোক ——— ২৫২
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া খুবই সামান্য ——— ২৫২

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

কুরআন

অশ্লীল কাজে বাধা দেয়া আল্লাহর নির্দেশ ——— ২৫৩
অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়তাকারী দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির যোগ্য ——— ২৫৩
যিনা মূলতঃ অশ্লীলতার নামান্তর ——— ২৫৩
গোপন অথবা প্রকাশ্যে কোন অবস্থায়ই অশ্লীলতা নয় ——— ২৫৪
যিনা বা অশ্লীলতার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ——— ২৫৪
যিনার অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত ——— ২৫৪
অশ্লীলতার আদেশ দেয় শয়তান ——— ২৫৪

হাদীস

অশ্লীলতার কারণে পরিত্যাক্ত ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ——— ২৫৫
ঈমানের প্রতিবন্ধক চারিত্রিক দোষের অন্যতম অশ্লীলতা ——— ২৫৫
অশ্লীলতার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ——— ২৫৫
সাতটি বড় পাপের একটি হল যিনা বা অশ্লীলতা ——— ২৫৬

গর্ব ও অহংকার

কুরআন

হারানোতে দুঃখবোধ আর প্রাপ্ত জিনিসের অহংকার করা নিষেধ ——— ২৫৭
আল্লাহকে ইলাহ মানার ক্ষেত্রে অহংকারী লোকেরা অপরাধী ——— ২৫৭
বাসস্থানের অহংকারের কারণে আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন ——— ২৫৭
নিন্দুকের ধ্বংস অনিবার্য ——— ২৫৮
জমিনে অহংকারভাবে চলা আল্লাহর নিষেধ ——— ২৫৮

www.amarboi.org

হাদীস
আল্লাহ্‌র গোলাম হতে দুর্বলতাই মূলত অহংকার ——— ২৫৮
অপব্যয় ও অহংকার একই সুত্রে গাঁথা ——— ২৫৯
অহংকারী ও তার অভিনয়কারীও জান্নাতে যাবে না ——— ২৫৯
টাখনুর নীচে কাপড় পড়া ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না ——— ২৫৯

ইসলামে হালাল-হারাম

কুরআন
আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা জিনিস হালাল ——— ২৬০
বিপদে পড়ে হারাম গ্রহণও জায়েয ——— ২৬০
আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা যাবে না ——— ২৬১
অশ্লীলতা সর্বাবস্থায় হারাম ——— ২৬১
হালাল খাওয়ার নির্দেশ মহান আল্লাহর ——— ২৬১
পবিত্র জিনিস খেতে বলেছেন আল্লাহ ——— ২৬১
পবিত্র সব জিনিসই হালাল ——— ২৬২
হাদীস
নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই হালাল ও উত্তম ——— ২৬২
কিয়ামতের আলামত মানুষ হালাল-হারাম পার্থক্য করবে না ——— ২৬২
হারাম খাদ্যে বর্ধিত মাংসপিণ্ড জাহান্নামে যাবে ——— ২৬৩
হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না ——— ২৬৩

www.amarboi.org

উলূমুল কুরআন

কুরআন কি?

কুরআন অর্থ, যা বার বার পড়া হয়। পরিভাষায়, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার পথ নির্দেশের জন্য জিব্রাইল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর পর্যায়ক্রমে যা অবতীর্ণ করেছেন তা-ই কুরআন।

পবিত্র কুরআনুল কারীম বিশ্বের ইতিহাসে এক নির্ভুল কিতাব। যা মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ হিদায়াত গ্রন্থ, পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট নির্দেশনা এর মধ্যে নিহিত। যা আপন মহিমায় ভাস্বর, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দী মানব মুক্তির মহা স্মারক।

নির্ভুল, নির্ভেজাল ও হিদায়াত প্রত্যাশীদের জন্য দিক নির্দেশনা

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

অর্থ ঃ এ হচ্ছে একমাত্র কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আর এটাই আল্লাহ ভীরুদের জন্য হিদায়াত বা জীবন যাপন পদ্ধতি। (আল বাক্বারাহ: ২)

রমযানে নাযিলকৃত এ কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ○

অর্থ ঃ রমযান মাস। এ মাসেই হেদায়াত গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য উপদেশসমূহ। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ ○

অর্থ ঃ এ কিতাবে (আল-কুরআনে) আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি। (আল আন'আম: ৩৮)

আলোচ্য বিষয় ঃ মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করা।

বিষয় বস্তু ঃ মানুষ।

বাচন ভঙ্গি ঃ লেখার ধরন নয়, বক্তৃতাপূর্ণ। অধ্যাপকের বক্তৃতা নয়, একজন বিপ্লবী নেতার ঝংকার পূর্ণ বক্তৃতার ন্যায়।

www.amarboi.org

কুরআনের ১০টি নাম ঃ আল-হুদা, আল-ফুরক্বান, আন-নূর, আয-যিকর, কিতাবুল-মুবিন, আল-কালাম, কিতাবুল মাসানী, আল-হিকমাত, কিতাবুল হাকীম, সিরাতুম- মুস্তাক্বীম।

কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

সমস্যাসমূহ ঃ

১। অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।

২। একই বিষয়ের বার বার উল্লেখ।

৩। কোন বিষয় সূচি নেই।

৪। কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট না জানা।

৫। নাসেখ-মানসুখ সমস্যা।

সমাধানের উপায়

১। অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মন মগজ নিয়ে বসা।

২। কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূলের (সা) বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।

৩। ঘরে বসে কুরআন বুঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে।

আয়াত কত প্রকার?

হুকুমের দিক দিয়ে ৩ প্রকার ঃ (১) হালাল (২) হারাম (৩) আমছাল।
শব্দের দিক দিয়ে ২ প্রকার ঃ (১) মুহকামাত (২) মুতাশাবিহাত।

সূরার প্রকার ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সূরা দুই প্রকার ঃ (ক) মাক্কী ও (খ) মাদানী।

ক. মাক্কী সূরা ঃ যে সমস্ত সূরা রাসূলের (সা) মাক্কী জীবনে অথবা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে।

উহার বৈশিষ্ট্য

(১) সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট, সহজে মুখস্থ করার যোগ্য ও ছন্দময়।

(২) তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।

(৩) মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হিদায়াত পূর্ণ।

(৪) মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তা শক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

(৫) জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা।

(৬) কুরআনের সত্যতা প্রমাণ ও ঈমান-আকীদার আলোচনা।

www.amarboi.org

(৭) ব্যক্তি গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা।

(৮) রাসূল (সা) কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

খ. মাদানী সূরা ঃ যে সমস্ত সূরা রাসূল (সা) এর হিজরতের পরে অথবা মাদানী যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

উহার বৈশিষ্ট্য

১. দীর্ঘ সূরা ও আয়াত।

২। সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকারী বিধান, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

৩। জয়-পরাজয়, শান্তি, ভীতি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্যের আলোচনা।

৪। দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

৫। যুদ্ধ, সন্ধি, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা।

৬। ইবাদাত, আহকামে শরীয়াহ ও হালাল-হারামের বর্ণনা।

৭। ঐতিহাসিক বিবরণ এনে সত্যবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৮। শপথের প্রাবল্যকম।

এক নজরে কুরআন

সূরা ১১৪, মাক্কী ৮৬, মাদানী ২৮, আয়াত ৬৬৬৬, (মতান্তর) ৬২৩৬, রুকু ৫৫৪, সিজদা ১৪, পারা ৩০, নাযিলকৃত ১ম পূর্ণ সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত আলাক (১-৫), সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা ঃ আন-নাসর, সর্বশেষ আয়াত ঃ মায়েদার ৩৫ তম, কাতেবে ওহীর নেতৃত্বদানকারী সাহাবি হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা), সবচেয়ে বড় সূরা আল-বাক্বারাহ, সবচেয়ে ছোট সূরা আল-কাউসার, সূরা তাওবায় বিসমিল্লাহ নেই, এ সূরার অপর নাম বারায়াত, সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম আল-কিতাল, সূরা নামলে বিসমিল্লাহ দু'বার উল্লেখ আছে, সূরা আনফালে বদরের, তওবায় তাবুকের, আহযাবে খন্দকের, ইমরানে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে সাহাবিদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রা)-এর নাম উল্লেখ আছে, কুরআনে জিব্রাইল (আ)-কে 'রুহুল আমীন' বলা হয়েছে, কুরআনে কুরআন শব্দ এসেছে ৬১ বার, জামিউল কুরআন হযরত উসমান (রা)-এর আদি পাণ্ডুলিপি তুরস্কের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, কুরআনে হরকত দেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া, প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন গিরিশচন্দ্র সেন, কুরআন নাযিলের সময়কাল ২৩ বছর, কুরআনে আদেশের আয়াত ১০০০, নিষেধ ১০০০, সুসংবাদ ১০০০, সতর্কবানী ১০০০, হালাল ও হারাম ৫০০, পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস ৫০০ আয়াত, সালাত ও যাকাতের বিধান ১৫০ আয়াত, কুরআনে নবী-রাসূলদের নাম আছে ২৫ জনের, মনযিল ৭টি, আল-কুরআনের মানসুখ আয়াত ৫টি।

www.amarboi.org

ইলমুত-তাজবীদ

সংজ্ঞা ঃ তাজবীদ অর্থ সুন্দর ও শুদ্ধ করা।

পরিভাষায়, যে পুস্তক পাঠ করলে কুরআনুল কারীম সুন্দর ও শুদ্ধরূপে পড়া যায় তাকে তাজবীদ বলে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ফরয।

মাখরাজ ঃ আরবী হরফসমূহের উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলে। মাখরাজ ১৭টি।

ওয়াজিব গুন্নাহ ঃ ن এবং م বর্ণের (হরফ) উপর তাশদীদ (ّ) থাকলে বাংলা চন্দ্র বিন্দুর (ঁ) মত গুন্নাহ করে পড়াকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। গুন্নাহ না করলে কবিরা গুনাহ হয়। যেমন ঃ أُمَّ - إِنَّ اللّٰهَ

লাহান ঃ কুরআন শরীফ ভুল পড়াকে লাহান বলে। উহা দুই প্রকার :

ক. লাহনে জলী ঃ অর্থ বড় ভুল। যে ভুলের কারণে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। তা এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়লে, এক হরকতের স্থলে অন্য হরকত উচ্চারণ করলে লাহনে জলী বলে। ইহা কবিরা গুনাহ। যেমনঃ اَلْحَمْدُ এর স্থলে اَلْهَمْدُ পড়া। اَنْعَمْتَ স্থলে اَنْعَمْتُ

খ. লাহনে খফী ঃ অর্থ ছোট ভুল। গুন্নাহর স্থানে গুন্নাহ না করা অর্থাৎ ইখফার স্থলে ইযহার পড়া। পুরের স্থানে বারীক অর্থাৎ ر পুরের স্থানে বারীক পড়া ইত্যাদি পড়াকে লাহনে খফী বলে। ইহা ছগীরা গুনাহ।

নূন সাকিন ঃ যে নূনের উপর জযম (ْ) থাকে তাকে নূন সাকিন বলে।

উহা চার প্রকার :

ক. ইযহার ঃ নূন সাকিন ও তানবীনের পরে হরফে হালকীর (ء - ه - ح - خ - ع - غ) যে কোন একটি হরফ আসলে গুন্নাহ ব্যতীত পড়াকে ইযহার বলে।

যেমন ঃ مِنْ اَجَلٍ - عَذَابٌ اَلِيْمٌ

খ. ইকলাব ঃ নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ب অক্ষর আসলে, তখন ঐ নূন সাকিন ও তানবীনকে 'م' দ্বারা পরিবর্তন করে পড়াকে ক্বলব বা ইক্বলাব বলে।

যেমন ঃ مِنْۢ بَعْدِ - جُنُبٌ

গ. ইদগাম ঃ নূন সাকিন ও তানবীনকে ইদগামের (ইদগামের বর্ণ ى - ر - م - ل - و - ن) বর্ণের সহিত সংযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে।

www.amarboi.org

যেমন ঃ مَنْ يَّفْعَلُ - مِنْ مَّالٍ

ইহা দু'প্রকার। ১. ইদগামে বা গুন্নাহ, ২. ইদগামে বে গুন্নাহ।

ঘ. ইখফা ঃ নূন সাকিন ও তানবীনের পরে ইখফার হরফের যে কোন একটি হরফ আসলে উহাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। (ইখফার হরূফ :

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

যেমন ঃ لَنْ تَفْعَلُوْا - مِنْ دُبُرٍ

মীম সাকিন ঃ যে م এর উপর জযম (ْ) থাকে, তাকে মীম সাকিন বলে।

উহা তিন প্রকার :

ক. ইখফা ঃ মীম সাকিনের পর যদি 'ب' বর্ণ থাকে, তখন উহাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। যেমন ঃ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ

খ. ইদগাম ঃ মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে, তবে উভয় মীমকে গুন্নাহ সহ পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন ঃ عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

গ. ইযহার ঃ ب ও م ব্যতীত বাকী ২৭টি বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে, তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে। যথা ঃ وَ هُمْ فَاسِقُوْنَ

اَللّٰهُ শব্দ পড়ার নিয়ম ঃ যদি اَللّٰهُ শব্দের ل এর পূর্ব বর্ণে যদি পেশ বা যবর থাকে, তবে ঐ ل কে মোটা এবং যদি ل এর পূর্ব বর্ণে যের থাকে, তবে উহাকে (চিকন) করে পড়তে হয়। যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ

ر পড়ার নিয়ম ঃ ر যদি যবর ও পেশ বিশিষ্ট এবং এর পূর্ব বর্ণ যদি সাকিন অবস্থায় যবর বা পেশ বিশিষ্ট হয় তবে একে মোটা করে পড়তে হয়। আর যদি ر যের বিশিষ্ট অথবা সাকিন অবস্থায় পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হয়, তবে একে (চিকন) ক্ষীন করে পড়তে হয়। যেমন : رِجَالٌ - رَسُوْلٌ

মাদ্দ ঃ লম্বা স্বরে দীর্ঘ করে পড়াকে মাদ্দ বলে। মাদ্দের হরফ ৩টি : و - ا - ى

মাদ্দ ছয় প্রকার ঃ (১) মাদ্দে তাবায়ী (২) মাদ্দে মুত্তাসিল (৩) মাদ্দে মুনফাছিল (৪) মাদ্দে লীন (৫) মাদ্দে বদল (৬) মাদ্দে আরযী।

www.amarboi.org

উলূমুল-হাদীস

হাদীস কি ?

হাদীস অর্থ নতুন কথা বা কাজ। পরিভাষায় মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হাদীস। হাদীসের অপর নাম খবর।

হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং দলীল। মানব জীবন পরিচালনার জন্য কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। তাই একে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলে।

হাদীস হচ্ছে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা

যেহেতু আল্লাহ বলেছেন :

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

অর্থ ঃ তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন। (আল হাশর: ৭)

হাদীস মূলত ওহী। আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○

অর্থ ঃ তিনি (রাসূল) ওহী ব্যতীত কোন কথাই বলেন না। (আন নাজমঃ ৩১)

অন্যত্র বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলের (সা) জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ। (আল আহযাব: ২১)

রাসূলে পাক (সা) বলেছেন :

عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهٖ.

অর্থ ঃ হযরত মালিক ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা ধরে রাখবে (হিদায়াত নিবে) ততদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব, অপরটি আমার কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল (সুন্নাত)।

www.amarboi.org

আছার ঃ সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদ ঃ হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতন ঃ হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

রাবী ঃ হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়াত ঃ হাদীসের বর্ণনাকে রেওয়ায়াত বলে।

দেরায়াত ঃ হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেরায়াত বলে।

সংজ্ঞাভিত্তিক হাদীস তিন প্রকার :

১। **হাদীসে ক্বাওলী ঃ** রাসূলের (সা) বিবৃতিমূলক হাদীসকে ক্বাওলী হাদীস বলে।

২। **হাদীসে ফে'লী ঃ** রাসূলের (সা) বাস্তব জীবনে কর্মমূলক হাদীসকে ফে'লী হাদীস বলে।

৩। **হাদীসে তাক্বরিরী ঃ** মৌন সম্মতিমূলক হাদীসকে তাকরিরী হাদীস বলে।

রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার :

১। **হাদীসে মুতাওয়াতির ঃ** ঐ হাদীস, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই অসম্ভব।

২। **হাদীসে ওয়াহিদ ঃ** ঐ হাদীস, যার বর্ণনাকারী মুতাওয়াতির পর্যায় পৌছায়নি।

হাদীসে ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার :

১। **হাদীসে মাশহুর ঃ** হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোন যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

২। **হাদীসে আজীজ ঃ** যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৩। **হাদীসে গরীব ঃ** যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে এক জনে পৌছেছে।

রাবীদের সিলসিলা বা সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার :

১। **হাদীসে মারফু ঃ** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে।

২। **হাদীসে মাওকুফ ঃ** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে।

৩। **হাদীসে মাকতু ঃ** যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে।

রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু' প্রকার :

১। **হাদীসে মুত্তাসিল ঃ** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদীসের রাবী সংখ্যা অক্ষুণ্ন রয়েছে কখনো কোন রাবী উহ্য থাকে না, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

www.amarboi.org

২। **হাদীসে মুনকাতি'** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন না থেকে মাঝখান থেকে উহ্য রয়েছে, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুনকাতি' বলে।

মুনকাতি' হাদীস তিন প্রকার :

১। **হাদীসে মুয়াল্লাক** ঃ যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোন বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।

২। **হাদীসে মু'দাল** ঃ যে হাদীসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা তদোর্ধ বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।

৩। **হাদীসে মুরসাল** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে তাবেয়ী এবং হুজুর (সা)-এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সনদের শেষাংশে রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদীস দু' প্রকার :

১। **হাদীসে শায** ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

২। **হাদীসে মুয়াল্লাল** ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে এমন সুক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পার্থক্য করতে পারেন।

রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার

১। **সহীহ হাদীস** ঃ যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী, রাবী স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসটি শায এবং মুয়াল্লাল নয়।

২। **হাসান হাদীস** ঃ 'স্বচ্ছ স্মরণশক্তি' ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩। **যয়ীফ হাদীস** ঃ যে হাদীসে উপরোক্ত সকল কিংবা কোন কোনটার উল্লেখযোগ্য একটি থাকে, তাকে যয়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসের আরো কতিপয় পরিভাষা ও তথ্য

হাদীসে কুদসী ঃ ঐ হাদীস, যার ভাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর ভাষা মহানবীর (সা)। ইহাকে হাদীসে রব্বানী ও ইলাহী এবং জিব্রাইলও বলে।

হাদীসে নববী ঃ হাদীসে কুদসী ব্যতীত সকল হাদীস।

শাইখ ঃ হাদীসের শিক্ষককে শাইখ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ সনদ-মতন সহ হাদীস চর্চা ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

হাফিয ঃ সনদ-মতনসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্বকারী।

হুজ্জাত ঃ সনদ-মতনসহ তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্বকারী।

হাকীম ঃ সনদ-মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্বকারী।

আসমাউর রিজাল ঃ রাবীদের জীবনী গ্রন্থ।

www.amarboi.org

রিসালাহ ঃ মাত্র একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই যে হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে রিসালাহ বলে। ইবনে খোযাইমা রচিত আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বিষয়ক গ্রন্থ।

ইসনাদ ঃ মুখে মুখে হাদীসের সনদ আবৃতি করাকে ইসনাদ বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে।

আসহাবে সুফফা ঃ যে সমস্ত সাহাবীগণ সর্বদা রাসূল (সা) এর সাথে থাকতেন, ওঠতেন, বসতেন, হাদীস শুনতেন ও মুখস্থ করতেন তাদেরকে আসহাবে সুফ্‌ফা বলে। এদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

বেশি হাদীস বর্ণনাকারী ঃ পুরুষের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) ৫৩৭৪টি, মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) ২২১০টি।

সিহাহ সিত্তাহ ঃ ৬টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ঃ বুখারী ৭৩৯৭টি, মুসলিম ৪০০০টি, আবু দাউদ ৪৩০০টি, তিরমিযী ৩৮১২টি, নাসাঈ ৪৪৮২টি, ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮টি।

সুনান ঃ যে হাদীস ফিক্‌হের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে সুনান বলে।

মুসনাদ ঃ যে হাদীস সাহাবীদের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে মুসনাদ বলে।

জামে' ঃ যে হাদীস ৮টি বিষয় যথা ঃ আকাইদ, সিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাব ও মানাকিব অধ্যায় বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে।

সুনানে আরবা'য়া ঃ ৪টি হাদীস গ্রন্থ ঃ (১) আবু দাউদ শরীফ, (২) তিরমিযি শরীফ, (৩) নাসাঈ শরীফ, (৪) ইবনে মাজাহ শরীফ।

সহীহাইন ঃ বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি ঃ একই রাবী কর্তৃক একই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে যা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাফসীরে মা'ছুর ঃ হাদীসের আলোকে যে তাফসীর করা হয় তাকে তাফসীরে মা'ছুর বলে। যেমনঃ ইবনে কাসীর।

সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবীর নাম ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ৯৩ হিঃ, বসরায়।

হাদীসে মুতাওয়াতির অস্বীকারকারী ঃ কাফের।

সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনকারীর নাম ঃ ইবনে শিহাব যুহরী।

ইমাম বুখারীর মুখস্থ হাদীস ছিল ঃ ৬ লক্ষ।

ফকীহ ঃ যারা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে ফকীহ বলে।

www.amarboi.org

ইসলামের পাঁচ রুকন

ক. ঈমান বা বিশ্বাস

ইসলামের পাঁচ রুকনের প্রথম ও প্রধান হলো ঈমান বা বিশ্বাস। এটা ছাড়া মু'মিনের কল্পনা করাও অসম্ভব। যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, তাই এখানে তুলে ধরা হলো।

কুরআন

যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে

(١) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍمِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ○

অর্থ ঃ রাসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যে সব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলদের একজনকে আর একজন হতে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (আল বাক্বারাহঃ ২৮৫)

বিশ্বাসীদের কাজ নামায কায়েম ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা

(٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

অর্থ ঃ (মু'মিন তো তারাই) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, (তাদের কাজ হলো) নামায কায়েম করে ও আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (আল বাক্বারাহঃ ৩)

সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ থাকবে নির্ভীক

(٣) مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি আর সৎ কাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার। আর তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন চিন্তাও। (আল বাক্বারাহ: ৬২)

বেঈমানদের কাজ-কর্ম খুবই চিত্তাকর্ষক

(٤) اِنَّ الَّـذِيْـنَ لَا يُـؤْمِـنُـوْنَ بِـالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ٥

অর্থ ঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করেছি। ফলে তারা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। (আন-নামল: ৪)

(এছাড়াও, বাক্বারা: ২৫৬, আলে ইমরান: ৮৪, ১৭৯, নূর: ৬২, আনফাল: ৪, তাগাবুন: ৮)

হাদীস

ঈমানের পরিচয়

(١) عَـنْ عُـمَرَ بْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَـالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اَلصَّبْرُ وَ السَّمَاحَةُ.

অর্থ ঃ হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম; ঈমান কি? তিনি বললেন, "সবর" (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান। (মুসলিম)

প্রকৃত ঈমানদার কারা

(٢) عَـنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ الـلّٰـهِ ﷺ ذَاقَ طَـعْـمَ الْاِيْـمَـانِ مَـنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

অর্থ ঃ হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে সন্তুষ্টি সহকারে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল ও নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। (মুসলিম)

www.amarboi.org

মু'মিনরা ভাল কাজে আনন্দ আর মন্দ কাজে অনুতপ্ত হয়

(٣) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَ سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল যে, ঈমান কাকে বলে, তার নিদর্শন বা পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের ভাল কাজ যখন তোমাদেরকে আনন্দ দান করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদেরকে অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মু'মিন। (মুসনাদে আহমদ)

মু'মিনরা দীনের অধীন জীবন-যাপন করবে

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের কামনা বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দীনের অধীন করতে না পারবে। (মিশকাত)

খ. সালাত বা নামায

ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামায। প্রত্যেক বালেগ মু'মিনের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। নামায ব্যতীত মুসলমান হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই এখানে আলোচনা করা হলো।

কুরআন

নামায পাপের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ

(١) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۝

অর্থ ঃ নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। (আল আনকাবুত: ৪৫)

www.amarboi.org

গাফেল নামাযীর জন্য দুঃসংবাদ

(٢) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٥

অর্থ ঃ এমন সব নামাযীর জন্যই ধ্বংস, যারা নিজ নামাযের ব্যাপারে (অন্যমনস্ক) গাফেল। (আল মাউন: ৪-৫)

আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন লোকেরা পরিবারেও নামায কায়েম করে

(٣) وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ٥

অর্থ ঃ [আর ইসমাঈল (আ)] তাঁর পরিবারের লোকদেরকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রতিপালকের (প্রিয় পাত্র) সন্তোষভাজন। (মার্‌য়াম: ৫৫)

নামায কায়েমকারী লোকদের বন্ধু আল্লাহ

(٤) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তার রাসূল ও সেসব ঈমানদার লোক যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। (আল মায়িদা: ৫৫)

সময়মত সালাত আদায় ফরয

(٥) اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ٥

অর্থ ঃ অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (আন নিসা: ১০৩)

পরিবারের সদস্যদেরকে নামাযের নির্দেশ দিতে হবে

(٦) وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ٥

অর্থ ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ কর এবং ধৈর্য সহকারে সালাতে স্থির থাক। (ত্ব-হা: ১৩২)

অন্য আয়াতে এসেছে :

كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁর অধীনস্থ লোকদের নামায ও যাকাতের আদেশ দিতেন। (মারয়াম: ৫৫)

নিজেকে ও বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠার জন্য দু'আ করতে হবে

(৭) رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ۝

অর্থ ঃ হে আমার মনিব! আমাকে ও আমার বংশধরকে সত্যিকারে সালাত কায়েমকারী বানাও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দু'আ কবুল কর। (ইবরাহীম: ৪০)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ৪৩, ৪৫, ১১০, ২৩৮, তওবা: ৫, ১১, ৭১, মায়িদা: ১২, হজ্জ: ৪১, রূম: ৩৯, ৫৫, আম্বিয়া: ৭৩)

হাদীস

সকল ইবাদতের মূল হলো নামায

(১) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا طَهُوْرَ لَهٗ وَ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلٰوةَ لَهٗ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই, যার নামায নেই তার দীন নেই, গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (মু'জামুস সাগীর)

জামা'য়াতে নামাযের গুরুত্ব

(২) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلُمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে গমন করে। কিয়ামতের দিন তাদের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (তিরমিযি)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে নামায

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

সঠিক সময়ে নামায পড়া সবচেয়ে ভাল কাজ

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি জবাব দিলেন যথাসময়ে নামায পড়া, জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? জবাব দিলেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, জিজ্ঞেস করলাম তারপর কোনটি? জবাব দিলেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। (বুখারী ও মুসলিম)

পাঁচবার গোসলে যেমন শরীর ময়লামুক্ত হয়, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুনাহমুক্ত করে

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ

www.amarboi.org

خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কোন বাড়ীর সামনে যদি কোন প্রবাহিত নদী থাকে আর সে যদি উহাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা থাকার প্রশ্নই আসে না। রাসূল (সা) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দার যাবতীয় গুনাহ (পাপ) ক্ষমা করে দেন। (বুখারী)

গ. সাওম বা রোযা

সাওম বা রোযা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। ইহার মাধ্যমে মানুষের কুরিপুগুলো দমিত হয়ে অর্জিত হয় আল্লাহ ভীতির মতো মৌলিক মানবীয় গুণাবলী। সে কথাগুলো স্পষ্ট হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসে।

কুরআন

রোযার উদ্দেশ্য খোদাভীরু লোক তৈরী

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

অর্থ ঃ ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করবে। (আল বাক্বারাহ: ১৮৩)

রমযান হিদায়াত গ্রন্থ কুরআন নাযিলের মাস

(٢) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ○

অর্থ ঃ রমযান মাস, এতেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

www.amarboi.org

রোযা পূর্ণ করতে হবে রাত পর্যন্ত

(٣) وَكُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ٥

অর্থ ঃ আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না তোমাদের সামনে রাতের কালো রেখা থেকে উষার সাদারেখা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। (আল বাক্বারাহ: ১৮৭)

রোগী ও মুসাফিরগণ পরে রোযা পূর্ণ করবে

(٤) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ٥

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা রাখে। আর যে রোগী অথবা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। (আল বাক্বারাহ: ১৮৫)

হাদীস

রোযার উদ্দেশ্য মিথ্যা পরিত্যাগ করানো

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَ شَرَابَهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। (বুখারী)

পাপমুক্ত খাঁটি বানানো রোযার উদ্দেশ্য

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَا تَأَخَّرَ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ঈমান ও হিসাব নিকাশের চেতনাসহ রোযা রাখবে তার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রমযানে শয়তান থাকে শৃংখলিত

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলিত করে রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেলেও রোযা পূর্ণ করতে হবে

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে কিছু খায় বা পান করে, সে যেন তার রোযা পুরা করে। কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ঘ. যাকাত

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। প্রত্যেক ছাহেবে নিসাব যাদের কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সম পরিমাণ সম্পদ যদি এক বছর পূর্ণ করে তাহলে তাকে সেই সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা নির্দিষ্ট খাতে দান করতে হয়, আর ইহাকে যাকাত বলে।

www.amarboi.org

কুরআন

যাকাত আদায়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও সম্পদের বৃদ্ধি হয়

(١) وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

অর্থ ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ বর্ধিত করে। (আর রূমঃ ৩৯)

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ৪টি কাজের অন্যতম কাজ যাকাত আদায় করা

(٢) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ○

অর্থ ঃ তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিলে (১) নামায কায়েম করবে (২) যাকাত প্রদান করবে (৩) সৎ কাজের আদেশ দিবে ও (৪) অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতে। (আল হজ্জঃ ৪১)

যাকাতের হকদার আট শ্রেণীর লোক

(٣) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ○

অর্থ ঃ অবশ্যই যাকাত পাবে তারা যারা (১) ফকির (নিঃসম্বল) (২) মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) (৩) যাকাত আদায় ও বণ্টনের কর্মচারী (৪) মুয়াল্লাফাতুল কুলূব (ধর্মের জন্য যাদের মনজয় করা প্রয়োজন) (৫) দাসদের দাসত্ব মোচনের জন্য (৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য (৭) আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদের জন্য) (৮) মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। (আত তাওবাহঃ ৬০)

www.amarboi.org

যাকাত প্রদানকারীরা হলো দীনি ভাই

(٤) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ○

অর্থ ঃ যদি তারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই। (আত তাওবাহ: ১১)

যাকাত দানে সম্পদ ও আত্মা পবিত্র হয়

(٥) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ○

অর্থ ঃ তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। এর দ্বারা তুমি তাদের অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। (আত তাওবা: ১০৩)

যাকাত দানের মাধ্যমে বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়

(٦) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ ঃ তাদের (ধনীদের) সম্পদে গরীব, অসহায় ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। (আয যারিয়াত: ১৯)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারা: ৪৩, ৪৫, ১১০, আম্বিয়া: ৭৩, মার্‌য়াম: ৩১, ৫৫, মায়েদা: ১২-৫৫, তাওবা: ৫, ৭১)

হাদীস

যাকাত না দিলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা) সংমিশ্রণ ঘটে তা ধ্বংস হয়ে যায়। (মিশকাত)

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম আমল হলো যাকাত আদায়

(٢) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِى الزَّكَاةَ وَ تَصِلُ الرَّحِمَ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললোঃ আমাকে এমন আমলের কথা জানান, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

বাই'য়াত যাকাত আদায়ের জন্য

(٣) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করিমের (সা) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েমের জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

যাকাত অনাদায়ী সম্পদ সাপ হয়ে দংশন করবে

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি। কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সাপ সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী ও নাসাঈ)

ঙ. হজ্জ

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে হজ্জ। বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের অন্যতম উপায়। যার শারিরীক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ আছে তার উপর হজ্জ ফরয। সে সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরা হলো এখানে।

www.amarboi.org

কুরআন

সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ না করা কুফরীর সমান

(١) وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থ ঃ মানুষের উপর আল্লাহ্‌র এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি সামর্থ যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (আলে ইমরানঃ ৯৭)

হজ্জের সময় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

(٢) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ○

অর্থ ঃ হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জানা, যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাস সমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোন জ্বিনা-ব্যভিচার, কোন রকমের লড়াই কিংবা ঝগড়ার কথাবার্তা না হয়। (আল বাক্বারাহঃ ১৯৭)

সাফা-মারওয়া সা'য়ী করায় রয়েছে প্রতিদান

(٣) اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِاللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَاوَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সাফা-মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ অথবা উমরা করবে এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে দৌঁড়ানো তার পক্ষে পাপের কাজ নয়। আর যে কেউ নিজ ইচ্ছা, আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে কোন কল্যাণকর কাজ করবে মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ও উহার পুরস্কার প্রদান করবেন। (আল বাক্বারাহঃ ১৫৮)

হজ্জ-ওমরাহ আদায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(٤) وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর (আদায় কর)। (আল বাক্বারাহঃ ১৯৬)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাঃ ১৫৮, ১৯৫, ১৯৬, হজ্জঃ ২৭)

হাদীস

হজ্জ আদায় নিষ্পাপ হওয়ার মাধ্যম

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَى الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে (কা'বা) এলো এবং কোন প্রকার অশ্লীলতা ও ফিসক ফুজুরীতে (পাপাচারে) নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে সে ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভুমিষ্ট করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ সর্বোত্তম কাজের অন্যতম

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কি? বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো তার পর কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ করা ফরয

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَ فَصَلَ الرَّاحِلَةُ وَ تَعْرِضُ الْحَاجَةُ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন

www.amarboi.org

করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা অন্য কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। (ইবনে মাজাহ)

হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ওহে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব হজ্জ কর।

নারী ও অসহায় দুর্বলদের জিহাদ হলো হজ্জ করা

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرُ وَ الضَّعِيْفُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বয়স্ক, শিশু, দুর্বল ও নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা পালন করা। (নাসাঈ)

হাজীগণও মুজাহিদের মত আল্লাহ্‌র মেহমান

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللّٰهِ دُعَاهُمْ فَاَجَابُوْهُ وَسَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং হজ্জ ও উমরা পালনকারী আল্লাহ্‌র মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেছেন, তারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইছে আল্লাহ তাই তাদের দিয়ে দিচ্ছেন। (ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পৃথিবীতে হাজারো সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম বা "আশরাফুল মাখলুকাত" হচ্ছে মানুষ। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আর আদর্শ নেতা হিসেবে প্রিয় নবী (সা) কে অনুসরণ করা। তাদের সকল তৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু হবে মহামহিম রাব্বুল আলামীনের কাছে সঁপে দিয়ে তাঁরই সন্তোষ অর্জন করা। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস তারই প্রমাণ।

কুরআন

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনিবের গোলামী করা

(١) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ ঃ আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (আয যারিয়াহ: ৫৬)

সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ

(٢) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

অর্থ ঃ আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্ত্বাকেই ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আল আন'য়াম: ৭৯)

সব কিছুর মালিক আল্লাহ

(٣) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থ ঃ বল, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। (আল আন'য়াম: ১৬২)

সত্যের সাক্ষ্যই মানুষের কাজ

(٤) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা লোকদের জন্যে সাক্ষী হও আর রাসূলও যেন তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন। (আল বাক্বারাহ: ১৪৩)

সফলতার পূর্ব শর্ত আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা

(٥) يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوا اتَّـقُـوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

অর্থ ঃ ওহে! তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। মাধ্যম (উসিলা) অন্বেষণ কর, সংগ্রাম অব্যাহত রাখ আল্লাহ্‌র পথে, আশা করা যায় তোমরা সফলতা অর্জন করবে। (আল মায়েদা: ৩৫)

ঈমানের দাবি আল্লাহ্‌র ভালবাসা

(٦) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ٥

অর্থ ঃ যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক ভালবাসেন। (আল বাক্বারাহ: ১৬৫)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরান: ১১০, মায়েদা: ৩৫, হুদ: ৫০, ফুচ্ছিলাত: ৫০, যুমার: ১০, তাওবা: ১১১, বাক্বারাহ: ২০৭, ইউনুস: ৭, বাইয়্যিনাহ: ৫, ৮, লাইল: ২০, ২১, নিসা: ৪৬)

হাদীস

যা ঈমানের পরিপূর্ণতা আনে

(١) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.

অর্থ ঃ হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, সে-ই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা (দীন) এবং মুহাম্মাদ (সা) কে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

মু'মিনের পরিচয় সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র রাসূলের ভালবাসা

(٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا

www.amarboi.org

يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) বলেন। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

আল্লাহ্‌র দাসত্বই জান্নাতের ঠিকানা

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থ ঃ হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই। (বুখারী)

সকল তৎপরতা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত

(٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসলো, তাঁরই জন্যে কাউকে ঘৃণা করলো, তাঁরই জন্যে কাউকে দান করলো এবং তাঁরই সন্তোষ লাভের নিমিত্তে কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো–তবে নিঃসন্দেহে সে নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো। (আবু দাউদ)

ভালবাসা ও শত্রুতা হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষের জন্য

(٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَ الْبُغْضُ فِى اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং তাঁরই জন্য শত্রুতা করা। (বায়হাকী)

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র পথে ডাকা বা দা'ওয়াত ইলাল্লাহ

মহাব রাব্বুল 'আলামীন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম অবয়বে। তাঁদেরকে আত্মশুদ্ধি তথা পবিত্রতম জীবন যাপনের জন্য দিয়েছেন যুগে যুগে দিক-নির্দেশনা। আর এদিকে দিশেহারা জাতিকে পথ নির্দেশনার জন্য পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। তাদের প্রত্যেকের এক ও অভিন্ন কাজ ছিল সৃষ্টিকে আহ্বান করে স্রষ্টার মহত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, সুখী সুন্দর ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণ করা। কিন্তু প্রিয় নবী (সা) এর তিরোধানের পর 'উম্মাতে ওসাত' হিসেবে কাজটি এসেছে উম্মাতে মুহাম্মদীর উপর। এজন্যই বলা হয়, 'দাওয়াতী কাজ মু'মিন জীবনের মিশন'। সত্যিকার অর্থে একটি কাংখিত সমাজ বিপ্লবের জন্য চাই পরকালমুখী কাঙ্খিত জনশক্তি, আর এ জন্য প্রয়োজন দাওয়াতী তৎপরতা। এছাড়া নেই মুক্তির অন্যকোনো পথ। যা আলোকপাত করা হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

আল্লাহ্‌র পথে ডাকার পদ্ধতি

(١) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ○

অর্থ ঃ ডাক, তোমার প্রভূর দিকে, হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে এবং তর্ক কর (যুক্তিসহ) সর্বোত্তম পন্থায়। (আন নাহলঃ ১২৫)

মুসলমানদের সর্বোত্তম কাজ

(٢) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

অর্থ ঃ তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হা-মীম আস সাজদাহঃ ৩৩)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি; সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ

(٣) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হল তোমরা মানুষদের সৎ পথে আহ্বান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (আলে ইমরানঃ ১১০)

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

(٤) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

অর্থ ঃ হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষী স্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদ্বীপ হিসেবে। (আল আহযাবঃ ৪৫-৪৬)

দাওয়াতী কাজ না করলে জালিম হতে হবে

(٥) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ○

অর্থ ঃ যার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন রাখে, তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে ? (আল বাক্বারাহঃ ১৪০)

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের কাজ

(٦) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একটা দল থাকবে, যারা জাতির লোকদেরকে আহ্বান করবে কল্যাণ ও ন্যায়ের দিকে এবং বিরত রাখবে অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে। আর এরাই হবে সফলকাম। (আলে ইমরানঃ ১৪০)

সকল জাতির কাছেই দাওয়াতসহ নবী পাঠানো হয়েছে

(٧) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

অর্থ ঃ আমি তোমাকে প্রকৃত সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। (আল ফাতিরঃ ২৪)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরানঃ ১১০, বাক্বারাহঃ ২০৮, মুদ্দাসসিরঃ ১-৩, মায়েদাঃ ৬৭, আ'রাফঃ ৫৯, ৭৩, ৮৫, শুরাঃ ১৫, ইবরাহীমঃ ৫, ইউসুফঃ ১০৮, ফাতিরঃ ২৪, বনী ইসরাঈলঃ ৫৩)

www.amarboi.org

হাদীস

দা'ওয়াত প্রদান রাসূলের (সা) নির্দেশ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَ لَوْ اٰيَةً.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (বুখারী)

দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি

(٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِّرُوْا وَ لَا تُعَسِّرُوْا وَ بَشِّرُوْا وَ لَا تُنَفِّرُوْا.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা (দীনের দা'ওয়াত) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

দীনি দা'ওয়াত অনাগতদের কাছে পৌঁছানো দায়িত্ব

(٣) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

অর্থ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন, আজকে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দাও। (বুখারী)

দীন পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্যকরণীয়

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ اَمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ ঃ হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা ধন্য করবেন সেই ব্যক্তিকে, যে আমার নিকট হতে কোন কিছু শুনল এবং উহা যেভাবে শুনল সেভাবে অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দিল। কেননা প্রথম শ্রোতা অপেক্ষা উহা পরে যার নিকট পৌঁছায় সে-ই উহার সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হলো দাওয়াতী কাজ

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তাহলে দা'য়ীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হল হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোন কমতি হবে না। (মুসলিম)

আমলহীন দাওয়াত দানকারীর পরিণাম

(٦) عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَزْدِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ فَيُنْسَ نَفْسَهٗ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُنْصِ النَّاسَ وَ يُحْرِقُ نَفْسَهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু তামিমা কর্তৃক সাহাবি জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল আযদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে সততা শিক্ষা দেয় এবং নিজের কথা ভুলে যায় সে হচ্ছে মোমবাতির মত। যা মানুষকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে জালিয়ে দেয়। (আত তাবরাযী)

দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো দাওয়াতী কাজ

(٧) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ يُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, আমি শপথ করে বলছি- যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। নতুবা তোমাদের ওপর অচিরেই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর আযাব হতে পরিত্রাণ চেয়ে দু'আ করলেও তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন বা সংগঠন

আল্লাহ এই দুনিয়ায় সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ করে। এজন্য বলা হয় Man can not live alone. তাই মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষ একে অপরের সুখ দুঃখে হয় পরস্পর অংশীদার। বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব নয় একাকী পালন করা। সংঘবদ্ধ জীবনে রয়েছে মুসলমানের কাঙ্খিত সফলতা ও সরল সঠিক পথের ঠিকানা। পরিত্রাণ পাওয়া যায় শয়তানের সর্বগ্রাসী আক্রমণ হতে। দায়িত্ব পালন সহজ ও সম্ভব হয় Team Sprit এর মাধ্যমে। যা চিত্রিত হবে নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস দিয়ে।

কুরআন

সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন ফরয

(١) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْاo

অর্থ ঃ তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আলে ইমরানঃ ১০৩)

নেতার নির্দেশের অধীনে থাকতে হবে

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْo

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের দায়িত্বশীলের আনুগত্য কর। (আন নিসাঃ ৫৯)

সংঘবদ্ধ জীবনই সিরাতুল মুসতাক্বীম

(٣) وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ o

অর্থ ঃ যারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ করবে, মূলত তাঁদের জন্যই রয়েছে হিদায়াতপূর্ণ সরল সঠিক পথ। (আলে ইমরানঃ ১০১)

সংঘবদ্ধ জীবন জান্নাতের নিশ্চয়তা আর সফলতা আল্লাহ্‌র দলের

(٤) وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ o

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন, যে সবের নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ! আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। (আল মুজাদালাহঃ ২২)

সংঘবদ্ধ লোকদের জন্য আল্লাহর ভালবাসা

(٥) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (আছ ছফঃ ৪)

শরী'আহ আইন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্‌র হুকুম

(٦) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ٥

অর্থ ঃ তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই সব নিয়ম-কানুন (শরী'য়াহ) নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং (হে মুহাম্মাদ) যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্রাহিম (আ), মুসা (আ) ও ঈসা (আ) কে, তার সাথে তাকিদ করেছিলাম এই বলে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আশ শুরাঃ ১৩)

(এছাড়াও দেখুন, নিসাঃ ১৪৬, ১৭৫, বাক্বারাহঃ ১৪৩, আলে ইমরানঃ ১০৪, ১০৪, ১১০, হজ্জঃ ৭৮, মু'মিনুনঃ ৫২, শুরাঃ ১৩)

হাদীস

সংগঠন-ই ইসলাম

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَ لَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَ لَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ.

অর্থ ঃ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

www.amarboi.org

ভ্রমণ অবস্থায় হলেও সুসংগঠিত থাকতে হবে

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখন তোমরা তিনজন ভ্রমণে থাক, তখনো একজনকে নেতা বানিয়ে নাও। (আবু দাউদ)

সংগঠন ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ فَرَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করতঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়ই সে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম শরীফ)

সংগঠন ছেড়ে দেয়া ইসলাম ত্যাগের নামান্তর

(٤) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

বিচ্ছিন্নতাবাদী জাহান্নামে যাবে

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতকে অথবা মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মতকে কখনো ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপরই আল্লাহ্‌র রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযি)

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পাঁচটি কাজের একটি সংগঠন করা

(٦) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْهِجْرَةِ وَ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُرَاجِعَ وَ مَنْ دَعَا بِدَعْوَى لِلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلّٰى قَالَ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অর্থ ঃ হযরত হারিস আল আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আর এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলোঃ (১) জামায়াতবদ্ধ হবে (২) নেতার কথা শুনবে (৩) আনুগত্য করবে (৪) মন্দ বিষয়ে ত্যাগ (হিজরত) এবং (৫) জিহাদ করবে।

যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ছেড়ে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে গেল। সে যেন নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল। অবশ্য যদি সে ফিরে আসে তাহলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে (অনৈক্য, বিশৃংখলা ও মানব রচিত মতবাদ) আহ্বান জানাবে সে হবে জাহান্নামী।

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামায-রোযা আদায় করলেও কি সে জাহান্নামী হবে? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, যদি সে নামায-রোযা পালন করে এবং মুসলমান বলে দাবী করে, তাহলেও সে জাহান্নামী হবে। (আহমদ, হাকেম ও তিরমিযি)

www.amarboi.org

ইসলামী তা'লীম বা প্রশিক্ষণ

সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক নবী (আ)-এর কাজ ছিল মানুষ যা জানতো না তা জানানো, অপবিত্র থেকে পবিত্র করানো। আর এ জানার মাধ্যমেই স্রষ্টার সাথে গড়ে ওঠতে পারে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। মূর্খতাই যে সকল অপকর্মের একমাত্র ফসল তার বাস্তবচিত্র তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগ ও আধুনিক তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই, নেই সরল সঠিক পথে ইস্তিক্বামাত থাকার জন্যও। আর সে কথাই স্পষ্ট হচ্ছে নিম্নোক্ত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে।

কুরআন

উপদেশ জ্ঞানীদের জন্য/ শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক নয়

(١) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

অর্থ ঃ হে নবী! বলুন, যে জানে ও যে জানে না এরা উভয়ই কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (আয যুমারঃ ৯)

জ্ঞানীগণ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন

(٢) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ○

অর্থ ঃ প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে কেবল ইল্‌ম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (আল ফাতিরঃ ২৮)

শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য

(٣) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ○

অর্থ ঃ বলুন, হে নবী! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হয়? (আর রা'দঃ ১৬)

www.amarboi.org

জ্ঞানীদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

(٤) يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (আল মুজাদালাহঃ ১১)

হাদীস

জ্ঞানীরা শয়তানের শত্রু

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, একজন সমঝদার আলেম, শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

দীনি জ্ঞানার্জন অবশ্য কর্তব্য

(٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর (ফরয) অবশ্য কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ)

জ্ঞান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (মুসনাদে আহমদ)

জ্ঞানার্জন জিহাদের সমান

(٤) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ. كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযি)

শিক্ষক স্রষ্টা ও সৃষ্টির আশির্বাদ প্রাপ্ত

(٥) عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهٗ وَ اَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِىْ جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِى النَّاسِ الْخَيْرِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবশ্য যারা লোকদেরকে দীনের ইলম শেখায় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দ এমন কি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে। (তিরমিযি)

জ্ঞান গোপন রাখার পরিণাম

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

চরিত্রসম্পন্ন লোকেরাই ঈমানদার

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (মিশকাত)

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষা ও মানব সমস্যা

বলা হয়ে থাকে "মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বদ আরাফা রাব্বাহু" ঠিক সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র পথে চলতে সক্ষম এবং এ কঠিন সংগ্রামের পথে অটুট ও অবিচল থাকতে পারে, যে জ্ঞানের সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আর প্রকৃত কল্যাণ তারাই লাভ করতে সক্ষম যারা সৃষ্টির সেবায় নিজেদেরকে করে নিয়োজিত। এগিয়ে যায় অপরকে সাহায্য করতে। আল কুরআন ও হাদীসে সে কথাই ভেসে ওঠে দীপ্ত হয়ে।

কুরআন

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানই নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

(١) كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ ঃ যেমন আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের জানা নেই তা জানিয়ে দেয়। (আল বাক্বারাহ: ১৫১)

পড়তে হবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান

(٢) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ○

অর্থ ঃ (১) পড়, তোমার আপন প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে। (৩) সেই প্রভূর নামেই পড়, যিনি সম্মানিত। (৪) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (৫) মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা তারা জানত না। (আল আলাক্ব: ১-৫)

www.amarboi.org

কুরআন শুনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র করুণা

(٣) وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهٗ وَاَنْصِتُوْالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ٥

অর্থ ঃ যখন তোমাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগের সাথে তা শুন এবং চুপ থাক। সম্ভবত এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। (আল আ'রাফ: ২০৪)

বিজ্ঞান শেখানোই রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

(٤) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ٥

অর্থ ঃ তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নিরক্ষর রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আমার নিদর্শন (আয়াত) সমূহ পেশ করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও (হিকমত) কলা-কৌশল। (আল জুমুআ: ২)

জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা

(٥) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল। (আল ফাতির: ২৮)

(এছাড়াও দেখুন, নাহ্‌ল: ৮৯, যুমার: ৯, ২৩, আহক্বাফ: ৭, নাজম: ১৭, ২৩, তাওবা: ১২২, ছোয়াদ: ২৯, রাহমান: ১-৪, মুজাদালা: ১১, রা'দ: ১৬, ১৯, আলে ইমরান: ৭, ১৮, কাহফ: ৬৫, ৬৬, ত্বহা: ১১৪।)

হাদীস

অন্যকে সাহায্য করার মধ্যেই আল্লাহ্‌র সাহায্য

(١) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী)

নফল নামাযের চেয়ে জ্ঞানার্জন উত্তম

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেনঃ রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে (নফল) ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। (দারেমী, মিশকাত)

শিক্ষার্থীর জন্য সবাই মাগফিরাত কামনা করে

(٣) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَ اَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْمَاءِ وَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَ لَا دِرْهَمًا وَ اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি (ইলম) জ্ঞান সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম সন্ধানীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান জমিনের সব অধিবাসীই আল্লাহ্‌র নিকট গুনাহ মাফীর জন্য দু'আ করে, এমনকি পানির ভেতরের মাছও। শুধুমাত্র ইবাদতকারী অপেক্ষা আলিম

www.amarboi.org

তত বেশি মর্যাদাবান, যত বেশি মর্যাদা পূর্ণিমা রাত্রের চন্দ্রের, সমগ্র তারকার তুলনায়। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) এবং নবীগণ কোন টাকা পয়সা রেখে যান না। তারা রেখে গেছেন শুধু ইলম, অতঃপর যে লোক এই ইলম গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশই গ্রহণ করল। (তিরমিযি)

অপর ভাইয়ের সাহায্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র সাহায্য

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اللّٰهِ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করেন। যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করেন। (তিরমিযি)

কুরআনের জ্ঞানার্জন ফরয

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلِّمُوا الْفَرَائِضَ وَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে লও এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযি)

বিদ্যা এমন সম্পদ
যা চুরি হয় না

www.amarboi.org

জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ

ইতিহাস স্বীকৃত 'সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন'।

মানুষের মহামুক্তির মহান সনদ হচ্ছে জিহাদ ফীসাবীলিল্লাহ।

যে জমিনে আল্লাহ্র হুকুম বা খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েম নেই সেখানে খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েমের প্রাণপন চেষ্টা করে যাওয়ার নাম জিহাদ। এটা ফরয অন্য সকল ফরয ইবাদতের মতো। আর এটাই হচ্ছে পরকালীন ভয়াবহতম শাস্তি হতে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম এবং গ্যারান্টি।

আর যে জনপদে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র কাজ চালু থাকবে না, সে জনপদ এবং তার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করবেন বিভিন্ন উপায়ে। সে কথাগুলোই বিধৃত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

ইসলামী আন্দোলন করা ফরয

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ ঃ জিহাদ তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে অথচ তা (স্বাভাবিকভাবে) তোমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে অপছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাস অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (আল বাক্বারাহঃ ২১৬)

ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি

(٢) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাগুতে'র পথে। অতএব, তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল। (আন নিসাঃ ৭৬)

লড়াই করতে হবে মযলুমদের রক্ষা করার জন্য

(٣) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

অর্থ ঃ কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সে সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না? যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ হতে বের করে লও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু, ত্রাণকর্তা, দরদী ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও। (আন নিসাঃ ৭৫)

ইসলামী আন্দোলন ঃ পরকালে মুক্তির একমাত্র পথ

(٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ ঃ হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছে! আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং

www.amarboi.org

তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। ইহা বড় সাফল্য। (আস সফ: ১০, ১১, ১২)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

(٥) اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ٥

অর্থ ঃ তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (আত তাওবা: ৩৯)

(এছাড়াও, বাক্বারাহ: ৮৫, তাওবা: ১৪, ৪১, ৭৩, হজ্জ: ৭৮)

হাদীস

অন্যায় প্রতিরোধ ঈমানের দাবি

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে, অক্ষম হলে মুখ দিয়ে, তাতেও অক্ষম হলে মনে মনে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। (মুসলিম ও মিশকাত)

জিহাদ সর্বোত্তম কাজ

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সব চেয়ে

www.amarboi.org

উত্তম? হুযুর (সা) বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

জিহাদ জাহান্নাম হতে বাঁচার উপায়

(٣) عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اُغْبِرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, যার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলিমলিন হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

ক্ষয়-ক্ষতি না হওয়া ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়

(٤)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَ فِيْهِ ثُلْمَةٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে (মৃত্যু বরণ) যে, সে জিহাদের দরুন কোন ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়নি বা হতাহত হয়নি, সে অপরিপক্ক, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ঈমান নিয়ে সাক্ষাত করবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

জান্নাতের সুসংবাদ মুজাহিদের জন্য

(٥)عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতের একশটি দরজা। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তা তৈরী করেছেন। তার দু'টি দরজার মাঝখানের দূরত্বটি আসমান ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমান। (বুখারী)

www.amarboi.org

জিহাদ ছাড়া মৃত্যু হয় মুনাফিকের

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ وَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করল না। আর এ অবস্থায় সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

স্বৈর শাসকের সামনে সত্য বলা উত্তম জিহাদ

(٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রসূল (সা) বলেছেন, জালেম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য (হক) কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (ইবনে মাজাহ)

জুলুমের প্রতিরোধ ও মজলুমের সাহায্যকারী হতে হবে

(٨) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا اِنْ يَكُ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ مِنْ ظُلْمِهٖ وَاِنْ يَكُ مَظْلُوْمًا فَانْصُرْهُ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইকে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় সাহায্য কর। যদি সে অত্যাচারী হয়, তবে তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখ এবং যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে তাকে সাহায্য কর। (আদ দারেমী)

www.amarboi.org

ইসলামে সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

আল্লাহ্‌র হক আদায়ের পর বান্দাহর হক তথা হক্কুল ইবাদতও ফরয এবং এটা এতটাই জরুরী যে, অনেক ক্ষেত্রে বান্দাহর হকের সাথে আল্লাহর হক জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে। তাই ইসলাহে মুয়াশারাহ বা সমাজ সংস্কারের কাজ না করলে আল্লাহ্‌র হক আদায় থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। তাই আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। একথাই প্রতিধ্বনি হচ্ছে নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে।

কুরআন

আল্লাহ্‌র ইবাদাতের সাথে সমাজ সেবাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(١) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ٥

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না। আর তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার (সহানুভূতিশীল) করো, আর সদ্ব্যবহার করো নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, কাছে-দূরের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রীত দাস-দাসীদের সাথে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (আন নিসাঃ ৩৬)

অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রদান আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(٢) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ٥

অর্থ ঃ তোমরা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের অধিকার দিয়ে দাও, আর মোটেই অপচয় করো না। (বনী ইসরাইলঃ ২৬)

www.amarboi.org

সফলতার জন্য কল্যাণকর কাজ করতে হবে

(٣) وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ٥

অর্থ ঃ তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর, আশা করা যায় যে তোমরা সফল হবে। (আল হজ্জঃ ৭৭)

ডানপন্থী লোকদের কাজ দয়া প্রদর্শন করা

(٤) وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ٥

অর্থ ঃ যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের এবং (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় মূলত তারাই ডানপন্থী (লোক)। (আল বালাদঃ ১৭-১৮)

সৃষ্টির সেরা হতে হলে সৎকাজ করা অবশ্য কর্তব্য

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা জীব। (আল বাইয়্যিনাতঃ ৭)

হাদীস

মানুষের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ্‌র দয়া পাওয়া যায়

(١) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রতিবেশীর হক আদায় ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে লোক তৃপ্তির সাথে পেট ভরে খায়, আর

www.amarboi.org

তার পাশে তারই প্রতিবেশী উপোস (ভুখা) থাকে সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী)

মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَ يَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَ يُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَ يُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَ يَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যথাঃ ১. যখন কোন মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে তার সেবা করা, ২. মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া, ৩. দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, ৪. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া, ৫. হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা এবং ৬. উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মুসলিমের মঙ্গল কামনা করা। (বুখারী ও নাসায়ী)

আল্লাহ্‌র অধিকারের পরই বান্দাহ্‌র অধিকার।

www.amarboi.org

ইসলাহে হুকুমাত বা রাষ্ট্র সংস্কার

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে। আর তারা সুন্দর সমাজে বসবাস করবে এটাই তাদের দায়িত্ব, আর এটা করতে পারলেই পৃথিবী হয়ে ওঠবে স্বর্গীয় শান্তিতে ভরপুর। আর এর বিপরীত হলে পৃথিবী হয় পুতি গন্ধময়। তাই আমাদের উচিত রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে খিলাফতে ইলাহিয়ার মধ্যে জীবন যাপন করা।

কুরআন

ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আল্লাহর শর্ত দু'টি

(١) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ○

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা করেছেন, যে যারা ঈমান আনবে ও তার দাবী অনুযায়ী সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব (ক্ষমতা) দান করবেন। যেভাবে তিনি পূর্ববর্তী লোকদের দান করেছিলেন। আর যে দীনকে (জীবন ব্যবস্থা) তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার ভিত্তিমূলকে গভীরভাবে মজবুত করে দিবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (আন নূরঃ ৫৫)

তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে বরকতের দরজা খুলে যাবে

(٢) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ○

অর্থ ঃ যদি কোন দেশের জনগণ ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সেই সমাজের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেন। (আল আ'রাফঃ ৯৬)

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে

(٣) وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ○

অর্থ ঃ তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন। (আল হাশর: ৭)

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

(٤) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○

অর্থ ঃ আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (আল হাদীদ: ২৫)

অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না

(٥) وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

অর্থ ঃ আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের বা অবিশ্বাসী। (আল মায়েদা: ৪৪)

রাষ্ট্র পরিচালনায় মানব রচিত মতাদর্শের পরিণতি

(٦) اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ ঃ তাহলে কী তোমরা কিতাবের এক অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর অপর অংশ করবে অস্বীকার? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এটা করবে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও পরকালে কঠিনতম শাস্তি। আল্লাহ মানুষের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বেখবর নন। (আল বাক্বারাহ: ৮৫)

(এছাড়াও দেখুন, কাহাফ: ৫-৬, মুহাম্মাদ: ৭, নিসা: ১০৫, বাক্বারাহ; ২১৩, আনফাল; ৬০, হজ্জ: ৪১, আ'রাফ; ৪১, মায়েদা: ৪৯, নিসা: ১০৫)

www.amarboi.org

হাদীস

কুরআনের শাসনই মানব মুক্তির উপায়

(١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءِ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَ خَبْرُ بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

অর্থ ঃ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র দেয়া কুরআনের বিধানই একমাত্র বাঁচার উপায়। তাতে তোমাদের অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যত মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুত এটা এক চূড়ান্ত বিধান, এটা কোন অনর্থক বিষয় নয়। (তিরমিযি)

দায়িত্বে অবহেলাকারী শাসকের জন্য জান্নাত হারাম

(٢) عَنْ اَبِىْ يَعْلَىٰ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ هُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু ইয়ালা মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাহকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বধায়ক নিযুক্ত করার পর সে যদি তাদের সাথে (দায়িত্বের) খিয়ানত করে নির্ধারিত দিনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

জালিম বা অত্যাচারী শাসক নিকৃষ্ট শাসক

(٣) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ شَرُّ الرُّعَاءِ الْحُطَمَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েজ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এ কথা বলতে শুনেছি, শাসকের মধ্যে নিকৃষ্টতম শাসক হলো সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী।

www.amarboi.org

কঠোর শাসক বা দায়িত্বশীলের প্রতি আল্লাহ কঠোর হবেন

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এভাবে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমি তাদের প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবানী করে, তুমিও তার ওপর মেহেরবানী করো। (মুসলিম)

সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ইবাদতেরই নামান্তর।

www.amarboi.org

আনুগত্য

মুসলমান একটা সুশৃংখল ও সুসংঘবদ্ধ জাতির নাম। আর তারা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে চলার ক্ষেত্রে নিজেকে সপে দিয়ে আত্মসমর্পন করে মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা অনুসরণ করে বা মেনে নেয় চলার পথের পাথেয় হিসেবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁদের অনুকরণে নির্বাচিত কর্তৃত্বশীলের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে। এতেই নিহীত রয়েছে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি। আর এর ব্যতিক্রম হলে দুনিয়ায় ঘটে যায় বিপর্যয়, নষ্ট হয়ে যায় আমলসমূহ, পৌছতে অক্ষম হয় লক্ষ্য সীমায়।

কুরআন

যে আনুগত্য ফরয

(১) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, রাসূলের এবং তোমাদের মাঝে দায়িত্বশীলদের। (আন নিসা: ৫৯)

আনুগত্য হবে নিঃশর্ত

(২) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ○

অর্থ ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (আল মায়েদাহ: ১৫০)

আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ এবং গুনাহ মাপের উপায়

(৩) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

অর্থ ঃ হে নবী বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা পোষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আলে ইমরান: ৩১)

www.amarboi.org

আনুগত্য হচ্ছে হিদায়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত

(٤) وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ٥

অর্থ ঃ যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (আন নূরঃ ৫৪)

আনুগত্যহীনতা আমল নষ্ট হওয়ার কারণ

(٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوااللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ٥

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূল (সা) এর আনুগত্য কর, আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (মুহাম্মাদঃ ৩৩)

আল্লাহ্‌র স্মরণে গাফেলদের আনুগত্য করা যাবে না

(٦) وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا٥

অর্থ ঃ তোমরা তার আনুগত্য করো না, যার অন্তর আমার স্মরণ শূন্য। (আল কাহ্‌ফঃ ২৮)

(আরো দেখুন, আলে ইমরানঃ ৩২, ১৩২; নিসাঃ ১৩, ৫৯, ৬৯, ৮০; মায়েদাঃ ৯২; আনফালঃ ২০, ২৪, ২৭; নূরঃ ৫১, ৫২, আহযাবঃ ৩৬, ৭১; ফাতহঃ ৮, ৯; তাগাবুনঃ ১২)

হাদীস

রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ مَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَ مَنْ يَعْصِى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো। আর যে

www.amarboi.org

আমার হুকুম অমান্য করলো সে আল্লাহ্‌রই হুকুম অমান্য করলো। আর যে আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। পক্ষান্তরে যে আমীরের আদেশ অমান্য করলো সে আমারই আদেশ অমান্য করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

আনুগত্য হচ্ছে জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম উপায়

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করলো সে আমাকে অস্বীকার করলো। (বুখারী)

আনুগত্যহীনতা জাহেলিয়াতের মৃত্যু

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল ও জামায়াত পরিত্যাগ করলো এবং এ অবস্থায় সে মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

পছন্দ হোক বা না হোক আনুগত্য সর্বাবস্থায়

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَ لَا طَاعَةَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলমানের উপর নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) তার পছন্দ হোক বা না হোক। কিন্তু যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহের কাজের আদেশ করা হয় তবে তা শুনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

পর্দা বা হিজাব

পর্দার আরবি শব্দ হিজাব। অর্থ আবৃত করা, সংযত হওয়া। পর্দা শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইহা নারীর ইজ্জত-আব্রুর গ্যারান্টি। আর কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। সৃষ্টির স্বাভাবিক ধর্ম পুরুষ নারীর দিকে ঝুকে পড়বে, আর নারী পুরুষকে করবে আকৃষ্ট।

কিন্তু পর্দা প্রথা এ হীন অন্যায় ও অবৈধ সম্পর্কের হয়েছে অন্তরায়। আমাদের সমাজ এর বাস্তব চিত্র। শরীয়তের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটির অনুপস্থিতিতে ঘটছে হাজারো অনাকাঙ্খিত ঘটনা। পর্দা সম্পর্কে রয়েছে আমাদের ভুল ধারণা। কেউ মনে করেন এটা শুধু নারীদের জন্য, কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। নারী-পুরুষ সবার জন্যই এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যা পালন করতে ব্যর্থ হলে সমাজে দেখা দেবে বিপর্যয়, হতে হবে শাস্তির সম্মুখীন।

এর রয়েছে বিভিন্ন ধরন ও প্রকার, তা তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

কুরআন

পর্দার মৌলিক নীতিমালা

(١) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বল; তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। ইহা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (আন নূর: ৩০)

সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হয়

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ ওহে, তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ! গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট থেকে অনুমতি না পাবে এবং যখন প্রবেশ করবে তখন ঘরের মধ্যস্থিত লোকদেরকে সালাম দিবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (আন নূরঃ ২৭)

মু'মিনদের করণীয় ও পর্দার ধরন

(٣) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْنِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়; কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আচল ফেলে রাখে। নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে; তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম গরয নেই, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি, তারা নিজেদের পা জমিনের ওপর মেরে চলাফেরা করবে না, এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (আন নূরঃ ৩১)

www.amarboi.org

বিশেষভাবে পর্দার সময়

(٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী-পুরুষ আর তোমাদের সেসব বালক, যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছেনি, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে। সকালের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও, আর ইশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়। এরপর তারা বিনা অনুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোন দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের নিকট তো বার বার যাওয়া-আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বর্ণনাসমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবই জানেন, তিনি সুকৌশলী। (আন নূরঃ ৫৮)

যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ/ হারাম

(٥) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তোমাদের ওপর (বিয়ে) হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেসব মা যারা তোমাদের দুধ খাইয়েছে। আর তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে, সেসব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তাতো হয়েই গিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (আন নিসাঃ ২৩)

পর্দার নিয়ম ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি

(٦) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

অর্থ ঃ হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা না যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল আহযাবঃ ৫৯)

অন্য মহিলার কাছে কিছু চাইলে অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে

(٧) وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ○

অর্থ ঃ তোমরা তাঁর (নবী) স্ত্রীদের কাছে যখন কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতম পন্থা। (আল আহযাবঃ ৫৩)

(এছাড়াও দেখুন, নূরঃ ১৯, ৫৮, ৫৯, ৬০, আহযাবঃ ৩২, ৩৩, ৫৩, ৫৯, আ'রাফঃ ২৬)

www.amarboi.org

হাদীস

নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নেই

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِامْرَاَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন অন্য মেয়ের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মুহরিম পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

এক বিছানায় ঘুমানো ও অপরের সতরের দিকে তাকানো নাজায়েয

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَ لَا يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ لَا تُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

স্বামীর ভাই, ভাতিজা, চাচাত ভাই-এর সাথে সাক্ষাত জায়েয নেই

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَ الدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَفَرَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ اَلْحَمْوُ كَالْمَوْتِ.

অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, পর নারীর সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাক। একজন বলল,

www.amarboi.org

দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন, দেবর মৃত্যুর মত ভয়ংকর। (আল 'হামউ' অর্থ স্বামীর আত্মীয় যেমন ভাই, ভাতিজা এবং চাচাত ভাই।) (বুখারী ও মুসলিম)

যিনার বিভিন্ন ধরন

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُتِبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ نَصِيْبُهٗ مِنَ الزِّنٰى مُدْرِكُ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ: اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَ الْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْيَدُ زِنٰهَا الْبُطْشُ وَ الرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَا وَ الْقَلْبُ يَهْوٰى وَ يَتَمَنّٰى وَ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পর স্ত্রীর প্রতি নযর করা, দু'কানের যিনা হল যৌন উত্তেজক কথাবার্তার শ্রবণ করা, মুখের যিনা হল আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাংখা সৃষ্টি করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে সরিয়ে নিবে, দ্বিতীয় দৃষ্টি শয়তানের

(٥) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِى لَا النَّظْرَةُ تَتَّبِعُ النَّظْرَةَ فَاِنَّكَ الْاُوْلٰى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ

www.amarboi.org

দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নিবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (শয়তানের)। (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

অবৈধ দৃষ্টিদানের শাস্তি

(٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مَحَاسِنِ اِمْرَاَةٍ اَجْنَبِيَةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِىْ عَيْنَيْهِ لِاَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ ঃ নবী (সা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (কাদীর)

মহিলাদেরকে শয়তান আকর্ষণীয় করে দেখায়

(٧) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। তারা যখন পর্দা উপেক্ষা করে বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে অন্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে দেখায়। (তিরমিযি)

অবাধ মেলামেশা সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দেয়।

www.amarboi.org

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি

তাকওয়া অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেযগারী অবলম্বন করা। যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ, তারা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বিধান অনুযায়ী চলে এবং দুনিয়ার মোহে মোহিত না হয়ে খারাপ জিনিস হতে বিরত থাকে। এরই নাম তাকওয়া অবলম্বন, আর যারা এটা করে তারাই মুত্তাকী। সে কথাই আলোচনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত কুরআন-হাদীসে।

কুরআন

আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানের মানদণ্ড হলো তাকওয়া

(١) اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (আল হুজরাতঃ ১৩)

কাঙ্ক্ষিত তাকওয়া মুসলমানদের পরিচয়

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আলে ইমরানঃ ১০২)

সৎ বন্ধু আল্লাহ ভীতি অর্জনে সহায়ক

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (আত তাওবাঃ ১১৯)

আল্লাহভীরু লোকেরাই সফলকাম

(٥) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর সফল কাম হবে ঐ সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী হতে দূরে থাকে। (আন নূরঃ ৫২)

www.amarboi.org

শাস্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তাকওয়া

(৫) وَمَآاٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

অর্থ ঃ রাসূল (সা) তোমাদের যা দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (আল হাশরঃ ৭)

আল্লাহভীরু লোকেরাই কল্যাণ লাভের হকদার ও তাদের করণীয়

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আলে ইমরানঃ ২০০)

প্রতিযোগিতা হবে কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে

(٧) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

অর্থ ঃ পূণ্য ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, আর যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কেউ একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (আল মায়েদাঃ ২)

মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতই মুখ্য

(٨) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

অর্থ ঃ (হে রাসূল সা) বলে দাও! দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না। (আন নিসাঃ ৭৭)

www.amarboi.org

আল্লাহকে ভয় করার সাথে মু'মিনগণ সত্যবাদীদের সাথী হয়

(٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাবাদীদের সাথী হও। (আত তাওবা: ১১৯)

(আরো দেখুন, হাশর: ১৮, মায়েদা: ৩৫, তাওবা: ১১৯, ফাতির: ২৮, নাহল: ১২৮, মুলক: ১২, আহযাব: ১, তাগাবুন: ১৬, মুজাদালা: ৯, মুমিনুন: ৫২, হুজরাত: ১, হাদীদ: ২৮, নিসা: ১, ৭৭, বাক্বারাহ: ১২৩, ১৮৯)

হাদীস

ছোট গুনাহ বড় গুনাহের জন্ম দেয়

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র ও নগণ্য গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

মুত্তাকী হওয়ার শর্ত

(٢) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدَ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَاْسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَا بِهٖ بَاْسٌ.

অর্থ ঃ হযরত আতিয়া সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহ্‌র কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যাতে কোন গুনাহ নেই। (তিরমিযি)

সন্দেহ সংশয় পাপের জন্ম দেয়

(٣) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَ الْكِذْبُ رَيْبَةٌ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি। সন্দেহজনক জিনিস পরিত্যাগ করে সেই জিনিস গ্রহণ করো যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। কেননা সত্যই শান্তি ও প্রশস্তির প্রতীক, আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ সংশয়ের বাহন। (তিরমিযি)

খোদাভীতি অপরের অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَ لَا يَخْذُلُهٗ وَ لَا يَحْقِرُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَ يُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَ مَالُهٗ وَ عِرْضُهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাঁর প্রতি যুলুম করে না, তাকে ঘৃণা করে না, অসহায় বন্ধুহীন করে না। তাকওয়া এখানে (তিনি) বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। মানুষের দুষ্কৃতির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রতিটি মুসলমানের খুন, সম্পদ ও ইজ্জত সমস্ত মুসলমানের জন্য পবিত্র আমানত। (মুসলিম)

আল্লাহভীতিই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে।

www.amarboi.org

আখিরাত

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়, এটা একটা সাময়িক মুসাফির খানা, কিন্তু মানুষ পৃথিবীর কৃত্রিম রূপ, রস আর গন্ধে বিমোহিত হয়ে ভুলে যায় তার গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা, আখিরাত নামের অনন্ত জীবনের কথা। এটা শুধু তারাই পারে যাদের শ্লোগানঃ 'দুনিয়াটা মস্তবড় খাও দাও ফুর্তি কর'। আর তাদের এ স্বেচ্ছাচারিতাই মানুষকে করে বিপথগামী; তখন শুধুই ভোগে মত্ত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু যারা মু'মিন তারা কখনও ভুলে যায় না পরকালের সত্যিকারের হিসেব নিকেশের কথা। আর তা সত্যই ফুটে ওঠেছে আলোচ্য কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে।

কুরআন

প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে

(١) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ ঃ সেই দিন (কিয়ামতের) তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তারা যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (আন নূরঃ ২৪)

ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না

(٢) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

অর্থ ঃ এটা সেই দিন যখন কেউ কারো জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না, ফয়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে থাকবে। (আল ইনফিতারঃ ১৯)

আখিরাত অবশ্যই যথাসময়ে হবে

(٣) قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○

অর্থ ঃ বলুন হে নবী! তোমাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক মুহূর্ত আগে ও পরে করতে সক্ষম নও। (আস সাবাঃ ৩০)

www.amarboi.org

নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে

(٤) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ○

অর্থ ঃ তারপর সেই দিন (কিয়ামতের) তোমাদের দেয়া সকল নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আত তাকাসুরঃ ৪৮)

কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না

(٥) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে (কিয়ামত) যেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের কোন দাবী পরিশোধ করতে পারবে না, কবুল করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য কোন সুপারিশ, গ্রহণ করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না। (আল বাক্বারাহঃ ৪৮)

(এছাড়াও দেখুন, ক্বাফঃ ২৩, যারিয়াতঃ ৬০, মা'আরিজঃ ৪৩, নাবাঃ ১৭, হা-মীম আস সাজদাঃ ২০, ক্বারিয়াহ, যিলযাল, দুখানঃ ৪০, হাশরঃ ১৮, আনআমঃ ৩২, আ'রাফঃ ১৮৭, বনী ইসরাইলঃ ২১, মারয়ামঃ ২৫-৮৭, নামলঃ ৪, ৫, মু'মিনঃ ১৬, ১৭, আ'লাঃ ১৬, ১৭, নাহলঃ ১১১, যুমারঃ ৭০, ফুরক্বানঃ ১১, আম্বিয়াঃ ৩৫, শুরাঃ ২০, গাশিয়াঃ ১-৪, আত ত্বহাঃ ১০৯, ১২৪-১২৬)

হাদীস

দুনিয়ায় কিয়ামতের দৃশ্য দেখার উপায়

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিক্বাক পাঠ করে। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযি)

www.amarboi.org

কিয়ামতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَ عَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَ فِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَ مَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (সা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'পা এক একদমও নাড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে, (১) তার জীবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছে? (২) যৌবনকাল কোন কাজে কাটিয়েছে? (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে আয় করেছে? (৪) ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? (৫) দীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে, আর সে অনুযায়ী কতটুকু কাজ করেছে? (তিরমিযি)

কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَ تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হ্যাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ)

বুদ্ধিমান লোকেরা আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَاسُ النَّاسِ وَ اَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا

www.amarboi.org

لِلْمَوْتِ اَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সা) বলেছেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক, তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা লাভ করতে পারে। (তাবরানী ও মু'জামুস সাগীর)

মৃত্যুর পরেও যে তিনটি আমল উপকারে আসে

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের আমলের সাওয়াব সদাসর্বদা অব্যাহত থাকে। ১. সাদকায়ে জারিয়াহ। ২. মানুষের উপকারী ইলম। ৩. সু-সন্তান যে তার পিতামাতার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

আখেরাতের সফলতাই আসল সফলতা।

www.amarboi.org

মু'মিনের গুণাবলী

সকল মানুষেরই একমাত্র কামনা হচ্ছে তাঁরই প্রভুর সন্তোষ অর্জন। আর তার সন্তোষপ্রাপ্ত লোকদের হতে হয় কিছু বিশেষ গুণ সম্পন্ন। তারা হবে সমাজের অন্যান্য লোকদের ব্যতিক্রম। গড়ে ওঠবে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। তাদের চলন, বলন, কথন-এ থাকবে মাধুর্যতা। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে থাকবে ভারসাম্যতা, এজন্যই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে একটা ছবি আঁকা হয়েছে, প্রিয় বান্দাহদের। তা তুলে ধরা হলো নিম্নরূপ।

কুরআন

মু'মিনদের অবশ্য করণীয়

(١) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

অর্থ ঃ এ সব লোক তাঁরাই যারা বলে, হে আল্লাহ! আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহখাতা মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। এরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী-সত্যপন্থী, বিনীত-অনুগত, দাতা এবং এরা রাতের শেষভাগে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকে। (আলে ইমরানঃ ১৬-১৭)

প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

(٢) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ তো এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সম্মুখে) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পড়ে শুনান হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ

www.amarboi.org

তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে।

আর যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদের দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে; এরাই সত্যিকারের ঈমানদার; এদের জন্য রয়েছে উচ্চ পদসমূহ তাদের রবের কাছে, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (আল আনফাল: ২-৪)

প্রকৃত মু'মিনের কাজসমূহ

(٣) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে কখনও লোকদেরকে হত্যা করে (মারে) আবার কখনও নিহত (শহীদ) হয়ে যায়। এ সমস্ত সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আর কে আছে আল্লাহর চেয়ে বেশি ওয়াদা রক্ষাকারী? অতএব তোমরা খুশি থাক এই ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির (বাইয়াতের) উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছো। আর ইহাই বিরাট সফলতা।

তারা (মু'মিন) হচ্ছে তাওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী (নামায কায়েম রাখে), সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাঁধা প্রদানকারী, আর আল্লাহ্‌র সীমাসমূহের (আহকামের) সংরক্ষণকারী। আর আপনি (এমন গুণে গুণান্বিত) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (আত তাওবাহ: ১১১-১১২)

মু'মিনদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ

(٤) وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا

www.amarboi.org

الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٥
وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ٥

অর্থ ঃ যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাজনক কাজকর্ম হতে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়।

যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে। আর যখন তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন উহার মুকাবিলা করে। (আশ শূরা: ৩৭-৩৯)

মু'মিনদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ যেভাবে হওয়া উচিত

(٥) يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِوَاصْبِرْعَلٰى مَآاَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ٥ وَلَا
تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٥ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَالْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ٥

অর্থ ঃ হে পুত্র! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, খারাপ কাজ হতে নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন, সেজন্য ধৈর্য ধারণ কর। এ কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুব তাকিদ করা হয়েছে। লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, জমিনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করবে না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। নিজের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠসর কিছুটা খাটো রাখ। সব আওয়াজের মধ্যে গর্দভের আওয়াজই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ। (লোকমান: ১৭-১৯)

মু'মিনগণ আল্লাহর শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না

(٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ٥

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (আল মুমতাহিনা: ১)

www.amarboi.org

(এছাড়াও দেখুন, ফোরক্বানঃ শেষ রুকু, নূরঃ ৫১, ৫২, ৫৫, ৬২, বাক্বারাহঃ ২৫৭, লোক্বমানঃ ৩-৫, ৮, ৯, মু'মিনুনঃ ১-১১, মুহাম্মাদঃ ৭, ২৯, মা'আরিজঃ ২৩-৩৫, হুজরাতঃ ৭, ১০, রা'দঃ ২৮, আলে ইমরানঃ ২৮, ১৩৯,-১৭৩, তাওবাহঃ ৭১-৭২, আহযাবঃ ৪৭, রূমঃ ৪৭, নিসাঃ ৫৭, নাহলঃ ৯৭, মারয়ামঃ ৯৬, ইবরাহীমঃ ২৭, হজ্জঃ ৩৫)

হাদীস

জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাযত ঈমানের দাবী

(١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হিফাযতের জামিন হবে; আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো। (বুখারী)

মু'মিনরা অপরের দুঃখে দুঃখী হয়

(٢) عَنِ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ.

অর্থ ঃ হযরত নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সমস্ত মু'মিন একই ব্যক্তি-সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

দয়া ও ভালবাসা মু'মিনের চরিত্র

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَالَفٌ وَ لَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَالَفُ وَ لَا يُوْلَفُ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয় না। (বুখারী)

মু'মিনরা একে অপরের খোঁজ নেয়

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় ভুগে। (বায়হাকী)

মু'মিন বার বার ভুল করে না

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মু'মিন এক গর্তে দু'বার নিপতিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

মু'মিনগণই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহ।

www.amarboi.org

শপথ বা বাই'য়াত

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে সপে দেয়ার শপথ, ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়া'ত। সত্যিকার মুসলিম রূপে আত্ম-পরিচয় পেশ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। নিম্নোক্ত কুরআন-হাদীস একথারই প্রতিধ্বনি।

কুরআন

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলের নিকট বাই'য়াত মূলত আল্লাহ্‌র নিকট বাই'য়াত

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ○

অর্থ ঃ হে রাসূল (সা)! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়া'ত হচ্ছিল, তার আসলে আল্লাহর নিকট বাই'য়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র কুদরতের হাত ছিল। (আল ফাতহ: ১০)

বাই'য়াত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায়

(٢) لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ○

অর্থ ঃ হে রাসূল! আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়া'ত হচ্ছিল। (আল ফাতহ: ১৮)

দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়াই হল বাই'য়াতের দাবী

(٣) فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

অর্থ ঃ আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত তাদের যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয় আখিরাতের বিনিময়ে। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয় অথবা গাজী হয় উভয়কে আমি সীমাহীন প্রতিদান দিবো। (আন নিসা: ৭৪)

www.amarboi.org

বাই'য়াত অর্থ হচ্ছে সব কিছু আল্লাহ্‌র

(٤) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

অর্থ ঃ আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। (আল আন'আম: ১৬২)

বাই'য়াতী যিন্দেগী আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত

(٥) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ٥

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে (সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে)। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান: ৭৬)

বাইয়া'ত বা ওয়াদা ভঙ্গের পরিণতি

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে করা অংগীকার ও নিজের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক পবিত্রও করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আলে ইমরান: ৭৭)

(এছাড়াও দেখুন, নাহল: ৯১, তাওবাহ্: ১১১)

হাদীস

বাই'য়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর নামান্তর

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে পাক (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়া'তের রজ্জু গলদেশে ঝুলানো অবস্থা ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

বাই'য়াতের বিষয়সমূহ

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اِسْتَطَعْتُمْ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাইয়া'ত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ অনুযায়ী উক্ত বিষয়ে আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

বাই'য়াতের দাবী

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الْمَنْشَطِ وَ الْمَكْرِهِ وَ اَنْ لَّا تُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ وَ اَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

অর্থ ঃ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা, আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাবস্থার জন্য প্রযোজ্য।

আমরা আরো বাইয়া'ত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বাবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এ ব্যাপারে, কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করব না। (নাসায়ী)

www.amarboi.org

ত্যাগ, কুরবানী ও ঈমানের পরীক্ষা

আল্লাহ্‌র প্রেমে পাগলপাড়া ও তাঁরই সন্তোষ অর্জনে ব্যাকুল বান্দাহদেরকে আল্লাহ অনেক সময়ই পরীক্ষা করে থাকেন বিভিন্নভাবে। যার অসংখ্য উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে। আর ভোগ নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। এ কথারই প্রমাণ রেখে গেছেন তারা। এ পথে চলতে গেলে আসে বাঁধার পাহাড়, বিপদ ও মুসিবতের ডালা। সব কিছুকেই মাড়িয়ে ভোগের মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে ত্যাগ করে হাসিমুখে সামনে চলার মধ্যেই থাকে কাঙ্খিত সফলতা। তাই সত্যিকারের মু'মিনদের যদি অতি প্রিয় বস্তু জীবনটাও বিলিয়ে দিতে হয়, তাতেও তারা পিছপা হয় না, হয় না কুণ্ঠিত, বরং ধৈর্যের পাহাড় রচনা করে এগিয়ে যায় সম্মুখপানে। স্বাভাবিকভাবে মানুষকে আল্লাহ যেসব জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেন, তাই আলোকপাত করা হলো এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে।

কুরআন

পরীক্ষা সবার জন্য

(١) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ○

অর্থ ঃ প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে। (আল আম্বিয়াঃ ৩৫)

জান্নাতের পথ বড় বন্ধুর

(٢) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ○

অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করেছ! যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায়

www.amarboi.org

(বিপদ-আপদ) আবর্তিত হয়নি তাদের উপর বহু কষ্ট-কঠোরতা ও কঠিন বিপদ-মুসিবত আবর্তিত হয়েছে, তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূলের এবং তাঁর সংগী-সাথীগণ আর্তনাদ করে ওঠেছে (বলেছে), আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে। (আল বাক্বারাহঃ ২১৪)

পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই খাঁটি মু'মিন

(٣) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ٥

অর্থ ঃ লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী। (আল আনকাবুতঃ ২-৩)

বিপদ মুসিবত আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

(٥) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ٥

অর্থ ঃ কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন। (আত তাগাবুনঃ ১১)

বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ

(٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যাঁরা এই সব অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করে। (আল বাক্বারাহঃ ১৫৫)

দুনিয়ার চাকচিক্যময় পরীক্ষার বস্তুসমূহ

(٦) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ○

অর্থ ঃ মানুষের জন্য তাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি-জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষনস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত ভাল আশ্রয় তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। (আলে ইমরানঃ ১৪)

আল্লাহ্‌র পথে শহীদেরা মৃত নয় বরং জীবিত

(٧) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ○

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত; কিন্তু তোমারা তা জান না। (আল বাক্বারাহঃ ১৫৪)

আল্লাহ্‌র পথে নিহত ব্যক্তিগণ জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত

(٨) وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ○

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, তারা খোদার নিকট হতে রিযিক প্রাপ্ত। (আলে ইমরানঃ ১৬৯)

www.amarboi.org

বিশজন ধৈর্যশীল দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে

(৯) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ٥

অর্থ ঃ হে নবী! তুমি মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর (মনে রেখ) তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শজনের ওপর বিজয়ী হবে। আবার তোমাদের মাঝে (ধৈর্যশীল) যদি একশ লোক হয়, তাহলে তারা এক হাজার লোকের উপর জয় লাভ করবে, কারণ হচ্ছে কাফিররা এমন জাতি যারা (আল্লাহ্র শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বুঝে না। (আল আনফাল: ৬৫)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ২০৭, ২৪৫, তাগাবুন: ১১, ১৫, ১৬, তাওবাহ: ২৪, আহযাব: ১১, মুলক: ২, হাদীদ: ২২, আলে ইমরান: ১৪২, মুহাম্মাদ: ৩১, মুনাফিকুন: ৯)

হাদীস

সম্পদ-ই সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বস্তু

(١) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَ فِتْنَةُ اُمَّتِىْ الْمَالُ.

অর্থ ঃ হযরত কা'ব ইবনে 'ইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ। (তিরমিযি)

দুনিয়াটা মু'মিনের জন্য কারাগার বা পরীক্ষার স্থান

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য বেহেশত। (মুসলিম)

www.amarboi.org

মু'মিনদের জীবন অতি সাধারণ আসহাবে সুফফা তার প্রমাণ

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَ اِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرٰى عَوْرَتُهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি, তাঁদের কারো কোনো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছতো; আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

ধৈর্য সফলতার প্রথম সোপান।

www.amarboi.org

আত্মগঠন ও আত্ম উন্নয়ন

আত্মগঠন ঃ অর্থ নিজকে গঠন। মূল زَكِيَ (যাকিয়া) শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ উন্নতি, প্রবৃদ্ধি, দোষমুক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, যোগ্যতা বৃদ্ধি। পরিভাষায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালে জওয়াবদিহির লক্ষ্যে নিজকে উন্নত, পবিত্র ও যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা-সাধনা করার নামই আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন।

কুরআন

১। সফলতা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা

(١) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে কল্যাণ লাভ করলো সে, যে নিজের নফ্‌সের পবিত্রতা বিধান করল এবং ব্যর্থ হলো সে, যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করলো। (আশ শামস: ৯-১০)

পরকালীন জীবনে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (আল হাশর: ১৮)

দৌড়াতে হবে জান্নাত প্রাপ্তি ও মাগফিরাতের জন্য

(٣) وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

অর্থ ঃ সে পথে তীব্র গতিতে চল যা তোমাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (আলে ইমরান: ১৩৩)

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ দৌড়াও। একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা কর, তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। ইহা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ। ইহা তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রশীল। (আল হাদীদ: ২১)

আত্মগঠন ও মানোন্নয়নের পদ্ধতি হচ্ছে জ্ঞানার্জন

(٤) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٥

অর্থ ঃ প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল আল্লাহ্‌র স্মরণকালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে। (আল আনফাল: ২)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ১৫৩, জুমুআ: ২, আলে ইমরান: ১৬৪)

হাদীস

দিনের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানোন্নয়ন করতে হবে

(١) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْ فَجْرِ يَوْمٍ يُنْشَقُّ اِلَّا وَيُنَادِىْ مَلَكَانِ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنَا يَوْمٌ جَدِيْدٌ وَ عَلٰى عَمَلِكَ شَهِيْدٌ فَتَزَوَّدَ مِنِّىْ فَاِنِّىْ لَا اَعُوْدُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন, দু'জন ফেরেশতা নিম্নরূপ আহ্বান ব্যতীত একটি প্রভাতও আসে না, হে আদম সন্তান! আমি একটি নতুন দিন এবং আমি তোমার কাজের সাক্ষী! সুতরাং আমার সর্বোত্তম ব্যবহার কর। শেষ বিচার দিনের আগে আমি আর কখনো ফিরে আসব না। (আল-মা'ছার নবী সা)

আত্মগঠন ও মানোন্নয়ন চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন

(٢) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اِسْتَوٰى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُوْنٌ.

অর্থ ঃ মহানবী (সা) বলেছেন, যার দু'টি দিন একই রকম যায় নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত। (সুনান আদ দাইলামী)

www.amarboi.org

দায়িত্বশীলের গুণাবলী

হাদীসের ভাষায় নেতৃবৃন্দ হচ্ছে জাতির খাদেম। আর তাদেরকে আবর্তিত হয়ে থাকে একদল কর্মী বাহিনী। কর্মীবাহিনী সাধারণত তাদের নেতৃত্বের অনুসারী হয়ে থাকে। তাই তাদের অর্জন করতে হয় অনুসরণীয় অনন্য গুণাবলী। আর সেগুলোই তুলে ধরা হলো এখানে।

কুরআন

দায়িত্বশীলদের মৌলিক গুণাবলী

(١) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ○

অর্থ ঃ এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মাত্র যে আপনি (১) কোমল হৃদয় সম্পন্ন, যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজ সম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চার পাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। (২) কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন (৩) এদের জন্য শাফায়াত (ক্ষমা) চান এবং (৪) বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। (৫) অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যান (৬) তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদের ভাল বাসেন। (আলে ইমরান: ১৫৮)

অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে

(٢) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

অর্থ ঃ যারা তোমার অনুসরণ করে, সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও। (আশ শু'য়ারা: ২১৫)

মু'মিনগণ মু'মিনদের প্রতি রহম দিল বা বিনয়ী

(٣) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র-কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (আল ফাতাহ: ২৯)

রহমানের বান্দারা নম্র হবে

(٤) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ٥

অর্থ ঃ তারাইতো রহমান আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা, যারা জমিনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে আল্লাহর বিষয়ে তর্ক করে তখন তারা বলে দেয় তোমাদের সালাম। (আল ফুরক্বান: ৬৩)

(আরো দেখুন, ইয়াসীন: ৭৬, লুক্বমান: ২৩, আহক্বাফ: ৩৫, ইউনুস: ১০৯, তাওবা: ১২৮, শু'য়ারা: ২১৫, ২১৮, ২১৯।)

হাদীস

দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী জাহান্নামে যাবে

(١) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানের কোন বিষয় ও ব্যাপারে দায়িত্বশীল হলো। কিন্তু তাদের (জনগণ/কর্মী) খেদমত ও কল্যাণের জন্য ততটুকু চেষ্টাও করল না, যতটুকু সে নিজের জন্যে করে থাকে। তবে তাকে (দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে) আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মু'জামুস সাগীর)

যিনি যতবড় দায়িত্বশীল তার জবাবদিহিতাও তত বড়

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

www.amarboi.org

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

অর্থ ঃ সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। মুসলমানদের যিনি বড় নেতা তিনিও দায়িত্বশীল এবং তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ক্ষমাশীলদের আল্লাহ ইজ্জত ও দানশীলদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَ مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَ مَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাহর ইজ্জত ও সম্পদ বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয়ী ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

নরম আচরণ আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণ

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

ঋণ ও খিয়ানত

আমাদের সমাজে ঋণ ও খিয়ানত শব্দ দু'টি অতি পরিচিত। মানুষ তার প্রয়োজনে মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ঋণ নিয়ে তার প্রাপককে যথাযথভাবে আদায় না করে, করে থাকে উল্টোটা অর্থাৎ খিয়ানত। খিয়ানতকারীর শাস্তিটা কত ভয়াবহ এবং ঋণ নেয়া-দেয়ার নীতিমালা কি তাই তুলে ধরা হলো নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে।

কুরআন

ঋণ দানে স্বাক্ষীসহ লিখিত চুক্তি হতে হবে

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যে কোন একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (চুক্তিনামা) লিখে দিবে, আল্লাহ তা'য়ালা যাকে লেখা শিখিয়েছেন তাদের কখনো লেখার কাজে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

লেখার সময় ঋণগ্রহিতা লেখককে বলে দিবে কি শর্ত সেখানে লিখতে হবে। লেখককে অবশ্যই তার মালিক আল্লাহকে ভয় করা উচিত, চুক্তিনামা লেখার সময় কিছুই যেন বাদ না পড়ে।

যদি ঋণগ্রহিতা অজ্ঞ-মূর্খ ও সব দিক দিয়ে দুর্বল হয়, অথবা চুক্তিনামার কথাবার্তা বলে দেবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে। কি কি কথা লিখতে হবে।

তার পরেও তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষকে এই চুক্তিপত্রে সাক্ষী বানিয়ে নিয়ো। যদি দু'জন পুরুষ একত্রে না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা স্বাক্ষী হবে। যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এমন সব লোকের মধ্য থেকে স্বাক্ষী নিতে হবে যাদের সাক্ষী উভয় পক্ষ পছন্দ করবে। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী দেবার জন্য ডাকা হবে তখন তারা তা অস্বীকার করবে না। লেনদেনের পরিমাণ ছোট হোক কিংবা বড় হোক দিনক্ষণ সহ তা লিখে রাখার ব্যাপারে অবহেলা করো না। এটা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক পছন্দনীয় ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী কালে কোন সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে তা দূর করাও এতে সহজ হয়। যা কিছু তোমরা নগদ (হাতে হাতে) আদান প্রদান করো তা সব সময় না লিখলেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, এতে ব্যবসায়িক লেন-দেনে চুক্তি সম্পাদনের সময় অবশ্যই সাক্ষী হাজির রাখবে। লেখক ও সাক্ষীদের (মত বদলানোর জন্য) কখনো কষ্ট দেয়া যাবে না। তারপরও তোমরা যদি তাদের এ ধরনের যাতনা প্রদান করো, তাহলে তা হবে একটি মারাত্মক গুনাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে সব কিছুই শিখিয়ে দিচ্ছেন, কেননা আল্লাহ সব কিছু জানেন। (আল বাক্বারাহঃ ২৮২)

ঋণগ্রহীতাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে

(٢) وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তোমাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সদকা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুধাবণ করতে পারো। (আল বাক্বারাহ: ২৮০)

খিয়ানতকারীগণ আল্লাহ্‌র পাকড়াও এর স্বীকার হবেন

(٣) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ٥ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ٥ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ٥

অর্থ ঃ যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে, তুমি তাদের সাহায্য কর না। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ট লোকদের পছন্দ করেন না।

এরা মানুষের নিকট থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সেই সময়ও সঙ্গে থাকেন, যখন এরা রাতে গোপনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহর আওতাধীন। হ্যাঁ, তোমরা এই সব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে, কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের উকিল কে হবে? (আন নিসা: ১০৭-১০৯)

খিয়ানতকারী তার খিয়ানত নিয়েই কিয়ামতে হাজির হবে

(٤) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ٥

অর্থ ঃ নবীর পক্ষে কোন বস্তুর খিয়ানত করা সম্ভবই নয়। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খিয়ানতসহ হাজির হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফলই লাভ করবে, কারও প্রতি এক বিন্দুও জুলুম করা হবে না। (আলে ইমরান: ১৬১)

www.amarboi.org

হাদীস

ঋণমুক্ত জীবনই জান্নাতের নিশ্চয়তা

(١) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيْئًا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكِبْرِ وَ الْغُلُوْلِ وَ الدَّيْنِ.

অর্থ ঃ হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় আসবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিনিস তিনটি হলো (১) অহংকার (২) চুরি ও (৩) ঋণ। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

আত্মসাৎকারীকে প্রশ্রয় দেয়া আত্মসাতের মতোই অপরাধ

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُوْا مَنْ يَكْتُمْ غَالًا فَاِنَّهُ مِثْلُهُ.

অর্থ ঃ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খিয়ানতকারী ও আত্মসাৎকারীকে প্রশ্রয় দেবে ও তার পরিচয় গোপন করবে, সে ঐ আত্মসাৎকারীরই পর্যায়ভুক্ত হবে। (আবু দাউদ)

ঋণ গ্রহণ মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ

(٣) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَاِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمُذِلَّةٌ بِالنَّهَارِ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা ঋণ হতে সাবধান থাক! কেননা ঋণ রাত্রের দুশ্চিন্তা ও দিনের লাঞ্ছনার কারণ। (বায়হাকী)

www.amarboi.org

গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা

গুনাহ, তাওবাহ ও ক্ষমা আমাদের অতি পরিচিত একই সুতায় গাঁথা তিনটি শব্দ। মানুষ স্বভাবগতভাবে প্রবৃত্তির পূজারী আর সে কারণেই সে গুনাহর কাজ করে প্রায়শই। আর পবিত্র আত্মার চেতনা ফিরে আসে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই, তাইতো সে ফিরে আসে আল্লাহ্‌র কাছে এটাই মূলত তাওবাহ। আর মহান আল্লাহ তার বান্দাহকে ভালবাসেন বলেই গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তবে তাকে নয় যে পাপ করে পুনঃপুনঃ। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত গুনাহ মুক্ত জীবনযাপন। আর শয়তান যদি গুনাহে বাধ্য করেই থাকে তাহলে প্রয়োজন অতি সত্তর তওবাহ। সে কথাই প্রতিফলিত হচ্ছে নিম্নোক্ত উপস্থাপনায়।

কুরআন

আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করে যারা তাৎক্ষণিক তাওবাহ করে

(١) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

অর্থ ঃ জেনে রেখো, আল্লাহর নিকট তাওবাহ গৃহীত হওয়ার অধিকার তারাই লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞাত কারণে কোন অন্যায় কাজ করে বসে এবং এর পর অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়। এমন লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অতিশয় সু-বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (আন নিসাঃ ১৭)

অব্যাহত পাপকারীদের ও মৃত্যুকালীন তাওবাহ আল্লাহ কবুল করেন না

(٢) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

অর্থ ঃ কিন্তু তাদের জন্য তাওবাহ্‌র কোন অবকাশ নেই। যারা অব্যাহত ভাবে পাপ কাজ করতেই থাকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তাওবাহ করলাম। অনুরূপ ভাবে

www.amarboi.org

তাদের জন্যও কোন তাওবাহ নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এইসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (আন নিসাঃ ১৮)

সত্যিকার তাওবাহ্কারী অবশ্যই ক্ষমা পাবে

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ কর খাঁটি ও সত্যিকার তাওবাহ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এ দোষত্রুটিগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করে দিবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। (আত তাহরীমঃ ৮)

তাওবাহ্র পর ঈমান আনলে আল্লাহ মাফ করবেন

(٤) وَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ ঃ আর যারা কারাপ কাজ করবে তারপর তাওবাহ করবে ও ঈমান আনবে নিশ্চয়ই এই তাওবাহ ও ঈমানের পরে তোমার রব অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ করুণাময়। (আল আ'রাফঃ ১৫৩)

হাদীস

শয়তানের প্রতাপে গুনাহ করলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবেন

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اِبْلِيْسُ وَ عِزَّتِكَ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَمَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ : وَ عِزَّتِىْ وَ جَلَالِىْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, ইবলিস বলেছিল, তোমার প্রতাপের শপথ তোমার বান্দাহদের দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তাদেরকে বিপথগামী করতে থাকবো। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, আমার প্রতাপ ও মহিমার শপথ, তারা যতক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো। (মুসনাদে আহমদ)

মহানবীর ভাষায় মানুষের রোগ হলো গুনাহ আর ঔষধ হলো ক্ষমা প্রার্থনা

(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ اَلَا اِنَّ دَاءَ كُمُ الذُّنُوْبُ وَ دَوَاءَ كُمُ الْاِسْتِغْفَارُ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, তোমাদের রোগ কি এবং তার ঔষধ কি? তোমাদের রোগহলো গুনাহ, আর তোমাদের ঔষধ হলো ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। (বায়হাকী)

দুঃশ্চিন্তা মুক্ত জীবন যাপনের জন্য চাই পুনঃ পুনঃ তাওবাহ

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘণ ঘণ গুনাহ মাফ চায়, আল্লাহ তার প্রত্যেক দুশ্চিন্তা দূর করবেন। প্রত্যেক সংকট নিরসন করবেন এবং সে কল্পনাও করতে পারে না এমন উপায়ে তাকে জীবিকা দান করবেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

গুনাহ মাফের জন্য ৩ ঘন্টার মধ্যেই (তাড়াতাড়ি) তাওবাহ করতে হবে

(٤) عَنْ أُمِّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا اِلَّا وَقَفَ الْمَلَكَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ فَاِنِ اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهٖ لَمْ يَكْتُبْهُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ ঃ হযরত উম্মে ইসমাত আল আওসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন মুসলমান কোন গুনাহর কাজ করলে ফেরেশতা তিন ঘন্টা অপেক্ষা করেন। সে যদি এর মধ্যে গুনাহ মাফ চায়, তাহলে তার ঐ গুনাহ তিনি লেখেন না এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে আযাবও ভোগ করান না। (হাম্বলী)

পানি যেমন ময়লা পরিষ্কার করে
তেমন তাওবাহ গুনাহ মুক্ত করে।

www.amarboi.org

পিতা-মাতার অধিকার

এ পৃথিবীতে অত্যন্ত কাছের এবং আপনজন হলো পিতা ও মাতা। তাই সন্তানের কাছে রয়েছে তাদের অধিকার এবং এ অধিকার আল্লাহ্‌র অধিকারের পর। আর সে কথাই বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

কুরআন

পিতা-মাতার সাথে আচরণের (ধরন) পদ্ধতি

(١) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ٥

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো। যদি তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার নিকট উপনীত হয়; তবে তাদের কখনো 'উহ্' শব্দ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সাথে মার্জিত কথা বলবে। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ ও বিনয়ের বাহু অবনমিত করবে। আর বল, (তাদের জন্য দুয়া কর) হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪)

পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শিখানো দু'য়া

(٢) رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ٥

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মোমেন রূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন। জালিমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না। (নূহ: ২৮)

(আরও দেখুন, নিসা: ৩৬, লোক্বমান: ১৪, আহক্বাফ: ১৫, 'আনকাবুত: ৮)

www.amarboi.org

হাদীস

পিতা-মাতার কাছেই জান্নাত ও জাহান্নাম

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (ইবনে মাজাহ)

সবচেয়ে বেশি অধিকার মাতার

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুজুর (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? হুজুর (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবারও জবাব দিলেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? এবারে নবী করীম (সা) জওয়াব দিলেন, তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও দাইউস জান্নাতে যাবে না

(٣) عَنْ اَبِىْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوْثُ وَ رَجُلَةُ النِّسَاءِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইউস (আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী) ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা। (হাকেম, জামিউস সাগীর)

www.amarboi.org

ইসলামী অর্থনীতি

মানব জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম, ইহা হচ্ছে সমাজের চালিকা শক্তি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'Money is the Second Father'। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় এ গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামে অনুপস্থিত নয় বরং উপস্থিত। আর তাই ধ্বনিত হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

ইসলামী অর্থনীতি পরিচালিত হয় ব্যবসার মাধ্যমে

(١) وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। (আল বাক্বারাহঃ ২৭৫)

দেহ ব্যবসা সম্পদ আয়ের নিষিদ্ধতম পন্থা

(٢) وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ○

অর্থ ঃ তোমরা দাসদাসীদেরকে পার্থিব সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। (আন নূরঃ ৩৩)

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই

(٣) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তাঁর প্রভুর সাথে কুফরী করেছে। (বনী ইসরাঈলঃ ২৭)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহঃ ১৮৮, ২৬৮, ২৭২, ২৭৮, নিসাঃ ৫, ২৯, ৩০, ৩১, আলে ইমরানঃ ৯২, ১৩০, ১৬১, বনী ইসরাইলঃ ২৬, ২৯, যারিয়াঃ ১৯, মায়েদাঃ ৯০, মুতাফফিফিনঃ ১-৩, ফাতিরঃ ২৯, ৩০, ক্বাছাছঃ ৭৭, হাশরঃ ৭)

www.amarboi.org

হাদীস

প্রয়োজনীয় ব্যয় করা যাবে

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ تَصَدَّقُوْا وَ اَلْبِسُوْا مَالَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافٌ وَ لَهٗ مَخِيْلَةٌ.

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন; তোমরা আহার করো, পান করো, দান করো এবং পরিধান করো, যতক্ষণ না অহংকারের ও অপচয়ের সংমিশ্রণ না ঘটে। (নাসাঈ)

হালাল রুযীর সন্ধান সকলের জন্য ফরয

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হালাল জীবিকা সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। (তাবরানী ও বায়হাকী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হালাল রুযীর সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য ওয়াজিব। (তাবরানী)

সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতে শহীদের সাথী হবেন

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী শেষ বিচারের দিবসে মহান শহীদগণের সাথী হবেন। (হাকীমে মুস্তাদরিক)

www.amarboi.org

জান্নাত

'জান্নাত' অর্থ বাগান। আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের জন্য তাঁরই সৃষ্টি এক অপার নেয়ামত যা শুধু তাঁর প্রিয় লোকেরাই পাবে। যারা এ দুনিয়ায় তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছেন সকল বাঁধা বিপত্তি মাড়িয়ে। তারই ছোট একটি চিত্র আঁকা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

জান্নাত যারা পাবে

(١) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ○

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (আল বাক্বারাহ: ২৫)

জান্নাতে যা থাকবে

(٢) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ○

অর্থ ঃ আল্লাহভীরু লোকদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতে থাকবে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানি, কখনো বিস্বাদ হবে না এমন দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুপেয় পানি এবং স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধু প্রবাহিত ঝরণাধারা। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলফলাদি এবং মহান প্রভূর পক্ষ থেকে ক্ষমা। (মুহাম্মাদ: ১৫)

ডানপন্থীরা হবে জান্নাতী আর পাবে মৌসুমী ফল

(٣) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ○ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ○ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ○ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ○ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ○ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ ডানপন্থী লোকেরা আসলে সত্যি ভাগ্যবান। তারা থাকবে এমন এক বাগানে যেখানে আছে কাটাবিহীন কুল গাছ, কাঁদি ভরা কলা গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফল-ফলাদি। (আল ওয়াক্বিয়াঃ ২৭-৩২)

জান্নাত হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত

(٤) لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ○

অর্থ ঃ তাদেরকে (জান্নাতবাসী) সেখানে কষ্ট দিবে না। সূর্যতাপ ও শৈতপ্রবাহ। অর্থাৎ সেটা হবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। (আদ দাহরঃ ১৩)

জান্নাত হবে নিয়ামতে ভরপুর বিশাল সাম্রাজ্য

(٥) وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

অর্থ ঃ সেখানে (জান্নাত) যেদিকে তোমরা তাকাবে শুধুই দেখবে নিয়ামত আর নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম। (আদ দাহরঃ ২০)

জান্নাতী নারীরা হবে কুমারী ও প্রেমানুরাগী

(٦) اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ○ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ○ عُرُبًا اَتْرَابًا ○

অর্থ ঃ তাদের স্ত্রীদেরকে (জান্নাতী নারী) আমি নতুন করে পয়দা করব। তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেব। স্বামীর প্রতি অতিশয় প্রেমানুরাগী এবং বয়সে করব সমান। (আল ওয়াক্বিয়াহঃ ৩৫-৩৭)

(এছাড়াও দেখুন, নিসাঃ ১২১, রা'দঃ ২৩, ২৪, ২৫, ছোয়াদঃ ৪৯-৫৪, আহযাবঃ ৪৪, নাহলঃ ৩২, যুমারঃ ৩৩, হাজরঃ ৪৮, ছফ্ফাতঃ ৪০-৫০, রহমানঃ ৪৬-৭৮, ওয়াক্বিয়াঃ ২৫, ২৬, তাওবাহঃ ৭২, হামীম আস-সিজদাঃ ৩১, আলে ইমরানঃ ১৩৩)

হাদীস

জান্নাতে যারা যাবে

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এ কথার ঘোষণা দেয় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং এ অনুযায়ী আমল করে) এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

www.amarboi.org

জান্নাতে থাকবে অকল্পনীয় নেয়ামতসমূহ

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামতসমূহ তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র জান্নাতে প্রবেশ করায়

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ: اَلْفُمُ وَ الْفَرْجُ وَ سُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী দোযখে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। তার পর জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস সবচেয়ে বেশী বেহেশতে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ভয় ও সচ্চরিত্র। (তিরমিযি)

জান্নাতী মহিলারা হুরদের চেয়েও হবে সম্মানিত

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْنِىْ نِسَاءَ الدُّنْيَا اَفْضَلُ اَمِ الْحُوْرِ الْعَيْنِ؟ قَالَ بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ كَفَضْلِ الظِّهَارِ عَلَى الْبِطَانَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَاذَا؟ قَالَ بِصَلَاتِهِنَّ وَ صِيَامِ هِنَّ وَ عِبَادَتِهِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! বলুন, পৃথিবীর নারীরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা? তিনি বলেন, বরং পৃথিবীর নারীরা হুরদের চেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাহিরের দিকটি ভিতরের দিকের চেয়ে উত্তম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এটা কেন? তিনি বললেন, তাদের সালাত, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে। (তাবরানী)

আরশের নীচে ছায়া ও জান্নাত লাভকারী হবে সাত ব্যক্তি

(٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ خُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامُ عَادِلٍ وَ شَابٌّ نَشَا بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ كَانَ كَلْبُهٗ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ فَاجْتَمَعَ عَلٰى ذٰلِكَ وَ تَفَرَّقَا وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিবেন। (১) ন্যায়বিচারক বাদশাহ বা সরকার, (২) আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন যুবক, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর একবার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, (৪) যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে নীরবে একাকী আল্লাহ্‌র স্মরণে অশ্রু প্রবাহিত করে, (৬) যাকে কোন উচ্চ বংশীয় পরমা সুন্দরী নারী একান্তে মিলিত হওয়ার আহ্বানের উত্তরে বলে, আমি শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

জাহান্নাম

এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহ্‌র পথকে ভুলে বিপথগামী হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে যে কঠিন শাস্তি দিবেন মৃত্যুর পরে তাই জাহান্নাম। কুরআন- সুন্নাহ্‌র আলোকে তারই চিত্র তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

অবিশ্বাসীরা জাহান্নামবাসী হবে

(١) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

অর্থ ঃ যারা অবিশ্বাসী তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য শাস্তি কমিয়েও দেয়া হবে না, এভাবেই আমি প্রত্যেক কাফিরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (আল ফাতির: ৩৬)

জাহান্নামের অবস্থা

(٢) فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ○ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ○ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ○

অর্থ ঃ তারা (জাহান্নামের অধিবাসীরা) লু-হাওয়া, টগবগ করা ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার মাঝে থাকবে। তা না ঠাণ্ডা না শান্তিপ্রদ হবে। (আল ওয়াক্বিয়াহ: ৪২-৪৪)

বামপন্থীরা হবে জাহান্নামী

(٣) وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ○ فِىْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ○

অর্থ ঃ বামপন্থীরা সত্যিই হতভাগা। তুমি কি জানো বামপন্থী কারা? আর বামপন্থীরাই হবে জাহান্নামী। তারা থাকবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানিতে। (আল ওয়াক্বিয়াহ: ৪১-৪২)

www.amarboi.org

অত্যাচারী নেতা-কর্মী সবাই জাহান্নামে যাবে

(٤) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ٥ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ٥ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ٥ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ٥ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ٥

অর্থ ঃ একত্রিত কর জালিম ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং তাদেরকে (গাইরুল্লাহ) যাদের তারা ইবাদত (অনুসরণ) করত আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর (নিয়ে যাও) জাহান্নামের পথে। অতঃপর থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কী হল যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? আসলে সেদিন তারা আত্মসমর্পন করবে। (আস সাফ্‌ফাত: ২২-২৬)

আল্লাহ্‌র শত্রু গোমরাহকারী অভিভাবকদের পদদলিত করতে চাইবে জাহান্নামীরা

(٥) ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُالْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ٥

অর্থ ঃ এটাই আল্লাহ্‌র দুশমনদের প্রতিফল (জাহান্নাম)। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলীর অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ অবিশ্বাসীরা (কাফির) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যেসব জ্বিন ও মানব (অভিভাবক) আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব। যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হয়। (হা-মীম আস সাজদা: ২৮-২৯)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফিরিশতাগণ। তারা অমান্য করে না আল্লাহর আদেশ যা করতে বলেছেন এবং তারা তাই করেন যা আল্লাহ করতে আদেশ দিয়েছেন। (আত তাহরীমঃ ৬)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহঃ ২৪, ৫৬, হুদঃ ১১৯, তাহরীমঃ ৬, মা'য়ারিজঃ ১৭-১৮, নিসাঃ ২৬, আন'য়ামঃ ২৭-৩১, আ'রাফঃ ৩৬-৪১, ৫০-৫১, মুলকঃ ৬-১১, গাসিয়াঃ ১-৭, মুদাসসিরঃ ৪২-৪৭।)

হাদীস

জালিম বিচারক জাহান্নামে যাবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো এবং পদ লাভের পর তার ন্যায়বিচার জুলুমের উপর বিজয়ী হলো সে জান্নাতবাসী হবে, আর যদি ন্যায়বিচারের উপর জুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)

www.amarboi.org

মিথ্যাবাদী জাহান্নামী

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَ الْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَ اِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই মিথ্যা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপ ও নাফরমানীর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ ও নাফরমানী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। (তিরমিযি)

জ্বর জাহান্নামের অংশ

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নাম দেখলে মানুষ আরাম ছেড়ে জঙ্গলে যেত

(٤) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ السَّمَاءَ اَطَّتْ وَحُقَّ لَهَا وَحُقَّ لَهَا اَنْ وَحُقَّ لَهَا تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضَعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহ দেখছি যা তোমরা দেখছনা আর ঐ সমস্ত

www.amarboi.org

বিষয় শুনেছি যা তোমরা শুনছ না। নিশ্চয়ই আকাশ আবোল-তাবোল বকছে, আর তার উচিতও তা করা, কেননা তার মধ্যে কোথাও এক বিঘত পরিমাণ স্থান নেই যেখানে কোননা কোন ফিরিশতা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করেনি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রি যাপন ত্যাগ করতে, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলে যেতে। (ইবনে মাজাহ)

জাহান্নামে সবচেয়ে কম আযাব পাবে আবু তালেব

(٥)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِّل بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবু তালেবকে, সে এক জোড়া জুতা পরে থাকবে, আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকবে। (মুসলিম)

অহংকার করে টাখনুর নিচে পোশাক পরিধানকারী জাহান্নামী

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামী হবে। (বুখারী)

www.amarboi.org

দীন ও ইসলাম

সমাজতন্ত্রের পতনসহ মানব রচিত মতবাদ যখন বিশ্ব মানবতাকে দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ। যখন শান্তির শ্বেত কবুতর হাতে ধরা ছোয়ার বাইরে, তখন মানুষ আবার বলতে শুরু করেছে। No east no west islam is the best. অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মহান আল্লাহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরেছেন। শুধু একটা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রাখেননি। বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বলা হয়, Islam is the only one complete code of life পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্‌তে সে কথারই প্রতিধ্বনি।

কুরআন

আল্লাহ্‌র মনোনিত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম

(١) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللّٰهِ الْاِسْلَامُ ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য (দীন) জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম। (আলে ইমরানঃ ১৯)

সকল ক্ষেত্রে ইসলামকেই গ্রহণ করতে হবে

(٢) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (মতাদর্শ) তালাশ করে, কখনো তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ। (আলে ইমরানঃ ৩৫)

মু'মিনগণ ইসলামে প্রবেশ করবে পরিপূর্ণভাবে

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ○

অর্থ ঃ ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছ! ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ দাখিল হয়ে যাও। (আল বাক্বারাহঃ ২০৮)

পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ম মানে

(٤) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ এরা কি আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা (দীন) ছাড়া অন্য কোন পন্থা পেতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা সবই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সেই একক আল্লাহ্‌র সম্মুখে নত হয়ে আছে এবং শেষে সবাইকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আলে ইমরানঃ ৮৩)

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম

(٥) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاo

অর্থ ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই (দীন) জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। (আল মায়িদাঃ ৩)

(এছাড়াও দেখুন, সফঃ ৯, নূরঃ ২, বাইয়্যেনাহঃ ৫, নাহলঃ ৫২, যুমারঃ ২৩, বাক্বারাহঃ ২১১।

হাদীস

আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ইসলাম

(١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

অর্থ ঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাক্বফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।" তিনি বললেনঃ বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدِّثْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَسْلِمَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমাকে ইসলামের তত্ত্ব বলে দিন। নবী করীম (সা) বললেন, ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে দিবে, আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ অনুগত করে দিবে।

www.amarboi.org

শাহাদাত বা সাক্ষ্য

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সত্য। একথার চূড়ান্ত সাক্ষী দিতে গিয়ে যারা ধর্ম বিরোধীদের হাতে নিহত হয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাঁকেই শহীদ বলা হয়। এ মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনুল কারীম ও হাদীসে অনেক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে এখানে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার প্রয়াস পাব মাত্র।

কুরআন

আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রাপ্ত লোক

(١) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ○

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সালেহগণ। (আন্ নিসাঃ ৬৯)

শহীদদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে পুরস্কার

(٢) وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ○

অর্থ ঃ শহীদদের জন্য তাদের রবের (প্রভূর) নিকট রয়েছে প্রতিফল এবং তাদের নূর। (আল হাদীদঃ ১৯)

প্রিয় লোকদেরকে আল্লাহ শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন

(٣) وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ○

অর্থ ঃ তোমাদেরকে বিপদ-মুসিবত দিয়ে আল্লাহ জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা প্রকৃত ঈমানদার এবং এজন্য তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আলে ইমরানঃ ১৪০)

(এছাড়াও দেখুন, হজ্জঃ ৫৮-৫৯, আলে ইমরানঃ ১৫৭, ১৬৯, ১৯৫, বাক্বারাহঃ ১৫৪, মুহাম্মাদঃ ৪-৬, ইয়াসিনঃ ২৬, মু'মিনঃ ২৮, বুরূজঃ ৮-৯)

www.amarboi.org

হাদীস

বান্দাহ্‌র হক ছাড়া সব গুণাহ মাফ হয়ে যাবে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা (বান্দাহর) শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন, শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত। (মুসলিম)

সকলের শাহাদাতের তামান্না থাকতে হবে

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ اِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। যদি সে ঘরে তার বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)

শাহাদাতের মর্যাদা অনুধাবন যোগ্য নয়

(٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَ لَهٗ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَمَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যু বরণের আকাঙ্খা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে। (বুখারী)

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত আমল ভালো করার উপায়

সর্বকালেই সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য রয়েছে রিপোর্টিং সিস্টেম। এর মাধ্যমে নেয়া যায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা, কাজটি করা যায় পরিচ্ছন্ন ভাবে। মানব জীবনেও নিয়মতান্ত্রিকতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য রয়েছে এর অপরিসীম গুরুত্ব। তা-ই তুলে ধরা হলো নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

আমলনামা ভাল হওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি

(١) اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا٥

অর্থ ঃ আপন কর্মের রেকর্ড পড়! আজ তোমার নিজের হিসাব দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (বনী ইসরাইল: ১৪)

মানুষের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড হয়

(٢) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ٥ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ٥

অর্থ ঃ দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সব কিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের (মানুষ) মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না। যা রেকর্ড করার জন্যে একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (ক্বাফ: ১৭-১৮)

সকল কাজ লেখার জন্য রয়েছে দু'জন সম্মানিত লেখক

(٣) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ٥ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ٥ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ٥

অর্থ ঃ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, তারা হলেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানেন যা তোমরা কর। (আল ইনফিতার: ১০-১২)

হাদীস

সে প্রকৃত বুদ্ধিমান যে প্রস্তুতি নেয়

(١) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَ تَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়

মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার বা সান্নিধ্য লাভের যে ক'টি উপায় রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। তার অন্যতম হচ্ছে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়। আর সে কথাই বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকদের পরিচয়

(١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○

অর্থ ঃ যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে এসব নেক্কার লোকদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন। (আলে ইমরানঃ ১৩৪)

প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে প্রিয় বস্তু দান করতে হবে

(٢) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ○

অর্থ ঃ তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। (আলে ইমরানঃ ৯২)

আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় মূলতঃঅর্থের প্রবৃদ্ধি ঘটায়

(٣) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○

অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে (যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে) তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যাদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞাত। (আল বাক্বারাহঃ ২৬১)

অনিচ্ছাকৃত দান আল্লাহ কবুল করেন না

(٤) وَمَا مَنَعُهُمْ اَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া কোন কারণ নেই। যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরি করেছে। আর তারা সালাতে অলসতার সাথে আসে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ ব্যয় করে। (আত তাওবাহ:৫৪)

আল্লাহ প্রেমিকগণ সম্পদ দান করে

(٥) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ٥

অর্থ ঃ আল্লাহর ভালবাসার তাকিদে তারা মাল দান করে। (আল বাক্বারাহঃ ১৭৭)

(এছাড়াও দেখুন, মুনাফিকুন: ১০-১১, বাক্বারাহ: ১৯৫, ২৫৪, ২৬২, ২৭২, ইব্রাহিম: ৩১, আনফাল: ৩৬, হাদীদ: ১০-১১, আলে ইমরান: ১৩৪, তাওবাহ: ১২১, মুহাম্মাদ: ৩৮)

হাদীস

আল্লাহ্‌র পথে দান করলে নিশ্চিত বহুগুণ পাওয়া যাবে

(١) عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعَ مِائَةِ ضِعْفٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু ইয়াহইয়া খারিম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্য সাত শত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযি)

কৃপণ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلَّا مَكَانَ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ يَقُوْلُ الْاٰخِرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই আল্লাহ্‌র বান্দাহরা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! তুমি দানকারীকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। যার অর্থ সন্তান জন্মগ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। অথচ মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং আল্লাহ-ই একমাত্র স্রষ্টা। এজন্য বলা হয় জীবন মৃত্যুর বাগডোর আল্লাহ্‌র হাতে। অতএব জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানুষের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। নিশ্চয়ই মানব ক্লোনিংও কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। মূলত এটা অবৈধ যৌনাচারের লাইসেন্স এবং আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের সামিল। নিম্নে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা খতিয়ে দেখব।

কুরআন

জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানব হত্যার শামিল

(١) وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ٥

অর্থ ঃ তোমরা অভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করো না। আমরা তাদের এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (বনী ইসরাইল: ৩১)

সন্তান হত্যার পরিকল্পনা ক্ষমতার অপব্যবহার

(٢) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ٥

অর্থ ঃ আর যখন তারা ক্ষমতা হাতে পায়, তখন খোদার দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ফল-শস্য ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের ভালবাসেন না। (আল বাক্বারাহ: ২০৫)

পৃথিবীর সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র

(٣) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ٥

অর্থঃ পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ বিদায়ের স্থান অবগত আছেন। এসব কিছুই একটি গ্রন্থে লেখা আছে। (হুদ: ৬)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা ও শক্তিশালী

(٤) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ٥

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা এবং তিনি মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (আয যারিয়াত: ৫৮)

(এছাড়াও দেখুন, বাক্বারাহ: ১৬৮-১৬৯, নিসা: ১১৯, 'আনকাবুত: ১৭, ৬০, শূরা: ১২, মারয়াম: ৫৮, হিজর: ২০-২১, হুদ: ৬)

হাদীস

জন্ম ও মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَىْءٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে আযল সম্পর্ক জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই উহা রোধ করতে পারে না। (অর্থাৎ সামান্য বীর্য পতিত হলেও সন্তান হবে, তাহলে কেন অনর্থক আযল করতে চাও?) (মুসলিম)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا هُوَ كَائِنَةٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আযল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর? অথচ কিয়ামত পর্যন্ত যে সব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই। (মুসলিম)

www.amarboi.org

সুদ ও ঘুষ

সুদ শব্দের আরবী হচ্ছে 'রিবা' যার অর্থ অতিরিক্ত বা বেশী। কোন সম্পদ বা টাকা কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে প্রদত্ত জিনিসের চেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী সম্পদ গ্রহণ করার নামই হচ্ছে সুদ বা রিবা। যার ফলে উন্নয়ন হয় বাধাগ্রস্থ এবং মানুষ হয়ে পড়ে কর্মবিমুখ। সমাজে ধনীদের দ্বারা গরীবেরা শোষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশৃংখল পরিবেশ দেখা দেয় সমাজ ও রাষ্ট্রে। আর ঘুষও সম অর্থবোধক প্রায় অর্থাৎ এমন বিনিময় গ্রহণ যার মধ্যে থাকে গ্রহণকারীর পক্ষাবলম্বন করার হীনমানসিকতা আর বিপক্ষকে হারানোর প্রবণতা। যা খুবই নিন্দনীয় এবং দৃষ্টিকটু। সে কারণে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

কুরআন

সুদ না ছাড়া আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের নামান্তর

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٥ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٥

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড় তবে জেনে রেখ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল। আর যদি তোমরা তাওবাহ্ কর তবে মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিত হবে না[(আল বাক্বারাহ: ২৭৮-২৭৯)

সুদ সম্পদ ধ্বংস এবং যাকাত সম্পদ বৃদ্ধি করে

(٢) وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী। (আর রূমঃ ৩৯)

ঘুষ দেয়া ও নেয়া উভয়ই নাজায়েয

(٣) وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ٥

অর্থ ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিবে না। (আল বাক্বারাহঃ ১৮৮)

সুদ গ্রহণকারী জাহান্নামী

(٤) اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ٥

অর্থ ঃ যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। এ জন্য যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদের মতই। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, অতঃপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। যারা পুনরায় গ্রহণ করবে তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (আল বাক্বারাহ্‌ঃ ২৭৫-২৭৬)

(এছাড়াও দেখুন, আলে ইমরানঃ ১৩০)

www.amarboi.org

হাদীস

সুদের সাথে সংশ্লিষ্টরা অভিশপ্ত

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَهٗ وَ كَاتِبَهٗ وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক, স্বাক্ষী সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, এরা সবাই সমান। (মুসলিম)

ঘুষ সুদের মতই অপরাধ

(٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاُهْدِىَ لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোন সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

ঘুষ গ্রহণ এবং প্রদানকারী উভয়ই অভিশপ্ত

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَ الْمُرْتَشِىْ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ দানকারী উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী ও মুসলিম)

ঘুষ সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

(٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسُّنَّةِ وَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, যে সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমাদ)

বিনিময় গ্রহণ সুদের নামান্তর

(٥) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَ لَا يُقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذٰلِكَ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয়, আর গ্রহীতা যদি তাকে কোন তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহন করায়, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার যানবাহনে আরোহন না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে এসে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

সামান্য সুদ গ্রহণ যিনার চেয়েও মারাত্মক

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبًا يَاْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি দিরহাম (সামান্য টাকা) খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশবার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (মুসনাদে আহমদ)

সর্বনাশা ৭টি গুনাহ্‌র একটি হলো সুদ খাওয়া

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ

www.amarboi.org

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ. وَ السِّحْرُ. وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সর্বনাশা সাতটি (কবিরা) গুনাহ থেকে দূরে থাক। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ গুনাহগুলো কি কি? রাসূল (সা) বললেন- (১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের সময় রনাঙ্গন থেকে পালানো (৭) সরলমনা সতী মু'মিন রমনীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নামে সুদখোরের পেট হবে সাপে ভর্তি ঘরের মতো

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اٰكِلَةُ الرِّبَا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইসরার রাতে (শবে মিরাজে) আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, যাদের পেট ছিল সাপে ভর্তি ঘরের মত; পেটের বাইরে থেকে সাপগুলো দেখা যাচ্ছিল। তখন আমি বললাম, "হে জিবরাঈল! এরা কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "এরা হলো সুদখোর।" (ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

মদ-জুয়া ও লটারী

মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিকতা করার জন্য যে সমস্ত জিনিস উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে, সমাজকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুব সমাজ হয় বিপথগামী, তারই অপর নাম-মদ-জুয়া ও লটারী। এ কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সমস্ত ক্ষতি হয় তার বর্ণনা করে মহান আল্লাহ এবং তার প্রেরিত রাসূল (সা) যা বলেছেন তা নিম্নরূপ।

কুরআন

মদ মহাপাপের উৎস

(١) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ○

অর্থ ঃ (হে রাসূল!) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে পাপের মাত্রাই বেশি। (আল বাক্বারাহ: ২১৯)

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও লটারী শয়তানের কাজ

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও লটারী এ সবই ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে

www.amarboi.org

তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর যিকর ও নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে কি বিরত থাকবে না? (আল্ মায়িদা: ৯০-৯১)

হাদীস

মদ পানকারীরা আখিরাতের সুপেয় মদ থেকে বঞ্চিত হবে

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ার মদপান করল, অতঃপর তা থেকে তওবা করল না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

আল্লাহ্‌র অভিশাপ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার উপর

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন মদকে, উহার পানকারীকে, উহা যে পান করায় তাকে। উহা যে ক্রয় করে তাকে, উহার প্রস্তুতকারী, অর্ডার প্রদানকারী, বহনকারী এবং যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও। (আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

পোশাক-পরিচ্ছদ

ইসলাম সার্বজনীন ও সুন্দর একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। যার মাধ্যমে মানুষের আভিজাত্য ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৌন্দর্য প্রকাশের রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। আর কি পোশাক পরলে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, ইজ্জত ও আবরুর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ হবে তার নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। যা উল্লেখ করা হলো নিম্নরূপভাবে ঃ

কুরআন

সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক

(١) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

অর্থ ঃ হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পোশাক পাঠিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহ আবৃত ও সৌন্দর্য বিকাশের জন্য। সর্বোত্তম পোশাক হলো (তাকওয়ার) আল্লাহ ভীতির পোশাক।

হে আদম সন্তানেরা! শয়তান তোমাদের প্রথম পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে বিবস্ত্র করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে প্রদর্শনের জন্য। তোমাদেরকে শয়তান যেন সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। শয়তান ও তার দল তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা দেখো না। যারা ঈমান আনে না শয়তান তাদের বন্ধু বানিয়েছে। (আল্ আ'রাফ: ২৬-২৭)

যে পোশাক নিরাপত্তার গ্যারান্টি

(٢) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার লোকদের মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। ইহা অধিক উত্তম নিয়ম ও রীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা না যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল্ আহযাব: ৫৯)

হাদীস

মহিলারা পুরুষের এবং পুরুষেরা মহিলার পোশাক পরবে না

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النَّاسِ وَ فِىْ رِوَايَةٍ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) নারীদের বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা) নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের অভিশাপ করেছেন। (বুখারী)

অহংকারী পোশাক আল্লাহ পছন্দ করেন না

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অহংকার বশে তার তহবন্দ বা পাজামা (দু'পায়ের টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম

(٣) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَ الذَّهَبَ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَ اُحِلَّ لِاَنَاثِهِمْ.

অর্থ ঃ হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

ইসলামে রাজনীতি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। তাই সকল দিক ও বিভাগের মত এখানে রাজনীতিও সমুপস্থিত। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কুরআন- হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হলো নিম্নরূপভাবে।

কুরআন

সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র

(١) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ○

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মানুষের ওপর হুকুমাত কায়েম কর, তাদের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করো না। (আল্ মায়েদাঃ ৪৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন-

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. تَبٰرَكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ○

অর্থ ঃ সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং এর ওপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের মালিক। (আল আ'রাফ: ৫৪)

চূড়ান্ত ফায়সালার মালিক আল্লাহ

(٢) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗ اِلَى اللّٰهِ○

অর্থ ঃ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন তার চূড়ান্ত মিমাংসা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিতে হবে। (আশ্ শুরা: ১০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ○

অর্থ ঃ তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? (আল মায়েদাঃ ৫০)

www.amarboi.org

সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ

(٣) يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ○

অর্থ ঃ তারা বলে (শাসনতন্ত্রে) আমাদের কোন ইখতিয়ার আছে কি? বল, ইখতিয়ার সবটুকু-ই আল্লাহ্‌র। (আলে ইমরানঃ ১৫৪)

একক আধিপত্য আল্লাহর

(٤) اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ○ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

অর্থ ঃ তিনিই সূচনা করেন, তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন, তিনি ক্ষমাশীল, তিনি প্রেমময়, তিনি মহান, তিনি রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। (আল্ বুরূজঃ ১৩-১৬)

আল্লাহ্‌র খলিফাগণই সুবিচার করে

(٥) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ○

অর্থ ঃ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর। (ছোয়াদঃ ২৬)

কুরআনুল কারীম ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

(٦) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ○

অর্থ ঃ হে নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন পরম সততার সাথে এ জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর দেখানো পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ইনসাফ কায়েম করবে। (কুরআনকে যারা রাজনীতিতে ব্যবহার করে না) তুমি এসব খিয়ানতকারীদের সাহায্যকারী এবং পক্ষাবলম্বনকারী হয়ে যেও না। (আন্ নিসাঃ ১০৫)

www.amarboi.org

হাদীস

দীন হচ্ছে সবার জন্য উপদেশ

(١) عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهٖ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ.

অর্থ ঃ হযরত তামীমুদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপদেশ দান ও কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দীন। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, আমরা জজ্ঞেস করলাম, তা কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য। মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং মুসলিম সর্ব-সাধারণের জন্য। (মুসলিম শরীফ)

মহান আল্লাহ রাজাধিরাজ ও সকল শক্তির উৎস

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِى.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর আকাশকে তার ডান হাতে ভাজ করে রাখবেন। অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, এখন কোথায় পৃথিবীর রাজারা? (মুসলিম)

www.amarboi.org

ইসলামে নির্বাচন বা ভোট

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হওয়ার কারণেই নির্বাচনও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। জাতির নেতাই সাধারণ মানুষের কাণ্ডারী, কাণ্ডারী যদি দুঃশ্চরিত্র, মাদক সেবী, ইসলাম বিরোধী হয় তাহলে সাধারণভাবেই জনগণ অনুরূপ খারাপ হতে বাধ্য। যেমন আমরা দেখি কোন গাড়ীর ড্রাইভার যদি মাতাল হয় তাহলে যেমন গাড়ী লক্ষ্যপানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, অনুরূপ জাতির প্রতিনিধি যদি খারাপ হয় তাহলে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাও হবে ব্যর্থ। দেখা দেবে সমাজে বিপর্যয়, মানুষ এগুতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তাই নিম্নোক্তভাবে আমরা তুলে ধরবো আলোচনার মাধ্যমে ভোট কেন ও কাকে দেব?

কুরআন

আমানত রাখতে হবে যথোপযুক্ত পাত্রে

(١) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۝

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল প্রকার আমানত (ভোটসহ) তার উপযোগী লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। (আন্ নিসা:৫৮)

সুপারিশ অনুযায়ী পাপ-পুণ্য হয়

(٢) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ۝

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ভাল (সৎ) কাজের সুপারিশ বা সমর্থন করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ বা সমর্থন করবে, সেও তা হতে অংশ পাবে। মূলত আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন। (আন্ নিসা:৮৫)

www.amarboi.org

সকল ভাল ও খারাপ কাজ আমলনামায় যুক্ত হবে

(٣) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ٥

অর্থ ঃ আসলে যে লোক বিন্দু পরিমাণও ভাল কাজ করবে সে তা পরকালে দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দখতে পাবে। (সে অনুযায়ী ফল ভোগ করবে)। (আয যিলযাল: ৭-৮)

ভাল মানুষকে নির্বাচিত করলে জাতির ভাগ্য বদলায় ঃ

(٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ٥

অর্থ ঃ আসল কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। যতক্ষণ সেই জাতির লোকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন না করে। (আর রা'দ: ১১)

মু'মিনরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের কখনো বন্ধু হবে না

(٥) لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ٥

অর্থ ঃ মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। (আলে ইমরান: ২৮)

(এছাড়াও দেখুন, আনফাল: ২৯, নিসা: ১৩৫, বাক্বারাহ: ১৪০, ২৮৩, মায়িদাহ: ২, ক্বাছাছ: ৮৩, আলে ইমরান: ১৫৯, ইউসুফ: ৫৫)

হাদীস

ক্ষমতালিপসুদের ভোট দেয়া যাবে না

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে তারা তাতে সংশ্লিষ্ট হলে, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

বিশ্বাসঘাতক নেতা জাহান্নামে যাবে

(٢) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে দোযখে যাবে। (মু'জামুস সাগীর)

সৎ লোক বাদ দিয়ে অসৎ লোক নির্বাচিত করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عَصَابَةٍ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَرْضٰى اللّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও অসৎ আত্মীয়কে কর্মচারী নিযুক্ত অথবা নির্বাচিত করে, সে আল্লাহ, রাসূল (সা) ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (হাকেম)

www.amarboi.org

মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম করা

হাদীসে এরশাদ করা হয়েছে 'মিথ্যা সকল পাপের মূল'। যা ঘটেনি তা ঘটেছে বলে চালানোকেই বলা হয় মিথ্যা। এই মিথ্যাচারের ফলে হতে পারে যে নির্দোষ সে হয়ে যায় দোষী আর যে দোষী সে হয়ে যায় নির্দোষ। এতে করে সমাজে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয় মারাত্মক ভাবে নির্দোষ ব্যক্তি। আর মিথ্যা কসম সে তো এক চরম অপরাধ। তাই এ সামাজিক ব্যাধি থেকে আমাদেরকে এবং আমাদের সমাজকে মুক্ত থাকতে হবে। আর তাহলেই আমাদের সমাজ হয়ে ওঠবে শান্তির নীড় আর বইবে সু-বাতাস। পৃথিবীটাই হয়ে ওঠবে জান্নাতের অংশ। যা প্রকাশ পাবে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসে।

কুরআন

একজনের পাপ অন্যের ওপর চাপানো জঘন্য অপরাধ

(١) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি একটি অন্যায় কিংবা পাপ কাজ করলো, কিন্তু সে দোষ চাঁপিয়ে দিলো একজন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর, এই কাজের ফলে সে (আসলে) সাংঘাতিক একটি অপবাদ ও জঘন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে ওঠিয়ে নিলো। (আন্ নিসাঃ ১১২)

কাউকে ঠকানোর জন্য শপথ করলে বিপথগামী হয়ে যাবে

(٢) وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

অর্থ ঃ তোমরা শপথকে পরস্পরকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না। (এমন করলে মানুষের) পা একবার স্থির হওয়ার পর পুনরায় পিছলে পড়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষের বাধা দেয়ার কারণে (এ দুনিয়াতেও) তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং (আখিরাতেও) তোমাদের জন্যে থাকবে কঠোর আযাব। (আন্ নাহলঃ ৯৪)

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত লোকদের পরিচয় তারা মিথ্যা কসম করে

(٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ ঃ (হে নবী!) তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনো লক্ষ্য করোনি, যারা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব পাতায়। যাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। এই (সুবিধাভোগী) লোকেরা যেমন তোমাদের আপন নয়। (তেমনি) তারা ওদেরও আপন নয়। এরা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে বেড়ায়। (আল্ মুজাদালাহ: ১৪)

মিথ্যা কসমকারীরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী ও শয়তানের দলের লোক

(٤) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَاللّٰهِ اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

অর্থ ঃ যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আশ্চর্য সেদিনও তারা তার সামনে (এই মিথ্যা) শপথ (করে দায়িত্ব মুক্তির চেষ্টা) করবে, যেমনি করে তারা (আজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য) তোমাদের সাথে মিথ্যা শপথ করছে, তারা ভাববে (দুনিয়ার মতো সেখানেও বুঝি এর মাধ্যমে) কিছু উপকার পাওয়া যাবে, (হে রাসূল!) তুমি সাবধান থেকো, এরা প্রথম শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।

শয়তান এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছে, শয়তান এদের আল্লাহ্‌র স্মরণকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়ে দিয়েছে, এরা হচ্ছে শয়তানের দল। হে রাসূল! আপনি জেনে রাখুন যে শয়তানের দলের ধ্বংস অনিবার্য। (আল্ মুজাদালাহ: ১৮, ১৯)

অন্যায়ভাবে মু'মিনদের কষ্ট দেয়া আর পাপের বোঝা মাথায় নেয়া সমান

(٥) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ যেসব লোক মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা বড় একটা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। (আল্ আহযাবঃ ৫৮)

মিথ্যাবাদীরা আল্লাহ্‌র আয়াতে বিশ্বাস রাখে না

(٦) اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكِذْبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ٥

অর্থ ঃ মিথ্যা তারাই বলে, যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না। (আন্ নাহলঃ ১০৫)

মিথ্যাচার আর মুনাফেকী একই সূত্রে গাথা

(٧) اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ٥

অর্থ ঃ অবশ্যই মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী। (আল্ মুনাফিকুনঃ ০১)

হাদীস

মিথ্যা শপথ জাহান্নাম ওয়াজিব করে

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ اِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ قَضِيْبًا مَنْ اَرَاكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে সালাবা আল হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন মুসলমানের অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাৎ করল, আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা যদি সামান্য জিনিস হয়? তিনি বলেন, সেটা পিলু গাছের ছোট একটি ডাল হলেও। (মুসলিম)

বিক্রয়ে অতিরিক্ত শপথ বরকত ধ্বংস হয়

(٢) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهٗ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শপথ থেকে বিরত থাকো। কেননা এতে যদিও বিক্রয় বেশী হয় কিন্তু বরকত ধ্বংস হয়ে যায়। (মুসলিম)

স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির নামে শপথ শিরক ও কুফরী তুল্য

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَا وَ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, না! কাবার শপথ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে কুফরী অথবা শিরক করে। (তিরমিযি)

মিথ্যাবাদিতা জাহান্নামে নিয়ে যায়

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَ اِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَ اِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পথ দেখায় এবং কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেন। মিথ্যাচার পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার মানুষকে দোযখে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

শিরক বা অংশীদার

শিরক কুরআন-সুন্নাহ্‌র অন্যতম একটি মৌলিক পরিভাষা। এর অর্থ হলো- অংশীদার। যা তাওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত।

পরিভাষায়, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতার তথা জাত ও সিফাতের সাথে অন্য কোন শক্তির অংশিদারিত্ব স্থাপনকে বলে শিরক। অমার্জনীয় অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিরক। যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলেও ঘোষণা করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শিরক মিশ্রিত ঈমান বা মুশরিক না হয়ে নির্ভেজাল ও শিরক মুক্ত মজবুত ঈমান গ্রহণ, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা। আর সে কথাই এখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করলেও শিরক মাফ করবেন না

(١) اِنَّ اللّٰـهَ لَا يَـغْـفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَ يُغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًاo

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না এবং শিরক ব্যতীত অন্য যেকোন গুনাহ তিনি মাফ করেন। বস্তুত যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। (আন নিসাঃ ৪৮)

মুশরিকদের জান্নাত হারাম আর জাহান্নাম ওয়াজিব

(٢) اِنَّـهٗ مَـنْ يُّشْـرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍo

অর্থঃ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই জালিমদের (সেদিন) কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (আল মায়িদাঃ ৭২)

আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত প্রার্থী সৎকাজ করে ও শিরক মুক্ত থাকে

(٣) فَـمَـنْ كَـانَ يَـرْجُـوْا لِـقَـآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًاo

www.amarboi.org

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত কামনা করে, তার নেক আমল করা উচিত এবং আল্লাহর কোন ইবাদতে তার শরীক করা উচিত নয়। (আল কাহ্‌ফ:১১০)

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম

(٤) وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنَ لِابْنِه وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ٥

অর্থঃ স্মরণ করুন, লোকমান যখন নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, তখন সে বলল: হে আমার ছেলে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি অতি বড় জুলুম। (লোক্বমান: ১৩)

ইবাদতকারীকে আল্লাহ শরীক করতে নিষেধ করেছেন

(٥) وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِه شَيْئًا٥

অর্থঃ তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব তথা ইবাদত করো। আর অন্য কোন কিছুকেই তার সঙ্গে শরীক করো না। (আন নিসা: ৩৬)

যারা যাকাত দেয় না তারা মূলত মুশরিক

(٦) وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ٥ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ٥

অর্থঃ সেসব মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (হা-মীম আস সাজদাহ: ৬-৭)

হাদীস

শিরককারী যাবে জাহান্নামে আর যিনি শিরক মুক্ত তিনি যাবে জান্নাতে

(١) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانَ مُوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْمُوْجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

www.amarboi.org

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে দু'টি বিষয় কী? নবী করীম (সা) বললেন, যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকেও শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

মহান আল্লাহ মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ! قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ـ فَمَنْ عَمِلَ اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِئٌ وَ هُوَ الَّذِىْ اَشْرَكَ

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেন- আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন, তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ ও মুসলিম)

লোক দেখানো ইবাদত তথা কাজও শিরক

(٣) عَنْ سَدَّادِ بْنِ اَوْس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى يُرَائِ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ مَنْ صَامَ يُرَائِ فَقَدْ اَشْرَكَ.

অর্থঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে নামায পড়লো সে শিরক করলো। আর যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে রোযা রাখলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমাদ)

সামান্যতম অহংকার বা রিয়া হলো শিরক

(٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ

www.amarboi.org

الـنَّبِـيِّ ﷺ يَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِىْ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرًا الرِّيَاءِ شِرْكٌ.

অর্থঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম (সা)-এর মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন, যে মুয়াজ বিন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন কেন কাঁদছো? মুয়াজ বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম। একথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়া ও (অহংকার) শিরক। অর্থাৎ মূর্তির সিজদাই শুধু শিরক নয় অপরকে সন্তুষ্ট ও লোক দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত)

আল্লাহ্‌র সাথে শিরককারী জান্নাতে যাবে না

(٥) عَـنْ اَبِـىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّـهُ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ قَالَ وَ اِنْ زَنٰى سَرَقَ.

অর্থঃ হযরত আবু জর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম যদি সে ব্যক্তি ব্যভিচার ও চুরি করে। তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (মুসলিম)

আল্লাহ্‌র হকের অন্যতম তাঁর সাথে শরীক না করা

(٦) عَـنْ مُـعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَـا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَـالَ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَ لَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا قَالَ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَلَّا يُعَذِّبَهُمْ.

www.amarboi.org

অর্থঃ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মুআয! তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করা। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক কি জান? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন। রাসূল (সা) বললেন, বান্দাকে শাস্তি না দেওয়া। (বুখারী)

শিরক একটি কবীরা গুনাহ

(٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ الْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

শিরক আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না।

www.amarboi.org

আটটি জান্নাত

কুরআন

জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে

(١) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ٥ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ٥ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ٥ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ٥

অর্থঃ সেদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্যে চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (ইয়াসিনঃ ৫৫-৫৮)

জান্নাতের খাবার বা নিয়ামতের বর্ণনা

(٢) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَ هُمْ٥

অর্থঃ পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থান নিম্নরূপ, তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারী ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগারেরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুড়ি বিচ্ছিন্ন করে দিবে? (মুহাম্মাদঃ ১৫)

www.amarboi.org

জান্নাতীদের জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ

(٣) وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ○ حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

অর্থঃ যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। (আয যুমারঃ ৭৩-৭৪)

জান্নাতীরা থাকবে খোশ মেজাজে

(٤) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ○ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ○ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ○ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ○ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ○ وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ○

অর্থঃ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে সজিব। তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোনো অসার কথাবার্তা। তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। আর সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (আল গাশিয়াঃ ৮-১৬)

সত্যবাদিতার পুরস্কার হলো জান্নাত

(٥) هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ ○

অর্থঃ এই তো সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যবাদিতা বিশেষ উপকার দিবে। তাদের জন্য রয়েছে পরম পুরস্কার জান্নাত। (আল মায়িদাঃ ১১৯)

www.amarboi.org

হাদীস

জান্নাত হবে অকল্পনীয়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَ لَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرٌ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَ اَقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাহদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তরও তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। আর এর সত্যতার জন্য তোমরা এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো "ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'ইউনিন"। অর্থাৎ আল্লাহ চোখ জুড়ানো সেসব নিয়ামত নেক বান্দাদের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, তা সম্পর্কে কেউ কোন জ্ঞান রাখে না। (মুসলিম)

জান্নাত দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا.

অর্থঃ রাসূল (সা) বলেছেন, জান্নাতের একটা কোড়া (বেত্রদণ্ড) রাখার মতো স্থান, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাতে সবচেয়ে বড় পাওয়া আল্লাহ্‌র দীদার

(٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرَ فِىْ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَ مَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَ قَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ

www.amarboi.org

تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَ اَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ اَحُلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا.

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরা কি আমার পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দিবেঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন সব নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন? তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করবো না? তারা বলবেঃ এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেনঃ আমি চিরকাল তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না। (মুসলিম ও বুখারী)

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহদের জন্য প্রিয় উপহার ৮টি জান্নাত। ক্রমানুসারে নিম্নরূপঃ

১। জান্নাতুল ফিরদাউস

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (আল কাহ্‌ফঃ ১০৭)

২। দারুল মাক্বাম

(٢) اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

অর্থঃ যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (আল ফাতিরঃ ৩৫)

www.amarboi.org

৩। জান্নাতুল মাওয়া

(٣) اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অর্থঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (আস সাজদাহঃ ১৯)

৪। দারুল ক্বারার

(٤) يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ○

অর্থঃ হে কওম! দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য মাত্র। আর একমাত্র আখিরাতই চিরদিনের আবাস স্থল। (আল মু'মিনঃ ৩৯)

৫। দারুস সালাম

(٥) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

অর্থঃ তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের বন্ধু তাদের কৃতকর্মের কারণে। (আল আন'য়ামঃ ১২৭)

৬। জান্নাতুল আদন

(٦) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

অর্থঃ আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণা। তারা সেগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জনে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর এটিই হলো মহাসাফল্য। (আত তাওবাঃ ৭২)

www.amarboi.org

৭। জান্নাতুন নাঈম

(٧) وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنّٰتِ نَّعِيْمِ٥

অর্থঃ যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতি অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম। (আল মায়িদাঃ ৬৫)

৮। জান্নাতুল খুলদ

(٨) قُلْ اَ ذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّ مَصِيْرًا٥

অর্থঃ বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (আল ফুরক্বানঃ ১৫)

দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট
বেষ্টন করে আছে জান্নাত।

www.amarboi.org

সাতটি জাহান্নাম

কুরআন

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ্‌র নির্দেশের অবমাননা করে) কুফুরী করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যাকিছু আছে (এ সবকিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয়, তবুও তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে না বরং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না, তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল স্থায়ী আযাব। (আল মায়িদাঃ ৩৬-৩৭)

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী তারা মৃত্যুবরণ করবে না

(٢) وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

অর্থঃ আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (আল ফাতিরঃ ৩৬)

www.amarboi.org

জাহান্নামীরা মরবেও না বাঁচবেও না

(٣) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ○

অর্থঃ সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে না এবং জীবিতও হবে না। (আল আ'লা: ১)

জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে চরম তিরস্কার

(٤) وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِيَ تَفُوْرُ ○ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ○ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ○ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

অর্থঃ যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা বিকট গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুই নাযিল করেনি। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য। (আল মুলক: ৬-১১)

অবিশ্বাসীদের হাকিয়ে নেয়া হবে জাহান্নামে

(٥) وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ○

www.amarboi.org

অর্থঃ আর কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের প্রহরী তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি কোন আহবানকারী আসেনি? (আয যুমারঃ ৭১)

জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে মুনাফিকরা

(٦) اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا۝

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের শাস্তি (অবস্থান) ভোগ করবে। আর তার জন্য কখনো সাহায্যকারী পাবে না। (আন নিসাঃ ১৪৫)

জাহান্নাম থেকে সার্বক্ষণিক পানাহ চাইতে হবে

(٧) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۝

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি তো নিশ্চিত ধ্বংস বা বিনাশ। (আল ফুরক্বানঃ ৬৫)

হাদীস

জাহান্নামের শাস্তি শুধুই আগুন

(١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

অর্থঃ হযরত নুমান ইবনে বশির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামে যাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তা হলো দু' পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোন উঁচু চুলার উপর যেমনভাবে ফুটতে থাকে, তেমনিভাবে তার মগজ ফুটতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কম ঘুমানো

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

www.amarboi.org

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামের মত ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে (অলস সময় কাটাচ্ছে) এবং জান্নাতের মতো আরামদায়ক আর কিছুই দেখিনি অথচ উহা যারা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে (অলস সময় কাটাচ্ছে)। (তিরমিযি)

দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে

(٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنُّ بِالْمَكَارِهِ.

অর্থঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (দুনিয়ার) ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে। (মুসলিম)

আল্লাহর নাফরমান বান্দাহদের জন্য চির অপমাণের জায়গা সাতটি জাহান্নাম। স্তর অনুযায়ী সাজানো হলো নিম্নরূপভাবে :

১। জাহান্নাম

(١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

অর্থঃ আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (আল বাক্বারাহঃ ২০৬)

২। হাবিয়াহ

(٢) وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ ○

অর্থ ঃ আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (আল ক্বারিয়াহঃ ৮)

৩। জাহীম

(٣) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আর আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (আল বাক্বারাহঃ ১১৯)

www.amarboi.org

৪। সাক্বার

(٤) سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ٥ وَ مَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ٥ لَا تُبْقِىْ وَ لَا تَذَرُ ٥

অর্থঃ আমি তাকে দাখিল (প্রবেশ) করাব অগ্নিতে। আর আপনি অগ্নি সম্পর্কে কি জানেন? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (আল মুদ্দাস্‌সির: ২৬-২৮)

৫। সায়ীর

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ٥

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেট আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (আন নিসা: ১০)

৬। হুতামাহ

(٦) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ٥ وَ مَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ٥

অর্থঃ কখনই না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি পিষ্টকারী সম্পর্কে কি জানেন? এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (আল হুমাযাহ: ৪-৬)

৭। লাযা

(٧) كَلَّآ اِنَّهَا لَظٰى ٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ٥

অর্থঃ কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে নিবে। (আল মা'য়ারিজ: ১৫-১৬)

দুনিয়ার আরাম-আয়েশ
বেষ্টন করে আছে জাহান্নাম।

www.amarboi.org

পবিত্র ও পবিত্রতা অর্জনের উপায়

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। পাক-সাফ বা পবিত্র থাকলে দেহ-মন দু'টিই ভাল থাকে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে পাক-পবিত্র থাকলে বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত থাকা যায়। সুতরাং সর্বদিক হতেই ইসলামের এই বিধান সার্বজনীন। নিম্নোক্ত কুরআন-সুন্নাহ সেকথারই প্রতিধ্বনি।

কুরআন

আল্লাহ্ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালবাসেন

(١) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বন কারীকেও ভালোবাসেন। (আল বাক্বারাহঃ ২২২)

কুরআন স্পর্শের পূর্বশর্ত পবিত্র হওয়া

(٢) اِنَّـهٗ لَـقُـرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○ فِـىْ كِتٰبٍ مَّـكْنُوْنٍ ○ لَّا يَـمَسُّـهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই ইহা এক অতীব মর্যাদার কুরআন। ইহা এক সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (আল ওয়াক্বিয়াহঃ ৭৭-৭৯)

পবিত্রতা অর্জন ফরয

(٣) يٰٓـاَيُّهَـا الْمُدَّثِّرُ ○ قُـمْ فَـاَنْذِرْ ○ وَ رَبَّكَ فَـكَبِّرْ ○ وَ ثِيَـابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○

অর্থঃ হে চাদরাবৃত! উঠুন ও সতর্ক করুন। আপনার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (আল মুদ্দাসসিরঃ ১-৫)

পবিত্রতা অর্জন আল্লাহ্র নির্দেশ

(٤) وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ○

অর্থঃ যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহলে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। (আল মায়িদাঃ ০৬)

www.amarboi.org

আসমান থেকে আসা বৃষ্টির পানি পবিত্র

(٥) وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

অর্থঃ আমরা আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করে থাকি। (আল ফুরক্বান: ৩৮)

হাদীস

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

(١) عَنْ اَبِىْ مَالِكِ اَلْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانِ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَئَانِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الصَّلٰوةِ نُوْرٌ وَ الصَّدَقَةُ بُرهَانٌ وَ الصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَ الْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

অর্থঃ হযরত আবু মালিক আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ এ দু'টি ভরে দেয় অথবা (এর সাওয়াব) আসমান ও জমিনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামায আলোকস্বরূপ, দান (দাতার) দলিল, ধৈর্য হলো জ্যোতি, কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে ওঠে আত্মাকে-ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে (এভাবে) মুক্তি করে না হয় ধ্বংস করে। (মুসলিম)

ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّ لَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোন নামাযই কবুল হয় না। আর হারাম মালের সদকাও গৃহীত হয় না। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

অপবিত্রতা ও চোগলখুরীর জন্য শাস্তি

(٣) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ (ﷺ) عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট গুনাহের দরুণ আযাব হচ্ছে, অথচ উহা হতে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না)। এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের স্খলনতা ও অপবিত্রতা হতে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করতো না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করতো। (মুসলিম)

প্রস্রাবই বেশীরভাগ কবর আযাবের কারণ

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِىْ الْبَوْلِ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেনঃ প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ)

ক। অযু

অযু ব্যতীত নামায হয় না। নামায আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। আর যদি তার উপর গোসল ফরয হয় তবে অযু গোসল দু'টিই করতে হবে। কেউ যদি গোসলের পূর্বে অযু করে তবে গোসলের অযু না করলেও চলবে। নামাযী লোকের মুখমণ্ডলসহ হাত, পা অযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচক করবে যা হাদীসে উল্লেখ আছে। আর এই চিহ্ন দেখে হুজুর (সা) কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তার উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন।

www.amarboi.org

কুরআনুল কারীমে ওযুর চার ফরয

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ○

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে (তার পূর্বে) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করো। (আল মায়িদাঃ ৬)

হাদীস

অযুর কারণে কিয়ামতে অঙ্গ-প্রতঙ্গ উজ্জ্বল হবে

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওযুর প্রভাবে তাদের হাত পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী)

নামায কবুলের পূর্বশর্ত অযু

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তির ওযু ভঙ্গ হয়েছে, ওযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

www.amarboi.org

অযু না করার কারণেই গুনাহ বাড়তে পারে

(٣) عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ.

অর্থঃ হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

খ। গোসল

নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলে। ফরয গোসলে নিয়ত অত্যাবশ্যক। তিন অবস্থায় গোসল ফরয হয়- স্বপ্নদোষ, সহবাস, মহিলাদের হায়েয-নেফাস। জমহুরের মতে, দু' লজ্জাস্থান একত্র হলে গোসল ফরয। এছাড়া দৈনন্দিন গোসল মুস্তাহাব। দুই ঈদের নামাযে ও জুমআর গোসল করা সুন্নাত। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। নিম্নে গোসলের বিধান উল্লেখ করা হলোঃ

কুরআন

আল কুরআনে গোসলের বিধান

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْاؕ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখনই পড়বে যখন তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। (আন নিসাঃ ৪৩)

পবিত্রতা অর্জন আল্লাহর নির্দেশ

(٢) وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاؕ

অর্থঃ আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নাও। (আল মায়িদাঃ ৬)

www.amarboi.org

হাদীস

রাসূল (সা)-এর গোসল পদ্ধতি

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اِغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اِغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দু'হাত ধুতেন এবং নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দু'হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল (সা) একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী)

গোসল ফরয হয় যখন

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِىْ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ اِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (অর্থাৎ মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোসল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষেও গোসল ফরয

(٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى

www.amarboi.org

الْمِرْاَةِ مِنْ غُسْلِ اِذَا اِحْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمِرْاَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكَ فَبِمَ يَشْبَهُهَا وَلَدَهَا.

অর্থঃ হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মেয়েলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার ওপর গোসল ফরয? রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। একথা (শুনে) উম্মে সালামা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েলোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক, তাহলে সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়। (মুসলিম)

বেনী বাঁধা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উপায়

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اِمْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِيْنَ.

অর্থঃ হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্যে আমি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন না, তুমি মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ كِلَانَا جُنُبٌ وَ كَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُوْنِىْ وَ اَنَا حَائِضٌ وَ كَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ اِلَىَّ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَ اَنَا حَائِضٌ.

www.amarboi.org

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সা) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্রে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নিতাম এবং হুজুর (সা) আমার সঙ্গে একত্রে শুইতেন। এ ছাড়া তিনি ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী)

হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের ধরন

(٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ وَ هُوَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلَاهَا.

অর্থঃ হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। হুজুর (সা) বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেধে নাও। অতঃপর তোমার জন্যে কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

গ. তায়াম্মুম

তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। ইসলামী পরিভাষায়, এর অর্থ হচ্ছে পানি পাওয়া না গেলে অথবা ব্যবহারে অপারগ হলে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় (যেমন পাথর, বালি, চুনা, পাথর) জিনিস দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তায়াম্মুম হচ্ছে ওযু এবং গোসলের বিকল্প। মানুষ যখন কোনো কারণে পানি সংগ্রহ করতে কিংবা তা ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে অপারগ হয় তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করা হয়।

কুরআন

আল কুরআনে তায়াম্মুমের বিধান বা তিন ফরয

(١) وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

www.amarboi.org

অর্থঃ যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (আন নিসাঃ ৪৩)

হাদীস

তিনটি কারণে উম্মতে মুহাম্মাদী মর্যাদাবান

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَ جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَّ جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ.

অর্থঃ হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (ক) নামাযে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে; (খ) আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্যে মসজিদ তুল্য করা হয়েছে; (গ) আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

পানির পরিবর্তে মাটিই পবিত্রতার মাধ্যম

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَ اِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمَسَّهُ بِشُرَةَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ.

অর্থঃ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেবে। (আহমদ ও আবু দাউদ)

www.amarboi.org

ইসলামে নারীর অধিকার

কবির ভাষায়–
পৃথিবীতে যা কিছু চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। সমাজে নারীর মর্যাদা দান রাসূল (সা)-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ইসলাম পূর্বযুগে অন্য কোনো ধর্মই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করেনি। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল আরব সমাজে অভিসম্পাতস্বরূপ। এ অভিশাপ এড়াবার জন্য পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতো। এ ঘৃণ্যতম অবস্থা হতে নারী জাতিকে কল্যাণময়ী ও পুণ্যময়ী রূপ দিয়ে গৌরবের উচ্চস্থানে উন্নীত করে সত্যিকারার্থে কন্যা-স্ত্রী ও মায়ের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার নিম্নে তুলে ধরা হলো:

কুরআন

নারীর অধিকার প্রদানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(١) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا۝

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই বৈধ নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছো তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয়। (তাহলে অবশ্য তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকারী হবে।) নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (আন নিসা: ১৯)

www.amarboi.org

মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে অধিকারের নির্দেশ

(২) وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا۝

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারো। (আন নিসাঃ ১৯)

সম্পত্তিতে রয়েছে নারীদের নির্ধারিত অংশ

(৩) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا۝

অর্থঃ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত আছে। (আন নিসাঃ ৭)

নারী-পুরুষ একে অপরের পোষাক স্বরূপ

(৪) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থঃ রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোষাক স্বরূপ। (আল বাক্বারাহঃ ১৮৭)

নারী-পুরুষ নির্ধারিত বিষয়ে সমান অধিকারী

(৫) وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۝

www.amarboi.org

অর্থঃ সে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি কোনো সৎকাজ করে ও ঈমানদার হয় তবে তারা জান্নাতে যাবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (আন নিসাঃ ১২৪)

নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব

(٦) وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থঃ পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী। (আল বাক্বারাহঃ ২২৮)

নারী-পুরুষ সকলে এক ও অভিন্ন

(٧) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ○

অর্থঃ অতঃপর উত্তরে তাদের প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমলকে নষ্ট করে দিব না পুরুষ হোক কিংবা নারী, তোমরা তো সকলেই এক জাতের লোক। (আলে ইমরানঃ ১৯৫)

হাদীস

পরিবারে উত্তম ব্যক্তিই সর্বোত্তম ব্যক্তি

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَ اِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে। (অর্থাৎ তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না)। (তিরমিযি ও দারেমী)

www.amarboi.org

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন সে যে পরিবারের প্রতি সদয়

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ اَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ.

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: পূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযি)

পুত্র ও কন্যা সন্তান একই দৃষ্টিতে দেখায় রয়েছে জান্নাতের নিশ্চয়তা

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَ لَمْ يَهِنْهَا وَ لَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهٗ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ)

দোযখের ঢাল কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَائَتْنِىْ اِمْرَاَةٌ وَ مَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَ لَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهٗ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ.

www.amarboi.org

অর্থঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্ন মহিলা দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আসায় এসেছিল, কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খুরমা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে দিলাম। মহিলা খুরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেলো না। অতঃপর সে চলে যাওয়ার পরপরই নবী (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তা তাকে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বললাম। রাসূল (সা) শুনে বললেন, যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতঃপর সে যেন কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোযখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী)

কন্যা সন্তানের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত

(٥) عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةً بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَ يَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَاْسِهَا وَ يَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقَيِّمِ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থঃ হযরত নাবীত ইবনে শুরাইত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভুমিষ্ট হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মু'জামুস সাগীর)

সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ تَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ اِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ.

www.amarboi.org

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তার নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিলো। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

স্বামীর উপর স্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক অধিকার

(٧) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحَ وَ لَا تَهْجُرُ اِلَّا فِى الْبَيْتِ.

অর্থঃ হযরত হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার পিতা মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তার অধিকার হলোঃ যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। (আবু দাউদ)

নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু ও সহযোগি।

www.amarboi.org

ইয়াতীমের অধিকার

يَتِيْم - শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে দুররে ইয়াতীম বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায়, যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। স্বয়ং প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)ও ইয়াতীম ছিলেন। ইয়াতীমদের অধিকার অনেকেই হরণ করে। আর ইসলাম ইয়াতীমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সেকথাই এখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চমৎকার ভাবে।

কুরআন

ইয়াতীমের মাল ছল-ছাতুরী করে ভক্ষণ করা জায়েয নয়

(١) وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا۝

অর্থঃ ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের রদবদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা বড়ই মন্দ কাজ। (আন নিসাঃ ২)

বালেগ হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবেঃ

(٢) وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ۝

অর্থঃ তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না- অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (বনি ইসরাঈলঃ ৩৪)

কল্যাণকর ইচ্ছা ছাড়া ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যাওয়া নিষেধ

(٣) وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا۝

www.amarboi.org

অর্থঃ আর ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্খা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার হবে। (বনী ইসরাঈলঃ ৩৪)

গুরুত্বপূর্ণ আদেশের একটি ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা

(٤) وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا٥

অর্থঃ ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও অহংকারীকে। (আন নিসাঃ৩৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ٥

অর্থঃ কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না। (আল ফাজরঃ ১৭)

যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আগুনই ভক্ষণ করে

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا٥

অর্থ ঃ যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (আন নিসাঃ ১০)

ইয়াতীমরা মূলতঃ তোমাদের ভাই

(٦) وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (আল বাক্বারাহ: ২২০)

ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করার নির্দেশ

(٧) وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

অর্থ ঃ সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (আন নিসা: ৮)

ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে হবে

(٨) وَ اِنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا○

অর্থ ঃ ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো, তোমরা যা ভাল কাজ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (আন নিসা: ১২৭)

ইয়াতীমদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া নিষেধ

(٩) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ○ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ○

অর্থ ঃ অতএব হে নবী! আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবেন না এবং ভিক্ষুকদেরকে তিরস্কার করবেন না। (আদ দুহা: ৯-১০)

ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়া কিয়ামত অস্বীকার করার শামিল

(١٠) اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ○ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ○

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন কি? যে বিচার দিনের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে বেড়ায়? এরা তো তারা যারা ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় আর মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। (আল মাউন: ১-৩)

www.amarboi.org

আল্লাহকে মহব্বতকারীগণ ইয়াতীমকে খাওয়ায়

(١١) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا٥

অর্থঃ তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতের তাকিদে ইয়াতীম, মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ায়। (আদ দাহারঃ ৮)

হাদীস

সাতটি ক্ষতিকর জিনিসের একটি ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبٰوا وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সেগুলো কি হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! তিনি বললেন, সেগুলো হলোঃ ১. আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া ৭. সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতই শাসনযোগ্য

(٢) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَ لَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهٖ وَ لَا مُتَاَثِّلًا مِنْ مَالِهٖ مَالًا.

অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যেসব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মু'জামুস সাগীর)

www.amarboi.org

অন্তরের কাঠিন্য দূর করতে ইয়াতীম-মিসকীনের তত্ত্বাবধান করতে হবে

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَجُلًا شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ فَقَالَ لَهٗ اَنْ اَرَدْتَ تَلْيِيْنَ قَلْبِكَ فَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ وَ اَمْسِحْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন লোক রাসূল (সা) এর নিকট তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, আর গরীব-মিসকীনকে খাবার দাও। (আহমাদ)

সর্বোত্তম পরিবার ও নিকৃষ্টতম পরিবারের পরিচয়

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يَسَاءُ اِلَيْهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার, যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দূর্ব্যবহার করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলের (সা) পাশে থাকবে

(٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَ لِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَ اَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَ الْوُسْطٰى وَ فَرَجَ بَيْنَهُمَا.

অর্থ ঃ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশা-পাশি) থাকবো। একথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান। (বুখারী)

www.amarboi.org

ইসলামে বিবাহ ও মোহরানা

আরবী (نِكَاح) নিকাহ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে, শাদি, বন্ধন ও মিলন। আভিধানিক অর্থ চুক্তি করা বা সংযুক্ত করা। মানব বংশের বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টির সংরক্ষণই বিবাহের লক্ষ্য। পরিভাষায়, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শরীয়তসম্মত পন্থায় চুক্তিবদ্ধ হওয়াকেই বিবাহ বলে। বিবাহ করার শক্তি সামর্থ রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিবাহ ফরয। বিবাহ বিলম্বে ব্যক্তি গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং অশ্লীল ও পাপ কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তাই সামর্থবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে পাপের পথ থেকে বাঁচতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। নিম্নোক্ত কুরআন, হাদীসে তাই প্রমাণিত।

কুরআন

সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ ফরয

(١) وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○

অর্থ ঃ আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী। (আন নূরঃ ৩২)

বিবাহে অক্ষম লোকেরা সংযম অবলম্বন করবে

(٢) وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ○

অর্থ ঃ আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন। (আন নূরঃ ৩৩)

www.amarboi.org

ন্যায়বিচার করতে না পারলে একজনকেই বিবাহ করতে হবে

(٣) فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْاo

অর্থ ঃ আর তোমরা নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে পছন্দ করো তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন বা চার চারজনকে বিবাহ করে নাও। কিন্তু তোমাদের যদি মনে আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একজন মাত্র নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের থেকেও তোমরা বিবাহ করতে পারো। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক পন্থা। (আন নিসাঃ ৩)

নারী-পুরুষের ভালবাসা আল্লাহ প্রদত্ত প্রশান্তি

(٤) وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةًo

অর্থ ঃ আর মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গী নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ও দয়া। (আর রূমঃ ২১)

বিবাহ প্রথা পৃথিবীর শুরু থেকেই

(٥) وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَo

অর্থ ঃ অতঃপর আমি আদমকে বললাম তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখানে নিজেদের ইচ্ছামত খাও এবং এই (নিষিদ্ধ) গাছের নিকটবর্তী হবে না। যদি যাও তাহলে তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। (আল বাক্বারাহঃ ৩৫)

www.amarboi.org

বিবাহে মোহরানা আদায় করা ফরয

(٦) وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا۝

অর্থঃ আর তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারেই আদায় করো। অবশ্য পরে যদি স্ত্রীরা সেই মোহরানা হতে তোমাদেরকে কিছু অংশও খুশি মনে ফেরত দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে পারো। (আন নিসা: ৪)

মোহরানা ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হবে না

(٧) وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۝

অর্থ ঃ আর সতী নারীরা তোমাদের জন্যে হালাল, তারা ঈমানদার হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের রক্ষক হবে। প্রকাশ্যে ব্যভিচার কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়। যে ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল মায়েদা: ৫)

মোহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতায় আসা জায়েয

(٨) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۝

অর্থ ঃ অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর উহার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। মোহরানা ফরয হওয়ার পর যদি তোমরা পারস্পরিক সন্তুষ্টচিত্তে কোনো সমঝোতায় পৌছাও, তবে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। (আন নিসা: ২৪)

www.amarboi.org

মোহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়

(٩) وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؕ

অর্থ ঃ আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই প্রতি গ্রহণ করো না। (আন নিসাঃ ২০)

হাদীস

বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থানের হিফাযত ও দৃষ্টি সংযত হয়

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী)

বিবাহিতদের আল্লাহ সাহায্য করেন মুজাহিদের মত

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ النَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। ১. ঐ চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা

www.amarboi.org

করেছে। ২. সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩. সেই মুজাহিদ যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ রত। (তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

মেয়েদের চারটি গুণ বিশেষভাবে দ্বীনদারী দেখে বিবাহ করা উচিত

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দীনদারী দেখে। তবে তোমরা দীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নেককার স্ত্রী হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (বুখারী ও মুসলিম)

বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত

(٥) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْا اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে (বর) যেন তাকে (কনেকে) একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

www.amarboi.org

বিয়ে সকল নবীদের সুন্নাত

(٦) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَ التَّعَطُّرُ وَ السِّوَاكُ وَ النِّكَاحُ.

অর্থ ঃ হযরত আবু আইয়্যুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চারটি বিষয় হলো রাসূলগণের সুন্নাত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। (তিরমিযি)

মোহরানা চুক্তিই সবচেয়ে বড় চুক্তি

(٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْلِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী)

আদায়যোগ্য মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত

(٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهُ.

অর্থ ঃ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, মোহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নাইলুল আওতার)

স্ত্রীর উপরও রয়েছে স্বামীর অধিকার

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَا لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীদের তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

স্ত্রীরা হচ্ছে স্বামীর জন্য পরীক্ষার বস্তু

(١٠) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً فِىْ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থ ঃ হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের উপর মহিলাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)

দীনদারী অর্ধেক হয় বিয়ের মাধ্যমে

(١١) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন সে দীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (মিশকাত)

বদল বিবাহ জায়েয নেই

(١٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বদল বিবাহ নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ঃ প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়

সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও শ্বাশত। পৃথিবীর শুরুকাল থেকে এ সত্য শুরু হয়ে চলছে আজ অবধি। চলবে অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত। ইসলাম বিরোধিতার ধরন হবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আর ইসলাম পন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনও চলবে বিভিন্ন রঙ-বেরঙে।

যে নাম ও রঙেই বিরোধিতা ও জুলুম চলুক না কেন তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এক ও অভিন্ন। এ সকল জুলুম-নির্যাতনের রকমফের কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও চমকপ্রদভাবে। মু'মিনদের নির্যাতন মোকাবিলায় চলার পথ নির্দেশনা ও করণীয় কাজ বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে।

আল্লাহ্‌র পথে সব কিছু ত্যাগ করে জিহাদকারীই সফলকাম

(١) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ○

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে তো তারাই উচ্চমর্যাদার অধিকারী, যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে ও জান-মাল সমর্পণ করে জিহাদ করেছে তারাই সফলকাম। (আত তাওবাহ: ২০)

মু'মিনগণ জীবন-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে

(٢) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ○

অর্থ ঃ সন্দেহ নেই আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের একমাত্র কাজ হল আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা। পরিণামে জীবন নেয়া ও জীবন দেয়া। (আত তাওবাহ: ১১১)

ঈমানদারগণ জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে আর কাফেররা শয়তানের পথে

(٣) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহ্‌র পথে আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের বা শয়তানের পথে। (আন নিসাঃ ৭৬)

আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে আযাব দেয়া হবে দুনিয়া ও আখিরাতে

(٤) اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَا للّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا○

অর্থ ঃ তোমরা যদি না বের হও (জিহাদ না কর) তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে আর একটি দলকে ওঠাবেন আর তোমরা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সে জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তার সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। যখন সে ছিল মাত্র দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা দু'জন গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সাথীকে বলেছিলো, 'চিন্তিত হবে না', আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (আত তাওবাহ: ৩৯-৪০)

আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত ঐক্যবদ্ধ জিহাদ

(٥) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তো তাদেরকেই ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে। (আছ ছফ: ৪)

আল্লাহ জিহাদের জন্যই মু'মিনদের বাছাই করেছেন

(٢) وَ جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ○

অর্থ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনিভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (আল হজ্জ: ৭৮)

www.amarboi.org

দুনিয়ার সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে জিহাদ

(٧) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ٥

অর্থঃ হে নবী! বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর-এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র ফয়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না। (আত তাওবাহঃ ২৪)

দুনিয়ার অধিক ভালবাসাই জাহান্নামের কারণ

(٨) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ٥ وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ٥ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى٥ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى٥ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى٥

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভাল মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (আন নাযিয়াতঃ ৩৭-৪১)

রাসূলের বিদ্রূপকারীদের জন্য আফসোস

(٩) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রাসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রূপ করতে থেকেছে। (ইয়াসিনঃ ৩০)

মিথ্যাবাদীরা সব সময়ই সত্যপন্থী মু'মিনদের কষ্ট দিয়েছে

(١٠) قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ٥

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ যালেমরা আসলে আল্লাহ্‌র আয়াতকেই অস্বীকার করছে। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহ্‌র কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই এবং আগের রাসূলদের সাথে যাকিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। (আল আন'য়ামঃ ৩৩-৩৪)

অবিশ্বাসীদের নির্যাতন থেকে পালানোর চেষ্টা বোকামী

(١١) وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ٥

অর্থ ঃ তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে, তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো। আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হিদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (আল আন'য়ামঃ ৩৫)

www.amarboi.org

সব মু'মিনেরই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে

(١٢) الٓمّٓ ٥ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ٥

অর্থ ঃ আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে রেখেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি কেবল এ কথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে! আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তী সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। (আনকাবুত: ১-৩)

পরীক্ষা ভাল ও মন্দাবস্থায় হয় আর জীবিত থাকবে না কেহই

(١٣) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ٥

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে। (আল আম্বিয়া: ৩৫)

পরীক্ষা হবে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল যাচাইয়ের জন্য

(١٤) وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ نَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ٥

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি। তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল। (মুহাম্মাদ: ৩১)

বসে থাকার চেয়ে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর সম্মান বেশী

(١٥) فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ٥

অর্থঃ বসে থাকা লোকদের চেয়ে মহান আল্লাহ জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে রেখেছেন। (আন নিসা: ৯০)

www.amarboi.org

জান্নাতীদের জিহাদ ও সবর অবলম্বনকারী হতে হবে

(١٦) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ٥

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবেছো যে এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদ করে এবং কারা সবর অবলম্বনকারী। (আলে ইমরান: ১৪২)

মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বানায় না

(١٧) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ٥

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবেছো? যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি যে তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদে নিবেদিত হয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা যাকিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন। (আত তাওবাহ: ১৬)

মু'মিনদের পরীক্ষার কতিপয় বস্তু ও তার পরবর্তী খোশ খবরী

(١٨) وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ٥ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ٥

অর্থ ঃ আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবো। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, 'আমরা আল্লাহর-ই এবং

www.amarboi.org

আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।' তাদের ওপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানি হবে এবং তাঁর রহমত তাদের ওপর ছায়া দেবে। আর এরকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে। (আল বাক্বারাহ: ১৫৫-১৫৭)

পূর্ব যুগে পরীক্ষার ভয়াবহতা ছিল আরও ব্যাপক

(১৯) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۝

অর্থ ঃ তোমরা কি মনে করেছ এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যাকিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে। (আল বাক্বারাহ:২১৪)

শত নির্যাতন সহ্যকারী সবরকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন

(২০) وَ كَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوْا وَ مَا اسْتَكَانُوْا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ۝

অর্থ ঃ এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহ্‌র পথে তাদের ওপর যেসব বিপদ এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এধরনের সবরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। (আলে ইমরান: ১৪৬)

www.amarboi.org

মু'মিনদের ওপর আসা মুসিবত আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারিত

(٢١) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ٥ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ـ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٥

অর্থ ঃ পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ কাজ। (এসবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন সেজন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। (আল হাদীদঃ ২২-২৩)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন মুসিবত মু'মিনদের স্পর্শ করে না

(٢٢) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ٥

অর্থ ঃ কোন বিপদ কখনও আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন। (আত তাগাবুনঃ ১১)

মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, আগে অথবা পরে নয়

(٢٣) وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ـ وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ٥

অর্থ ঃ কোন প্রাণীই আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময়তো লেখা আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াবি পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে

www.amarboi.org

আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো। আর যে ব্যক্তি পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় কাজ করবে সে পরকালের পুরস্কার পাবে এবং শোকরকারীদেরকে আমি অবশ্যই প্রতিদান দিবো। (আলে ইমরানঃ ১৪৫)

আল্লাহ্‌র কৌশলের কাছে সকল কৌশল পর্যদুস্ত হয়

(٢٤) وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ○

অর্থ ঃ সে সময়ের কথাও স্মরণ করার মত, যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত আটছিলো। তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে। তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করছিলেন, আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী। (আনফাল:৩০)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ○

অর্থঃ তারা গোপন চক্রান্ত করতে লাগলো। জবাবে আল্লাহও তাঁর গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী। (আলে ইমরানঃ ৫৪)

আল্লাহ চক্রান্তকারী জালিমদের শেকড় শূন্য করে থাকেন

(٢٥) وَ مَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

অর্থ ঃ এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না। অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানি থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (আন নামলঃ ৫০-৫৩)

www.amarboi.org

অতীতে অনেক জালিমকে আল্লাহ নাস্তানাবুদ করেছেন

(٢٦) وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ٥ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ اَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ ٥ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ٥ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ٥ وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ٥

অর্থ ঃ এখন এ জালেমেরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে যাবে, তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টি ওপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে এবং মন উড়তে থাকবে। হে মুহাম্মদ! সেদিন সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করো, যেদিন আযাব এসে এদেরকে ধরবে। সে সময় এ জালেমরা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। কিন্তু তাদেরকে পরিস্কার জবাব দেয়া হবে; তোমরা কি তারা নও যারা ইতোপূর্বে কসম খেয়ে খেয়ে বলতে, আমাদের কখনো পতন হবে না? অথচ তোমরা সেসব জাতির আবাসভূমিতে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল এবং আমি তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছি তা দেখেছিলে আর তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম। তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহ্‌র কাছে ছিল, যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল যাতে পাহাড় টলে যেতো। (ইব্রাহিমঃ ৪২-৪৬)

মু'মিনদের সবর ও আল্লাহভীতি সকল ষড়যন্ত্র বুমেরাং করবে

(٢٧) اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

www.amarboi.org

يَّفْرَحُوْا بِهَا وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ○

অর্থ ঃ তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যাকিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন। (আলে ইমরান: ১২০)

মযলুমদের রক্ষায় জিহাদের কোন বিকল্প নেই

(٢٨) وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا○

অর্থ ঃ তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে অসহায় মযলুম নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা যালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। (আন নিসা: ৭৫)

মুনাফিকদের চরিত্র হলো জিহাদের সময় বসে থাকা

(٢٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি আঁকড়ে ধরে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখেরাতে খুবই সামান্য বলে প্রমাণিত হবে। তোমরা যদি রওয়ানা না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের জায়গায় আর একটি দলকে উঠাবেন, আর তোমরা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। (আত তাওবাহ: ৩৮-৩৯)

আল্লাহ্‌র পথে দান করা জিনিস পাওয়া যাবে সঞ্চিত রূপে

(٣٠) وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ○

অর্থ ঃ এবং নামায কায়েম কর, যাকাত দাও। আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাক। যাকিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহ্‌র নিকট সঞ্চিত মজুদরূপে পাবে। এটাই অতীব উত্তম। আর তার শুভ প্রতিফলও অতি বিরাট। (আল মুযযাম্মিল: ২০)

মু'মিনরা দান করে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায়

(٣١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থ ঃ যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের সম্পদ খরচ করে সচ্ছল অবস্থায় থাকুক আর মন্দ অবস্থায় থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। (আলে ইমরান: ১৩৪-১৩৫)

আল্লাহ্‌র পথে দান করলে আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবেন

(٣٢) وَ قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র পথে লড়াই কর এবং খুব ভালো করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিতে প্রস্তুত। তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। (আল বাক্বারাহ: ২৪৪-২৪৫)

দানকারীর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান

(٣٣) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থ ঃ দান-সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণদান করে, নিশ্চয়ই কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান। (আল হাদীদ: ১৮)

বিজয়ের পরের চেয়ে পূর্বের জিহাদ ও দানের মর্যাদা অনেক বেশি

(٣٤) وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قَاتَلُوْا وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

অর্থ ঃ কী ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করছো না, অথচ জমিন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (আল হাদীদ: ১০)

দানসহ সকল ভাল কাজ মৃত্যু আসার আগেই করতে হবে

(٣٥) وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ○ فَاَصَّدَّقَ وَ

www.amarboi.org

اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

অর্থ ঃ আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবেঃ হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায়, তখন আল্লাহ তাকে আর কোন অবকাশ মোটেই দেন না। তোমরা যাকিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত। (আল মুনাফিকুনঃ ১০-১১)

আল্লাহ্‌র পথে খরচকারীকে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন

(٣٦) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○

অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শিষ উৎপন্ন হয়, যার প্রতিটিতে থাকে একশতটি করে শস্যদানা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ। (আল বাক্বারাহঃ ২৬১)

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করে সঞ্চিত সম্পদ জাহান্নামের কারণ

(٣٧) وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ○ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন সোনা ও রুপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে-এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। নাও, এখন জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর। (আত তাওবাহ: ৩৪-৩৫)

আল্লাহর আহ্বানে কৃপণতা প্রদর্শন নিজেরই ক্ষতি

(٣٨) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اللّٰهُ الْغَنِىُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ٥

অর্থ ঃ দেখ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মাদ: ৩৮)

মু'মিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল

(٣٩) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ٥

অর্থ ঃ তাঁরা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহ্‌র পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী ও সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজে বাধাদানকারী, সর্বোপরি আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখার হিফাযতকারী এমন মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দাও। (আত তাওবাহ: ১১২)

www.amarboi.org

দুনিয়ার চাকচিক্য জাহান্নামের কারণ

(٤٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ○

অর্থ ঃ হে নবী! দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ-ফুর্তি মাত্র। তারপর এরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে, যা সবচেয়ে খারাপ স্থান। (আলে ইমরানঃ ১৯৬-১৯৭)

মু'মিন হতে পারলে ভয়ের কোন কারণ নেই

(٤١) وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

অর্থ ঃ তোমরা চিন্তিত হয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হও। (আলে ইমরানঃ ১৩৯)

মু'মিনদেরকে ফিরিশতারাও অভয় দিয়ে থাকে

(٤٢) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ○

অর্থ ঃ যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও। তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (হা-মীম আস সাজদাহঃ ৩০)

ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখে

(٤٣) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আর যাদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো, শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে, আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী। (আলে ইমরানঃ ১৭৩)

আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সুনিশ্চিত

(٤٤) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই সাচ্চা মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত। (আলে ইমরানঃ ১৬০)

মু'মিনদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ আর বিজয়ী হবে আল্লাহ্‌র দল

(٤٥) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ○ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

অর্থ ঃ মুসলমান! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী হচ্ছে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ মাত্র। ঈমানদার লোক বলতে তাদেরই বুঝায়, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করে। অতএব যারা আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা আল্লাহ্‌র দল বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহ্‌র দলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হবে। (আল মায়েদাহঃ ৫৫-৫৬)

মু'মিনদের দু'আ হলো মযবুত কদম আর গুনাহ মাফের জন্য

(٤٦) وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

www.amarboi.org

ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ○ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○

অর্থ ঃ তাদের দোয়া কেবল এতটুকুই ছিল ঃ হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমালঙ্ঘিত হয়েছে তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য কর। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দিয়েছেন এবং তার চেয়ে ভালো আখেরাতের পুরস্কারও দান করেছেন। এ ধরনের সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। (আলে ইমরান: ১৪৭-১৪৮)

মু'মিনদের করণীয় হলো আল্লাহ্‌র ভয় ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

(٤٧) اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ○

অর্থঃ তোমরা কি লড়াই করবে না এমন লোকদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার দুরভিসন্ধি করেছিলো বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের জন্য অধিক সমীচীন। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করবেন, তাদের বিপরীতে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং অনেক মু'মিনের অন্তর শীতল করে দেবেন। (আত তাওবাহ: ১৩-১৪)

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে সর্বাবস্থায়

(٤٨) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

অর্থ ঃ বের হও, হালকা কিংবা ভারী যাই হও না কেন এবং জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজের ধন-প্রাণ দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। (আত তাওবাহ: ৪১)

সফলতার জন্য মু'মিনদের করণীয় কাজ

(٤٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (আলে ইমরান: ২০০)

হাদীস

সর্বোত্তম কাজ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন আমলটি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে উত্তম? হুজুর (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

জিহাদ ছাড়া মৃত্যু মুনাফিকের মৃত্যু

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُوْ وَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরিক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না; আর এই অবস্থায়-ই সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

নামায-রোযা করলেও জাহান্নামী হতে হবে জিহাদ না করার অপরাধে

(٣) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةَ وَ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ وَالْهِجْرَةَ وَ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَرْجِعَ وَ مِنْ دُعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلّٰى؟ قَالَ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অর্থঃ হযরত হারিস আল আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আর আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো: ১. জামা'য়াত গঠন কর, ২. নেতৃত্বের আদেশ শ্রবণ কর, ৩. তা মেনে চলো, ৪. হিজরত কর, ৫. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। যেই ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশ্মি খুলে ফেলেছে, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে তবে স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে (অর্থাৎ তাগুত তথা অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিকে) আহ্বান জানাবে, সে হবে জাহান্নামী। (এতদশ্রবণে) সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, যদি সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করে। (আহমদ ও হাকিম)

নবীদের পর অগ্রসর মু'মিনদের পরীক্ষা অতি পুরাতন বিষয়

(٤) اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَالُ فَالْاَمْثَالُ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবত তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। এরপর তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা যত বেশি অগ্রসর তাদেরকে ততবেশি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

সর্বযুগে মু'মিনদের পরীক্ষার ধরন ছিল ভয়াবহ

(٥) عَنْ خَبَّابِ بْنِ اَرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتِىْ بِالْمَنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَيَجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَ يَمْشِطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَ عَظْمِهٖ مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীকালে কোন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে তার শরীরের নিম্নভাগ পোঁতা হয়। তারপর করাত এনে তার মাথার ওপর চালিয়ে তাকে দু' টুকরা করে ফেলা হয়। অতঃপর লোহার চিরুনি দিয়ে তার শরীরের গোশত ও হাড় ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয়, কিন্তু কোন কিছুই ওই ব্যক্তিকে তার দ্বীন ত্যাগ করাতে পারেনি। (বুখারী)

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের অবশ্যই পরীক্ষা করেন

(٦) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَ مَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

অর্থঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, কষ্ট বেশি হলে প্রতিদানও বেশি। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন তখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যেই ব্যক্তি এই পরীক্ষায় পড়ে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। (তিরমিযি)

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে খরচকারীর জন্য আল্লাহ খরচ করেন

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি খরচ কর, তোমার জন্যে খরচ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

দানকারী বেহেশতের আর কৃপণ দোযখের কাছে থাকে

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَ الْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَ الْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, দোযখের নিকটে। অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযি)

সর্বোত্তম মানুষ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে

(٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ مَنْ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَ مَالِهٖ.

অর্থঃ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম লোক কে? রাসূল (সা) বললেন, এমন মুমিন যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে জান ও মাল দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

জালেমের জুলুমের সময় ফরিয়াদের ভাষা

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَرَادَنَا وَ اَرَادَ الْمُسْلِمِيْنَ بِسُوْءٍ وَ شَرٍّ فَاجْعَلْ كَيْدَهٗ فِىْ نَحْرِهٖ وَ اشْغَلْهُ فِىْ نَفْسِهٖ وَ اجْعَلْ تَدْبِيْرَهٗ تَدْمِيْرًا عَلَيْهِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তারা আমাদের এবং সকল মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুষ্টামি ও দুষ্কর্মের সংকল্প করেছে, তুমি তাদের ষড়যন্ত্র তাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করো, তাদেরকে তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত রাখো আর তাদের কৌশলসমূহকে তাদের ধ্বংসের কারণ বানাও।

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجْرِى السَّحَابِ وَ هَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই কুরআন নাযিলকারী, তুমিই মেঘমালা পরিচালনাকারী, তুমিই শত্রুবাহিনীকে পরাস্তকারী, তুমি তাদের পরাস্ত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (বুখারী ও মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তাদের ঘাড়ের ওপর রাখছি এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় চাইছি। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

মযলুমের দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়।

www.amarboi.org

ইসলামে নিয়ত বা সংকল্প

নিয়তের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছে করা, মনের স্পৃহা, দৃঢ়তা, সংকল্প ইত্যাদিকে নিয়ত বলে। শরিয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর আদেশ পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয় মনের একান্ত লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগকে নিয়ত বলে। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, মনে কোন কাজ করা, সদিচ্ছা পোষণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাকে নিয়ত বলে। আল্লামা বায়যাবী বলেন, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ বা কোন ক্ষতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অনুকুল কাজ করার জন্যে মনের উদ্যোগ ও উদ্বোধনকেই নিয়ত বলে।

নিম্নে আল্ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিয়তের গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো।

কুরআন

ইবাদতে একনিষ্ঠতা আল্লাহর নির্দেশ

(١) وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ○

অর্থ ঃ তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে তারা যেন একান্তভাবে, একনিষ্ঠ হয়ে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। (আল্ বাইয়্যিনাহ্ঃ ৩)

আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে অবগত

(٢) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِه فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ○

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মাদ)! প্রত্যেকটি ব্যক্তিই আপন আপন নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন, মূলতঃ আপনার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন (নিয়ত) কে সঠিক পথের ওপর রয়েছে। (বনী ইসরাঈলঃ ৮৪)

বিশুদ্ধ নিয়তকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য

(٣) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ اعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَ اَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ (প্রকৃত ম'মিন তারা) যারা তাওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই (নিয়তের দিক থেকে) নিজেদের দীনকে খালেস করে নেবে। (আন নিসা: ১৪৬)

সহীহ নিয়তকারীরা শুধুই আল্লাহর ওপর ভরসা করে

(٤) وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا٥

অর্থ ঃ (ভাল নিয়ত করে) এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে; এবং মেনে নেয় রক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (আল আহযাব: ৩)

আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই সত্যিকার মু'মিন

(٥) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا٥

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তি দ্রুত পেতে চাইলে আমি তাকে এখানে এর যতোটুক দিতে চাই তা সত্বর দিয়ে দেই, পরিশেষে তার জন্যে জাহান্নামই নির্ধারণ করে রাখি, যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত অপমাণিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। এবং যারা আখিরাতের ইরাদা করবে এবং তা পাওয়ার জন্যে যে পরিমাণ চেষ্টা করা উচিত তেমনিভাবেই চেষ্টা করে তারা হয় সত্যিকার মু'মিন। তারাই হচ্ছে এমন লোক যাদের চেষ্টা-সাধনা কবুল হয়। (বনী ইসরাইল: ১৮-১৯)

আল্লাহ সবার নিয়ত সম্পর্কে সম্যক অবগত

(٦) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ٥

অর্থ ঃ বলুন! হে মুহাম্মাদ (সা)! তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ জানেন। (আলে ইমরান: ২৯)

বাহ্যিকতা ও লৌকিকতা নয় নিয়তই মুখ্য

(٧) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ٥

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে কখনই পৌঁছে না; বরং তোমাদের আল্লাহ ভীতি (নিয়ত) তাঁর নিকটে পৌঁছে। (আল হজ্জঃ ৩৭)

আখিরাতে পাওয়ার নিয়তকারীই বেশি পায়

(٨) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ٥

অর্থ ঃ যে কেউ পরকালের ফসল কামনা (নিয়ত) করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা (নিয়ত) করে, আমি তাকে দুনিয়া হতেই দেই কিন্তু পরকালে তার কিছুই পাওনা (অংশ) থাকে না। (আশ শুরাঃ ২০)

গায়েবের মালিক আল্লাহ নিয়ত সম্পর্কে বেখবর নন

(٩) وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ٥

অর্থ ঃ এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য (তথ্যাবলী) আল্লাহ্‌রই স্বত্বাধীন প্রতিটি বিষয়। তাঁরই নিকট ফিরে আসে, (ফয়সালার জন্যে) অতএব তাঁরই ইবাদত কর; এবং তাঁরই ওপরে নির্ভর কর এবং তোমরা যা কর (নিয়ত) সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অমনোযোগী নন। (হুদঃ ১২৩)

নিয়ত বা নির্ভর করার নির্দেশ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর

(١٠) اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ٥ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তাঁর সুবিচার দ্বারা; এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। অতএব (নিয়ত) আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তুমি স্পষ্ট সত্যের ওপর আছ। (আন্ নামলঃ ৭৮-৭৯)

www.amarboi.org

হাদীস

নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্দিষ্ট

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلَى الْمَرَاةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

অর্থ ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যে হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে হয়েছে। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হলে সেই উদ্দেশ্যেই হিজরত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

নিয়ত ও জিহাদ চলবে অনন্তকাল

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لٰكِنْ جِهَادٌ وَ نِيَّةٌ وَاِذَااسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্যে তলব করা হবে, তখনই তোমরা বের হয়ে যাবে। (বুখারি ও মুসলিম)

চেহারা ও ছুরত নয় নিয়ত ও কর্মই আল্লাহ দেখেন

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَ لَا اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ لٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম)

আল্লাহ্‌র কালিমা প্রতিষ্ঠার নিয়তে জিহাদকারীই মূলত মুজাহিদ

(٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَّ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَ يُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হল কোনো ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে লড়াই করে, আর কে আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্যে লড়াই করে। আর কে লোক দেখানোর জন্যে লড়াই করে আবার এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌র কালিমা বুলন্দ করার জন্যে লড়াই করে সে মূলত আল্লাহ্‌র পথে। (বুখারি ও মুসলিম)

নিয়তই কাজের ফলাফল নির্ধারণ করে।

www.amarboi.org

তাওহীদ বা একত্ববাদ

تَـوْحِيْـد (তাওহীদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ একত্ববাদ, শরীক না করা। তাওহীদ শব্দটি اَحَـد থেকে নির্গত। আহাদ অর্থ একক, অদ্বিতীয়। মহাবিশ্বের রব (লালন পালনকারী) এক ও অদ্বিতীয় এ বিশ্বাসের নামই তাওহীদ। শরীয়তের পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা, বিধানদাতা, হুকুম দাতা, পালনকর্তা, ইবাদাত ও অনুগত্য পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। তাওহীদ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হল।

কুরআন

তাওহীদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য

(١) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ভিন্ন কোন ইলাহ নেই এবং (এভাবে সাক্ষী দেন) ফেরেস্তাগণ ও জ্ঞান সম্পন্ন ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ। পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (আলে ইমরানঃ ১৮)

আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ সূরা ইখলাস

(٢) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ○ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

অর্থ ঃ হে নবী আপনি বলুন! তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি এবং তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তার সমতুল্য ও দ্বিতীয় আর কেউ নেই। (আল্ ইখলাসঃ ১-৪)

একক সত্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

(٣) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ○ سُبْحٰنَ اللّٰهِ

www.amarboi.org

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

অর্থ ঃ তিনি (সেই সত্তা) যিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, অদৃশ্যের সবকিছুই তার জানা, তিনি দয়াময় ও করুণাময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, পুত পবিত্র, শান্তি বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, মহত্বের একক অধিকারী। তারা যেসব শিরক করছে আল্লাহ সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সবকিছুর রূপকার, তার জন্যেই সকল সুন্দর নামসমূহ। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়। (আল হাশরঃ ২২-২৪)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এক

(٤) قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ○

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ)! আল্লাহ্ই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক সর্বশক্তিমান। (আর রা'দঃ ১৬)

এক আল্লাহ্র ইবাদত করা মহান আল্লাহর নির্দেশ

(٥) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ○

অর্থ ঃ আমি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (আল আম্বিয়াঃ ২৫)

সকলের রবই প্রকৃত রব

(٦) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ○

অর্থ ঃ বলুন! হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসেবে মেনে নেব? অথচ তিনি তো সকলের রব। (আল আন'আমঃ১৬৪)

যার কাছে ফিরে যেতে হবে তিনিই প্রকৃত রব

(٧) وَ هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, সমস্ত তারিফ তাঁর জন্যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আইন ও বিধান চলবে কেবল তাঁর, আর তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (আল ক্বাছাছঃ ৭০)

যিনি সবকিছু বেষ্টন করে আছেন তিনিই প্রকৃত ইলাহ

(٨) اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ যিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই, তিনি তার জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (ত্বহাঃ ৯৮)

আসমান ও জমিনের মালিকই প্রকৃত মহাবিজ্ঞানী

(٩) هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَّ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

অর্থ ঃ তিনি সেই সত্তা, যিনি আসমান ও জমিনের ইলাহ, তিনি জ্ঞানের আধার ও মহাজ্ঞানী। (আল যুখরুফঃ ৮৪)

নূহ (আ) সহ সকল নবীই অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেছেন

(١٠) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ○

অর্থ ঃ আমি নূহ (আ) কে তার জাতির কাছে পাঠাই, অতঃপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (আল্ আ'রাফ ৫৯)

ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহ্‌র

(١١) اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ○

অর্থঃ অবশ্যই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত করো। আর সালাত কায়েম করো আমারই স্মরণের জন্য। (ত্বহাঃ ১৪)

www.amarboi.org

হাদীস

ঈমানের সর্বোত্তম শাখা একত্ববাদের স্বাক্ষ্য প্রদান

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ اَوْبِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ شُعْبَةً : فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ اَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি অথবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে। তন্মধ্যে উত্তম হচ্ছে নেই কোন ইলাহ (মা'বুদ) আল্লাহ ছাড়া বলা, আর নিম্নতম হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারি ও মুসলিম)

বেহেস্তের চাবি হলো আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই সাক্ষ্য প্রদান করা

(٢) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থ ঃ হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এই কথা বলে সাক্ষ্য দেয়া। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ ঘোষণাকারীই জান্নাতে যাবে

(٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর...." ঘোষণা করেন, অতঃপর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মারা যায় তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এ জ্ঞানই জান্নাত

(٤) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই জ্ঞান নিয়ে নেবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

www.amarboi.org

রিসালাত

রিসালাত অর্থ পৌঁছানো। শব্দটা রাসূল থেকে এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি তার হুকুম আহকাম ও হিদায়াত পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থা করেন তাকে রিসালাত বলে। আর মানুষের মধ্যে হিদায়াত পৌঁছানোর জন্য যিনি নির্বাচিত হন তাকে রাসূল বলে। রাসূল ও রিসালাত মূলত একই সূত্রে গাথা। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে তাই তুলে ধরা হলো।

কুরআন

আল্লাহ্‌র দীদার লাভে আগ্রহীদের জন্য রাসূল সর্বোত্তম আদর্শ

(١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا٥

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে আছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্যে যারা আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের আশা করে; আর যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। (আল আহযাব: ২১)

আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শ অনুসরণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(٢) وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا٥

অর্থ ঃ রাসূল (সা) তোমাদেরকে যাকিছু দেন, তা গ্রহণ কর, আর যে জিনিস হতে তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা হতে তোমরা বিরত থাক। (আল হাশর: ৭)

কোন ক্রমেই আল্লাহ ও তার রাসূলের অগ্রগামী হওয়া যাবে না

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ٥

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে অগ্রসর হয়ে যেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও সব জানেন। (আল হুজুরাত: ১)

www.amarboi.org

কোনভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিত্যাগ করা যাবে না

(٤) يَـاَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না। (আল আনফাল: ২০)

আল্লাহ্‌র ভালবাসার পূর্বশর্ত রাসূলের অনুসরণ

(٥) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

অর্থ ঃ বলুন! (হে মুহাম্মাদ) যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (আলে ইমরান: ৩১)

প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে

(٦) وَ لَـقَـدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ○

অর্থ ঃ এবং আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটি জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যাতে করে তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। (আন নাহল: ৩৬)

রাসূল (সা) এসেছেন সব মতাদর্শের উপর বিজয় লাভের জন্যে

(٧) هُـوَ الَّـذِىْ اَرْسَـلَ رَسُـوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ○

অর্থ ঃ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অন্যান্য সব বিধানের ওপর একে বিজয়ী করে দিতে পারেন। (আল ফাতহ: ২৮)

www.amarboi.org

রাসূল (সা) এসেছেন সাক্ষী এবং সতর্ককারী হিসেবে

(৮) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

অর্থ ঃ ওগো নবী মুহাম্মাদ (সা)! আমি তোমাকে সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি, বানিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তুমি হচ্ছো আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও সুস্পষ্ট প্রদীপ। (আল আহযাব: ৪৫-৪৬)

অজুহাত বা বাহানা না দেয়ার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছে

(৯) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

অর্থ ঃ রাসূলগণ সুসংবাদবাহী ও ভয় প্রদর্শনকারী, যাতে করে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্‌র ওপর মানব জাতির কোনো দাওয়াত না পাওয়ার অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আন নিসা: ১৬৫)

ঈমানদারগণ রাসূলকেই প্রকৃত বিচারক মানবে

(১০) فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

অর্থ ঃ না, তোমার প্রতিপালকের কসম করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় তোমাকে বিচারক মেনে নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না বরং তোমার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। (আন নিসা: ৬৫)

রাসূল (সা) প্রকৃতভাবেই দুনিয়াবাসীর রহমত

(১১) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থ ঃ হে নবী (সা)! আমিতো আপনাকে পাঠিয়েছি আসলে দুনিয়াবাসীদের জন্যে আমার রহমত বিশেষ। (আল আম্বিয়া: ১০৭)

www.amarboi.org

প্রত্যেক নবী ও রাসূল ছিলেন মানুষ

(١٢) قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ○

অর্থ ঃ তারা (কাফেররা) বলতো তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, তবে কেমন করে রাসূল হওয়ার দাবী কর। তাদের কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন, হ্যাঁ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ। (ইবরাহীম: ১০-১১)

নবীগণ ছিলেন পুরুষ এবং ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন

(١٣) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ○

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও আমি শুধু (পুরুষ) মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, যাদের উপর আমি ওহী নাযিল করছি। (ইউসুফ: ১০৯)

প্রত্যেক নবীকে স্বজাতীর ভাষায় নবী করা হয়েছে

(١٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ○

অর্থ ঃ প্রত্যেক নবীকে তাঁর জাতিয় স্ব-জাতির ভাষায় নবী করে পাঠিয়েছি। (ইবরাহীম: ০৪)

আল্লাহ যোগ্য লোককে নবী করেছেন

(١٥) اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ○

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, কার উপর তার পয়গাম্বরী সোপর্দ করা উচিত ছিল। (আল আন'আম: ১২৪)

হযরত মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী

(١٦) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ○

অর্থ ঃ (মুহাম্মাদ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নবীকুলের সর্বশেষ। (আল আহযাব: ৪০)

www.amarboi.org

ঈমানদারের জীবনের চেয়েও রাসূল (সা) প্রিয়

(١٧) اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ○

অর্থঃ মু'মিনগণের নিকট তাদের জীবন অপেক্ষা রাসূল (সা) অধিকতর প্রিয়। (আল আহযাবঃ ৬)

হাদীস

পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে সবচেয়ে বেশি রাসূলকে ভালবাসতে হবে

(١) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি (তথা আমার আদর্শ) তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী ও রাসূল

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِنَّ مَثَلِىْ وَ مَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ هَلَّا وَضَعْتَ هٰذِهِ اللَّبِنَةَ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ- এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। তারপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমিই সেই ইট আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারি)

www.amarboi.org

রাসূলের পূর্ণ অনুসারীই পূর্ণাঙ্গ মু'মিন

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি বা খায়েশ আমি যে (আদর্শ) নিয়ে এসেছি, তার পূর্ণ অনুসারী হয়ে না যায়। (মিশকাত)

রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে জাহান্নামে যেতে হবে

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম, এ উম্মতের যে কেউই ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক আমার (নবুয়াতের) কথা শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই দোযখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

www.amarboi.org

পরকাল ও আখিরাত

আখিরাত শব্দটি আরবি এর অর্থ শেষ, পরে, পরবর্তী শেষ ফল, পরজীবন, পরকাল, কিয়ামত ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে। আল-কুরআনে ৪৯ বার দুনিয়া ও আখিরাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর স্বতন্ত্রভাবে আখিরাত ও ইয়াওমুল আখিরাত ৯৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের আলোকে সে চিত্রই অংকিত হচ্ছে নিম্নোক্তভাবে।

কুরআন

আখিরাতে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

(١) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ○

অর্থ ঃ আবার তোমাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে। (আত তাকাসুর: ৮)

আল্লাহ ভীরুদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম

(٢) وَلَدَارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ○

অর্থ ঃ আর নিশ্চয়ই আখিরাতের আবাস উত্তমতর, আর নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যে কতই না সুন্দর আবাস। (আন নাহল: ৩০)

যত কমই হোক আখিরাতে ভাল ও মন্দ কাজ দেখা যাবে

(٣) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ○ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ○

অর্থ ঃ অতএব যে অনুপরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে অনুপরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে। (আয যিলযাল: ৭-৮)

আখিরাতে অবিশ্বাসীরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ○

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, আমরা তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভন করেছি, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে উৎভ্রান্তের

www.amarboi.org

মতো ঘুরে বেড়ায়। ওরাই তারা যাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আযাব এবং আখিরাতে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (আন নামল: ৪-৫)

আখিরাতে মুখ বন্ধ থাকবে, সাক্ষী দেবে হাত ও পা

(٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ○

অর্থ ঃ সেই দিন আমরা সীলমোহর মেরে তাদের মুখগুলো বন্ধ করে দিব এবং তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো সাক্ষী দিবে, তারা যা অর্জন করেছে সেই বিষয়ে। (ইয়াসীন: ৬৫)

দুনিয়া নয় আখিরাতই স্থায়ী ও উত্তম

(٦) وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى○

অর্থ ঃ কিন্তু আখিরাত অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী। (আল আ'লা: ১৭)

বুঝতে পারলে মুত্তাকিদের জন্য আখিরাতই উত্তম

(٧) وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

অর্থ ঃ এবং বৈষয়িক (দুনিয়ার) জীবন, এতো আসলে সামান্য খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালের বাসাবাড়ী তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যারা আল্লাহকে ভয় করে। তবে তোমরা কি অনুধাবন করো না? (আল আন'আম: ৩২)

কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতাবান

(٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّ الْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ○

অর্থ ঃ সে দিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না, ফয়সালার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে। (আল ইনফিতার: ১৯)

দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক মহান আল্লাহ

(٩) وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى○ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى○

অর্থ ঃ এবং নিশ্চয়ই আখিরাত ও দুনিয়ার মালিক (অধিপতি) আমিই। অতএব আমি তোমাদেরকে জলন্ত আগুন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। (আল লাইল: ১৩-১৪)

www.amarboi.org

আখিরাত কামনা করলে আল্লাহ তা বাড়িয়ে দেন

(١٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ○

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে তাকে বাড়িয়ে দেই, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে আমি তাকে কিছু অংশ দান করি; কিন্তু আখিরাতে তার জন্যে কোন অংশই বাকী থাকে না। (আশ শূরা: ২০)

আখিরাতে সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না

(١١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ○ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ○

অর্থঃ আল্লাহ যাকে প্রশান্ত আত্মা দিয়েছেন তাছাড়া সেদিন (কিয়ামত) ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে তার কথা আলাদা। (আশ শুয়ারা: ৮৮, ৮৯)

হাদীস

আখিরাতে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রত্যেককে দিতে হবে

(١) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَ عَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهٗ وَ فِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَ مَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নবী করিম (সা) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা না হবে। (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে ব্যয় করেছে; (২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে; (৩) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪)

www.amarboi.org

কোথায় ব্যয় করেছে; (৫) এবং সে (দীনের) যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। (তীরমিযি)

আখিরাতকে স্মরণকারীই বুদ্ধিমান লোক

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْسَبُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَ اَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَ كَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা)! লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করিম (সা) বললেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্যে যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তাবরানী ও মু'জামুস সাগীর)

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া খুবই সামান্য

(٣) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِىْ الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ هٰذِهِ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ.

অর্থ ঃ হযরত মুস্তাওরাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেউ যদি তার এই আঙ্গুলি হাদীসের এক বর্ণনার বর্ণনাকারী এর অর্থ বোঝাতে গিয়ে অনামিকা আঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ কেউ যদি তার অনামিকা আঙ্গুলি সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই আঙ্গুলি কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে। (মুসলিম)

www.amarboi.org

অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা

অশ্লীলতা, বেহায়পনা, নির্লজ্জতা মূলতঃ একই সূত্রে গাথা। একে অভদ্রজনিত, অমার্জিত, অসামাজিক কথা কাজ ও আচরণ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যা দৃষ্টিকটু তাই মূলতঃ অশ্লীলতা। অশ্লীলতা মানুষকে পাপের পথে আকৃষ্ট করে। সর্বোপরি অবৈধ মেলামেশা ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যার পরিণতি ধ্বংস ও সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য। এটা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্ব। তাই আলোচনা করা হলো এখানে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে।

কুরআন

অশ্লীল কাজে বাধা দেয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ

(١) وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ○

অর্থ ঃ যখন তোমরা পরনিন্দা ও নির্লজ্জ কথা শুনবে, তখন তা বাধা দিবে বা তা করা থেকে বিরত থাকবে। (আল কাছাছ: ৫৫)

অশ্লীলতা বিস্তারে সহায়তাকারী দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির যোগ্য

(٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشْبَعَ الْفَاحِشَةَ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ○

অর্থ ঃ যারা চায় ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার করুক তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি। (আন নূর: ১৯)

যিনা মূলতঃঅশ্লীলতার নামান্তর

(٣) وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَآءَ سَبِيْلًا○

অর্থ ঃ আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (বনী ইসরাঈল: ৩২)

www.amarboi.org

গোপন অথবা প্রকাশ্যে কোন অবস্থায়ই অশ্লীলতা নয়

(٤) وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ○

অর্থ ঃ অশ্লীল আচরণের নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে। (আল আন'আম: ১৫১)

যিনা বা অশ্লীলতার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত

(٥) اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ○

অর্থ ঃ ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ্‌র বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। (আন নূর:২)

যিনার অপবাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত

(٦) وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْا ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না, আর এরাই তো ফাসেক। (আন নূর: ৪)

অশ্লীলতার আদেশ দেয় শয়তান

(٧) اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ○

অর্থঃ শয়তান তোমাদের অভাবের অঙ্গীকার করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (আল বাক্বারাহ: ২৬৮)

www.amarboi.org

হাদীস

অশ্লীলতার কারণে পরিত্যাক্ত ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسِ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতার ভয়ে সমস্ত মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ঈমানের প্রতিবন্ধক চারিত্রিক দোষের অন্যতম অশ্লীলতা

(٢) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَ لَا بِاللِّعَانِ وَ لَا الْفَاحِشَ وَ لَا الْبَذِيِّ.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে সর্বদা পরনিন্দা করে বেড়ায়। যে অভিসম্পাতকারী, যে অশ্লীল কথা বলে এবং যে নির্লজ্জ। (মুসলিম)

অশ্লীলতার শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ لَا تَسْرِقُوْا وَ لَا تَزْنُوْا وَ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَ لَا تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ وَ لَا تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَ مَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরষ্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সাতটি বড় পাপের একটি হল যিনা বা অশ্লীলতা

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরী'আতের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

www.amarboi.org

গর্ব ও অহংকার

বাংলা ভাষায় গর্ব ও অহংকার অতি পরিচিত দু'টি শব্দ। যার কারণে মানুষ আল্লাহর গোলামী হতে মুখ ফিরিয়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না। আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে সে হয় অভিশপ্ত। যার জলন্ত উদাহরণ ইবলীস। তাই বলা হয়ে থাকে অহংকার পতনের মূল। সে কারণে আমাদের প্রত্যেকের উচিত এ মৌলিক মানবীয় অসৎ গুনাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র যথার্থ গোলাম হিসেবে নিজেকে পেশ করা। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসে সে কথাই তুলে ধরা হলো।

কুরআন

হারানোতে দুঃখবোধ আর প্রাপ্ত জিনিসের অহংকার করা নিষেধ

(١) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ○

অর্থ ঃ যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও। আর তিনি যা তোমাদের দান করেছেন তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও। আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। (আল হাদীদঃ ২৩)

আল্লাহকে ইলাহ মানার ক্ষেত্রে অহংকারী লোকেরা অপরাধী

(٢) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

অর্থ ঃ আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করে থাকি। এ লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হত আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত। (আস সাফফাতঃ ৩৪-৩৫)

বাসস্থানের অহংকারের কারণে আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন

(٣) وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○

www.amarboi.org

অর্থ ঃ আমি কত জনপদই না ধ্বংস করে দিয়েছি যার অধিবাসীরা স্বীয় ভোগ-বিলাসের সরঞ্জামের প্রতি গর্বিত ছিল। এগুলোইতো তাদের ঘর-বাড়ী, তাদের পরে খুব কমসংখ্যক লোকই এ ঘর-বাড়ীতে বসবাস করেছে। এখন আমিই তার উত্তরাধিকার হয়ে বসেছি।' (আল কাছাছঃ ৫৮)

নিন্দুকের ধ্বংস অনিবার্য

(٤) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ০

অর্থ ঃ সেসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে থাকে। (আল হুমাযাহঃ ১)

জমিনে অহংকারভাবে চলা আল্লাহ্‌র নিষেধ

(٥) وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ০

অর্থ ঃ আর জমিনের ওপর গর্বভাবে চলো না। আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না। (আল লোকমানঃ ৩৬)

হাদীস

আল্লাহর গোলাম হতে দুর্বলতাই মূলত অহংকার

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَ نَعْلُهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, হুজুর কেউ যদি লেবাস-পোশাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে (তাহলে সেটাও কি অহংকার)? রাসূল (সা) জওয়াব দিলেন, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হল আল্লাহ্‌র গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

www.amarboi.org

অপব্যয় ও অহংকার একই সুত্রে গাঁথা

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ مَا شِئْتَ وَ الْبَسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَ مَخِيْلَةٌ.

অর্থ ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে, অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

অহংকারী ও তার অভিনয়কারীও জান্নাতে যাবে না

(٣) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَ لَا الْجَعْظَرِىُّ.

অর্থ ঃ হযরত হারেছা ইব্ন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবু দাউদ)

টাখনুর নীচে কাপড় পড়া ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না

(٤)عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِزَارُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَ مَا اَسْفَلُ مِنْ ذَالِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, মু'মিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নিচে এবং গিরার ওপর থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি গিরার নিচে চলে যায় তাহলে তা জাহান্নামে যাবে। একথা রাসূল (সা) তিনবার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকারবশত পায়ের গিরার নিচে পোষাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

www.amarboi.org

ইসলামে হালাল-হারাম

ইসলামে হালাল-হারাম অতি পরিচিত দু'টি পরিভাষা। নীতি-নৈতিকতা সমর্থিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা কুরআন-সুন্নাহতে বৈধ বলে স্বীকৃত এমন সবকিছুকে হালাল আর যা কিছু অনৈতিকতা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা কুরআন-সুন্নাহ্তে অবৈধ বলে স্বীকৃত এমন সবকিছুকে হারাম বলে। হালাল সব কিছু মানবতার কল্যাণের আর হারাম সবকিছুই অকল্যাণের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই আমাদের সবার উচিত হালালকে গ্রহণ আর হালামকে বর্জন। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীস সে কথারই প্রতিধ্বনি।

কুরআন

আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবাই করা জিনিস হালাল

(١) وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ○

অর্থ ঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় সেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। (আল আন'আম: ১১৯)

বিপদে পড়ে হারাম গ্রহণও জায়েয

(٢)اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

অর্থ ঃ তিনি তো তোমাদের ওপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারো নামে জবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়েছে অথচ সে অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল বাক্বারাহ: ১৭৩)

www.amarboi.org

আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা যাবে না

(٣) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

অর্থ ঃ হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এ জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (আত তাহরীম: ১)

অশ্লীলতা সর্বাবস্থায় হারাম

(٤) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ○

অর্থ ঃ হে নবী! তাদের বল, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য বা গোপন, অশ্লীলতা, গুনাহের কাজ এবং অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি। (আল আ'রাফ: ৩৩)

হালাল খাওয়ার নির্দেশ মহান আল্লাহ্‌র

(٥) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ○

অর্থ ঃ হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল বাক্বারাহ: ১৬৮)

পবিত্র জিনিস খেতে বলেছেন আল্লাহ

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ○

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (আল বাক্বারাহ: ১৭২)

www.amarboi.org

পবিত্র সব জিনিসই হালাল

(٧) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ○

অর্থ ঃ আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। (আল মায়িদাঃ ৫)

হাদীস

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই হালাল ও উত্তম

(١) عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَد طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

অর্থঃ হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

কিয়ামতের আলামত মানুষ হালাল-হারাম পার্থক্য করবে না

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَان لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না। (বুখারী)

www.amarboi.org

হারাম খাদ্যে বর্ধিত মাংসপিণ্ড জাহান্নামে যাবে

(٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে মাংস হারাম খাদ্য প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিণ্ড জাহান্নামেরই যোগ্য। (আহমদ ও বায়হাকী)

হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهٗ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهٗ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادُهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَ لٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দাহ যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলে তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

সমাপ্ত

www.amarboi.org

এস. এম. রুহুল আমীন

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারার অগ্রগণ্য কলমসৈনিকদের মধ্যে তিনি একজন মননশীল লেখক। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া এই শব্দ সৈনিক দু'দশকেরও বেশী সময়ধরে সাহিত্য সাধনায় রয়েছেন। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ায় হাতেখড়ি। এর পর একে একে শিক্ষাজীবনের ধাপগুলো পেরিয়ে সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর কামিল হাদিস বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। পাশাপাশি মেধাতালিকায় স্থানসহ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সমাজ সচেতন জীবনমুখী এই লেখক ছাত্রজীবনে মাধ্যমিক স্তর থেকে লেখালেখি শুরু করেন। এরপর শুরু হয় নিরন্তর পথচলা। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও রম্য রচনা এবং কলাম লিখছেন নিয়মিতভাবে। ১৯৯৮ সালে লেখকের বই 'পথ ও পাথেয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেন মাসিক নয়া চাবুকসহ বেশ কিছু সাময়িকী। প্রতিশ্রুতিশীল এই লেখক চাকুরী জীবনের শুরুতে প্রভাষক হিসেবে দক্ষিণবঙ্গ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ পটুয়াখালীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে। এছাড়াও তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নিরলসভাবে জাতিগঠন ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য বই :

- ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট-ভোটার ও নির্বাচন
- আল কুরআনের গল্প (শিশুতোষ)
- কারাগার ডায়েরী ও কিছু স্মৃতি
- পথ ও পাথেয় (ইংরেজী ভার্সন)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা